গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১০-২০১১

ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প (পাইলট) কাজের ড্রেজার

ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল
মার্চ , ২০১২

প্রকাশনা কমিটি

কামরুন নাহার খানম অতিরিক্ত সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
পরিমল চন্দ্র সাহা যুগ্ম সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
জি এম সালেহ্ উদ্দিন যুগ্ম সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
আফরোজা মোয়াজ্জেম যুগ্ম প্রধান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
কে. এম. নাজমূল হক চীফ মনিটরিং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
শোভা শাহ্নাজ সিনিয়র সহকারী সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য

সার্বিক গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
ড. আবদুল হামিদ (উপসচিব)
ড. মোঃ গোলাম ফারুক (উপসচিব)
প্রিন্সিপাল স্পেসালিস্ট, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
বাড়ি ৬, সড়ক ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১০-২০১১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

রমেশ চন্দ্র সেন
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদীভাঙ্গন রোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুর"ত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জীবন ও জীবিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডবি- উএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রশংসনীয় অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন জমি পুনর"দ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উলে- খযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)

আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা, জানুয়ারি ২০১২

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের বহুবিধ কাজের পরিচিতি তুলে ধরবে এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পানি সম্পদ অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বর্ষা মৌসুমে অতি আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে নিদারুন দুস্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের রূঢ় বাস্তবতা। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় দেশের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান)
এম পি

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী
মুখবন্ধ

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১-৮
ভূমিকা ১
কর্মপরিধি ১
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২
২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৪
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের বিবরণ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯-৪২
ভূমিকা ১১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ১২
অর্থায়ন ১৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল- ১৩
জনবল সুষমকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৫
২০১০-১১ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম ১৬
২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৬
সেচ কার্যক্রম ১৭
উন্নয়ন বাজেটে **সমাপ্তকৃত প্রকল্প** ১৯
চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ২২
কৌশলগত পাঁচ বছর মেয়াদে পরিকল্পনা ৩০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৩০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৩১
জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৩২
জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম ৩৩
পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম ৩৪
সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি ৩৪
জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি ৩৫
এক নজরে পাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৩৬
এক নজরে জুন/২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড ৩৭
উপসংহার ৩৭
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ৪৩-৬২
ভূমিকা ৪৫
কার্যপরিধি ৪৫
প্রধান দায়িত্ব ৪৫
জনবল ৪৬
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৪৬
২০১০-২০১১ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ৪৬
২০১০-২০১১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্ড়বায়িত, বাস্ড়বায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ ৪৭
- বাস্ড়বায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ ৪৭
- গবেষণা প্রকল্পসমুহ ৫৪

পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহ ৫৬
ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট , ফরিদপুর ৬৩-৭৪
পরিচিতি ৬৫
বিবর্তন ৬৫
কর্মপরিধি ৬৫
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ৬৬
পরিচালনা বোর্ড ৬৬
প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন ৬৬
পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৬৭
- হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ৬৭
- জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর ৬৭
- প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ৬৭
- প্রকাশনা ৬৮

২০১০-২০১১ অর্থবছরে দপ্তরভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম ৬৮
- হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ৬৮
- জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর ৭২

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ৭৪
২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৭৪
দক্ষ জনবল তৈরির কার্যক্রম ৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	৭৬-৮৫
ভূমিকা	৭৮
গঠন ও জনবল	৭৮
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলি	৭৯
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি	৭৯
তিস্ড়া ও অন্যান্য সীমান্ড়বর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানি বণ্টন	৮০
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা	৮০
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা	৮০
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা	৮১
২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	৮১
ভারত কর্তৃক অভিন্ন/সীমান্ড়বর্তী নদীর বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশের অবস্থান	৮৩
• টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প	৮৩
• আন্ড়ঃনদী সংযোগ প্রকল্প	৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	**৮৭-৯৩**
ভূমিকা	**৮৮**
পরিচালনা বোর্ড	**৮৮**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-পরিধি	**৮৮**
জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও চাকরি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন	**৮৮**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (২০১০-২০১১)	**৮৯**
২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	**৮৯**
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাস্ড়বায়িত ও বাস্ড় বায়নাধীন উন্নয়ন **কার্যক্রম**	**৯০**
বাংলাদেশের হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন **বোর্ড-এর** জেলাওয়ারি সমাপ্ত প্রকল্প, চলতি প্রকল্প এবং প্রস্ড়াবিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ	**৯২**

সপ্তম অধ্যায়

ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডবি উএম	**৯৫-১০৪**
ভূমিকা	**৯৬**
আইডবি উএম এর জনসম্পদ	**৯৬**
কাজের পরিসর	**৯৬**
আইডবি উএম কর্তৃক কতিপয় গুর"ত্বপূর্ণ সমীক্ষা	**৯৭**
গবেষণা ও উন্নয়ন	**৯৭**
আইডবি উএম কর্তৃক ২০১০২০১১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুর"ত্বপূর্ণ সমীক্ষা প্রকল্পসমূহের তালিকা	**৯৭**
মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ	**১০২**
কতিপয় উলে- খযোগ্য প্রশিক্ষণসূচি	**১০২**
আন্ড়র্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ	**১০৪**

অষ্টম অধ্যায়	
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)	**১০৫-১২৪**
পটভূমি	**১০৭**
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা	**১০৭**
অধিক্ষেত্র	**১০৭**
কাজের পরিসর	**১০৮**
জনবল	**১০৮**
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং চলমান **প্রকল্পসমূহের তালিকা**	**১০৯**
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	**১১২**
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	**১২১**
সমন্বিত পরিবেশগত বিশে- ষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ	**১২২**

পরিশিষ্ট-১	
২০১০-২০১১ অর্থবছরের আরএডিপি প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী	**১২৫-১৩৯**
পরিশিষ্ট-২	
২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্র“ত চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্ড়ব বিবরণী	**১৪০-১৪৪**
পরিশিষ্ট -৩	**১৪৫-১৪৫**
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েব সাইটের ঠিকানা	

Shaikh Altaf Ali
Senior Secretary
Ministry of Water Resources
Government of the People's Republic of Bangladesh

শেখ আলতাফ আলী
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ষষ্ঠবারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনে পানি সম্পদ খাতের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি গুর"ত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। সারাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ড়। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৭টি সংস্থার মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতের যাবতীয় কর্মকা" সম্পন্ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, নদী ভাঙ্গন রোধ, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূমি পূনর"দ্ধার ইত্যাদি প্রকল্প বাস্ড়বায়নে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুর"ত্ব প্রদান করেছে। এ মন্ত্রণালয় তিস্ড় ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী প্রকল্প, হাওর রক্ষা প্রকল্পসহ অনেক গুর"ত্বপূর্ণ প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে বাস্ড়বায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুসারে ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্প, গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জাতীয় গুর"ত্বপূর্ণ প্রকল্প সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্ড়বায়নাধীন রয়েছে। প্রলয়ংকরী ঘূর্নিঝড় সিডর এবং আইলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্পসমূহের বাস্ড়বায়ন কাজও সন্ড়োষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।

দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ড় ৬ শতাধিক সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্পসহ মোট ৭৫১টি প্রকল্প বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত করেছে এবং সেচের আওতায় এনে প্রতি বছর ৯৭ লক্ষ মে: টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদনে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকূল ও নদীতীরে নির্মিত ১০ হাজার কিলোমিটারের অধিক বাঁধ প্রায় ৮ কোটি মানুষ ও ১.৫০ কোটি ঘরবাড়িসহ দেশের বিস্ড়ীর্ণ এলাকাকে বন্যা ও লবণাক্ততা হতে রক্ষা করছে। এ যাবৎ ১ লক্ষ হেক্টর জমি সমুদ্র হতে উদ্ধার করে বনায়ন, কৃষি ও বসতি স্থাপনের আওতায় আনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্র"তি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্ড় দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১১২৯৮টি পরিবারের মধ্যে ১৫৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ড় দেয়া হয়েছে।

দেশের হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য মাস্টার প-ান প্রনয়ণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগাম বন্যা, পাহাড়ী ঢল এবং ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমাল রক্ষার জন্য অনেকগুলো গুর"ত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (আর আর আই) পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর মডেল স্টাডির কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে। এ ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটি গঙ্গা নদীর উপর নিমির্তব্য গঙ্গা ব্যারেজের মডেল স্টাডির কাজ প্রায় চূড়ান্ত করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্তকৃত ৭৫১টি প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওএন্ডএম) দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ড়। তবে এ খাতে সরকারি রাজস্ব বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় প্রকল্পগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্পগুলোর ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অধিকতর গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ প্রতিবেদনটিতে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

২৬.০১.২০১২
(শেখ আলতাফ আলী)

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইতিপূর্বের সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন, ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, আড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান
৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের আওতায় খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ের আইন কানুন
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;

- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুস্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বছর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা;

জাতীয় পানি আইন ২০১২

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর আলোকে প্রণীত জাতীয় পানি আইন ২০১২ মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সিনিয়র সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্ত/সংশি-ষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট; যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ; বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড; ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডবিউএম); এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) -এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিস্পন্ন করেন। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় ও উহার সংশি-ষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর ৩ টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ ও (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১ জন যুগ্ম সচিব ২ জন উপসচিব ও ৩টি শাখায় ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাব রক্ষণ শাখায় একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কাজ করছেন। কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন প্রোগ্রামার ও একজন সিস্টেম এনালিস্টের নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে ২ জন যুগ্ম সচিব ও ৪ টি অধিশাখায় ৩ জন উপসচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে দু'জন উপপ্রধান ও ৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ৯১ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ২৭ টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদ ১৮ টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৩ টি করে পদ রয়েছে।

পদসৃজন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব এর ০১টি, উপসচিব এর ০১টি, সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিবের ০১টি পদ, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তার ০৭টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটরের ০৩টি, এমএলএসএস এর ০৭টি পদ ও গাড়ীচালক এর ০২টি পদসহ মোট ২৬টি পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গেছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

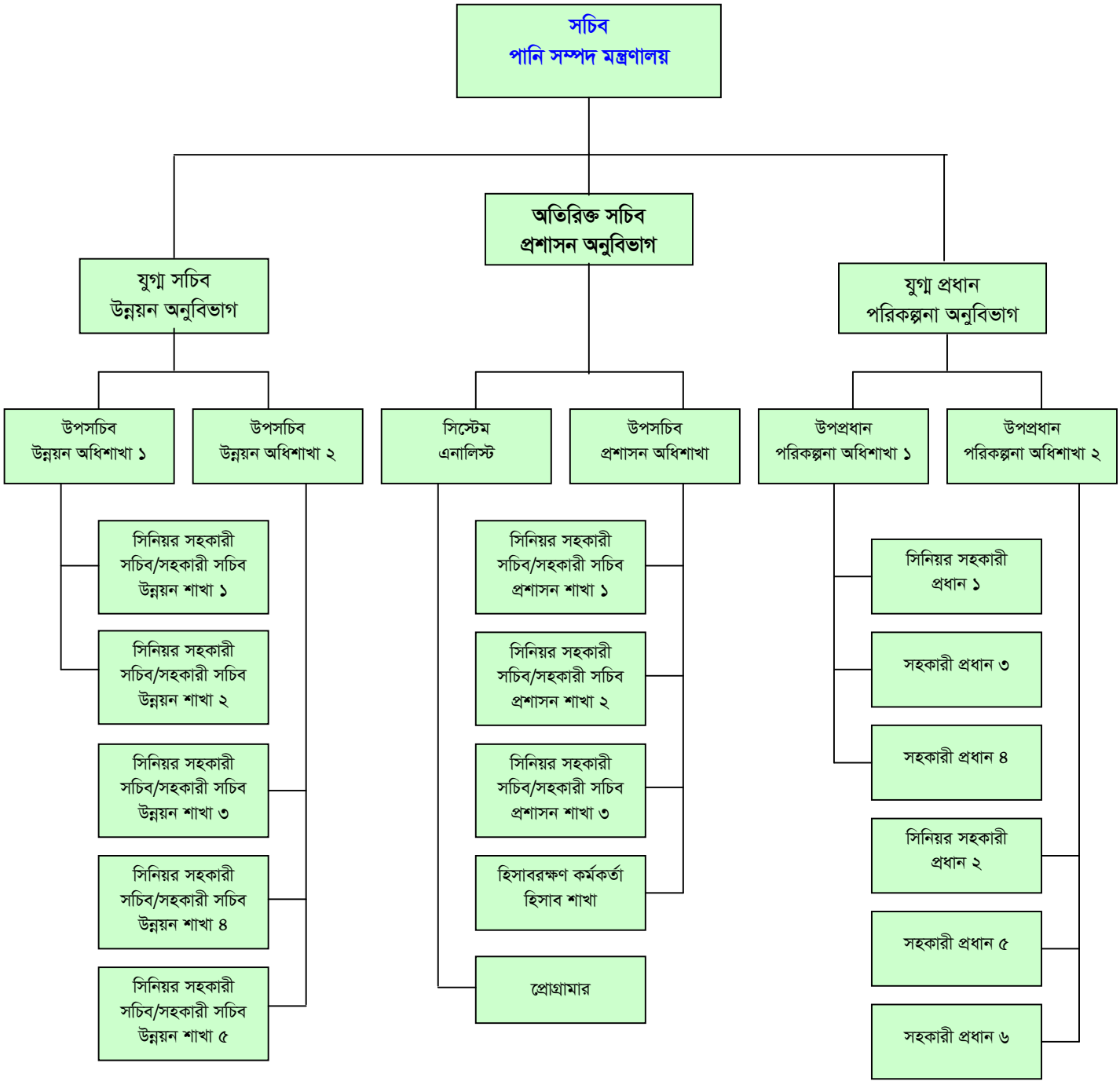

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবি	অনুমোদিত সংখ্যা	বর্তমান সংখ্যা ২০১০-২০১১	শূন্য পদ ২০১০-২০১১
১.	সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	১	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	১	১	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপসচিব	৩	৩	-
৬.	উপপ্রধান	২	০১	১
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৬	৩
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট (অস্থায়ীঃ প্রতিবছর নবায়নের মাধ্যমে সংরক্ষিত)	১	০	১
১০.	প্রোগ্রামার	১	০	১
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৮	১৮	০
১৩.	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৪	৯
১৪.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৮	৫
	মোট	**৯১**	**৬৯**	**২২**

২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১০-১১ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	৫৫৫.৩১	-	৪৭১.৪৫	-	
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		১৪০৩৫৪.০০		১২৭৮৯৩.০০	সার্বিক অগ্রগতি ৯০.৯৭%
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা					
৪	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট		৩৩১.০০		৫৬.৮০	
৫	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ					
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড		৩০৩.০০		৩০৩.০০	
	সর্বমোট	৫৫৫.৩১	১৪০৯৮৮.০০	৪৭১.৪৫	১২৮২৫২.৮০	

২০১০-২০১১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯০.৯৭%।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ/করফারেন্স/ওয়ার্কশপে যোগদানের বিবরণ

২০১০-২০১১ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৮ (আঠার) জন কর্মকর্তা ১২টি দেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর/সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দেশের অভ্যন্ড়রে ১৪ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২০১০-২০১১ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	Matt-2	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	০৬-০৬-২০১০ হতে ১৫-০৭-২০১০ পর্যন্ত	১ জন
২	ওয়েব সাইট বিষয়ক	কম্পিউটার কাউনসিল	০১-০৮-২০১০ হতে ০৫-০৮-২০১০ পর্যন্ত	১ জন
৩	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	২২-০৯-২০১০ হতে ২৩-০৯-২০১০ পর্যন্ত	১ জন
৪	৪৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	২৪-১০-২০১০ হতে ২০-০২-২০১১ পর্যন্ত	১ জন
৫	এসিএডি	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	১৯-১২-২০১০ হতে ০১-০২-২০১১ পর্যন্ত	১ জন
৬	বিভাগীয় প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা	২০-০২-২০১১ হতে ২৬-০৪-২০১১ পর্যন্ত	১ জন
৭	Project Management Public Procurement	জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী	২০-২৪ নভেম্বর ২০১১	১ জন
৮	Basic Training Course on Poverty, Environment, Climate Change & Disaster Nexus	পরিকল্পনা কমিশন	১১-১৫ ডিসেম্বর ২০১১	১ জন
৯	“Basic Office Management Course”	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০	০৪-২৭ জুলাই ২০১০	১ জন
১০	“Computer Literacy & English Language Course”	-ঐ-	১০-২৮ অক্টোবর ২০১০	১ জন
১১	“Conduct &	-ঐ-	০৩-১৪ অক্টোবর	১ জন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
	Discipline Course”		২০১০	

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১২	“Computer Literacy & English Language Course”	-ঐ-	০৫-২৩ ডিসেম্বর ২০১০	১ জন
১৩	“ Staff Development Course”	-ঐ-	০১-০৫ আগস্ট ২০১০	১ জন
১৪	“ Staff Development Course”	-ঐ-	২১-২৫ নভেম্বর ২০১০	১ জন
১৫	“Computer Literacy Course”	-ঐ-	০৬-১০ ফেব্রুয়ারি২০১১	১ জন
১৬	“Environmental Development & Disaster Management Course”	-ঐ-	২০-২৪ মার্চ ২০১১	১ জন
১৭	“ Staff Development Course”	-ঐ-	০৫-০৯ জুন ২০১১	১ জন

২০১০ ২০১১ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
১	PhD Program	Canada	August, 2010 to July, 2014	১ জন
২	Visit of the Bangladesh Delegation to attend the 46th Meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee	India	03-09-2010 to 07-09-2011	১ জন
৩.	Coastal Region Economic Development for Developing Countries.	China	26-08-2010 to 14-09-2010	১ জন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
৪.	Seminar on Sustainable Use of Water Resources	Singapore	30-06-2010 to 02-07-2010	২ জন
৫.	"Macro Planning of Water Resources and Monitoring of Water Sector Projects"	Thailand	22-11-2010 to 03-12-2010	২ জন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
৬.	"Water Management for Responding to Climate Change"	Korea	17-10-2010 to 27-10-2010	১ জন
৭.	"Young leaders for Bangladesh Governance/ Administrative Management Course (J-10-40078)"	Japan	01-12-2010 to 18-12-2010	১ জন
৮.	5th Abu Dhabi Dialogue on "Water Cooperation in South Asia" in Bangkok, Thailand.	Bangkok, Thailand	15-12-2010 to 16-12-2011	১ জন
৯.	Visit to Various Land Reclamation and Capital Dredging Programmers	Netherlands	16-09-2010 to 23-09-2010	১ জন
১০.	Bangladesh Delegation for Participation in the Conference of the Parties (COP-16) of United Nations Climate Change Conference.	Mexico	03-10-2010 to 10-10-2010	১ জন
১১.	Visit Nepal and Bhutan to discuss issues related to transit/ transshipment and hydropower generation towards enhancement of Sub-regional Co-operation and Implementation of the directives of Joint Communiqué.	Nepal and Bhutan	22-25 November, 2010	১ জন
১২.	Visit of Bangladesh Inspection Team to Korea for Verification of test results of Geo-Textile Bags at the Fiti Testing and Research Institute/Laboratory, Seoul, Korea.	Korea	22-02-2011 to 03-03-2011	১ জন
১৩.	Visit Farakka and Ichhamati	India	03-05-2011	১ জন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান/দাতাদেশ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা
	Dredging site attened the 48th Meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee		to 08-05-2011	
১৪.	Delegation in the Water Resources Secretary Level Meeting between Bangladesh and India.	India	05-06-2011 to 07-06-2011	১ জন
১৫.	Visit of the Bangladesh Parliamentary Delegation to the People's Republic of China	China	13-06-2011 to 19-06-2011	২ জন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি অনুপ্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর ও কৃষিযোগ্য জমি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

ষাটের দশকের শুরুর দিকে দেশের জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি হলেও খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন । ৪০ বছর পূর্বে আনুমানিক ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন থেকে বর্তমানে প্রায় তিন কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এই ২ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে পানি সেক্টরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন। সরকারের পানি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের মতো বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ভোলা সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রকল্পসহ ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এই সেক্টরে ১৪৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে আর বিগত ৪০ বছরে আরও ৬০৭টি প্রকল্পসহ জুন ২০১১ পর্যন্ত মোট ৭৫১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ সেক্টরের অপর উলে- খযোগ্য বিষয় নদীভাঙ্গনজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা। প্রতি বছর প্রায় ৮৭০০ হেক্টর জমি নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়। এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ৭/৮ লক্ষ লোক গৃহহীন ও নিঃস্ব হয়ে যায়। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরববাজার ইত্যাদি বড় বড় শহরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূ-খন্ড হারানো প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যমুনা নদীর করাল গ্রাস থেকে সিরাজগঞ্জ ও সারিয়াকান্দি রক্ষাকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প; ফ্যাপের অধীন কামারজানী, গুটাইল রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সিরাজগঞ্জ ও কাজিপুরে কয়েকটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৯০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় খুলনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম শহরকে নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। যার ফলে ৬টি পৌর এলাকার প্রায় ১২ লক্ষ লোক, তাদের সহায় সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাদি নদীভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশের ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বন্যা বাঁধ/ফ্লাড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে বন্যামুক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উলে- খ্য, এ প্রকল্পের অধীনে আশুলিয়া-মীরপুর-লালবাগ-মিটফোর্ড পর্যন্ত অংশে বাঁধের উপর ৩২ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে যার ফলে মহানগরীর পশ্চিমাংশে যানবাহন চলাচলের এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকার সেক্রেটারি অব ইনটেরিয়র জনাব জে, এ, ক্রগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এ পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণ করা হয় এবং প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অকারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সংস্থার সূচনালগ্নেই আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন

দেশী/বিদেশী প্রকৌশলী ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত আমেরিকান পরামর্শক সংস্থা International Engineering Company (IECO) কে নিয়োজিত করা হয়। ১৯৬৪ সনে IECO পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। উক্ত মহাপরিকল্পনায় ৫৮টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। এ সব প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, কর্নফুলী সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, মনু ব্যারেজ প্রকল্প, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা ব্যারেজ প্রকল্প ইত্যাদি। এ সব প্রকল্পের অধিকাংশ ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন, ভূমি পরিবৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন। ইপিওয়াপদার "পানি উইং" এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাপাউবোতে আত্মীকৃত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর পদ হয় চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান এবং ৫জন সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ঐ সময়ে বাপাউবোতে বিদ্যমান জনবল ছিল প্রায় ২৪০০০। একই সময়ে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ৯-খন্ডে পানি সেক্টর সমীক্ষা প্রকাশ করে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে পানি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিবর্তে সমন্বিত ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী বৃহৎ প্রকল্পের পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ত্বরিৎ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করাও এ সমীক্ষার অন্যতম প্রধান সুপারিশ। তদানুযায়ী ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৭০ এর দশকের প্রথমার্দ্ধে বাপাউবো North Bangladesh Tube well প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং ডাচ , সুইডিস এবং কানাডিয়ান সরকারের সহযোগিতায় শতাধিক ক্ষুদ্রাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ এর উপর্যুপরি প্রলয়ঙ্করি বন্যায় সারা পৃথিবী উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। যার মধ্যে উলে- খযোগ্য হলঃ UNDP Flood Policy Study, French Engineering Consortium Study, China-Bangladesh Technical Study। উক্ত সমীক্ষাসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৯০ এ লন্ডনে জি-৭ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জি-৭ শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার টেকসই সমাধানে Flood Plan Coordination Organisation সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে Flood Action Plan (FAP) সমীক্ষা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার ফ্লাড এ্যাকশন প ান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ২৬টি সমীক্ষা সম্পাদন করে। ফ্যাপ স্টাডির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পানি সম্পদ খাতের ভবিষ্যত কার্যাবলী সম্বলিত ও সুষমভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) প্রণীত হয়। BWFMS এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন এবং ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। **"বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তার ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। এ বোর্ড সারাদেশে বিস্তৃত নিজস্ব দক্ষ জনবল এবং অফিসসমূহের সাহায্যে উহার সকল কর্মকা ের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বোর্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
- সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

- বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশি- ষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশি- ষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। বোর্ড বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে তারা হল বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার ইত্যাদি। এ পর্যন্ত পানি খাতে ২৫৪ কোটি মার্কিন ডলারেরও অধিক পরিমাণ অর্থ বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক সহায়তা হিসেবে এসেছে। বিগত দশ বছরে এই সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পানি সম্পদ খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কাজে সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈদেশিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বোর্ডের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্তকৃত বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট থেকে আসে। বিগত ৩ বছর হতে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন বোর্ডের মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৫জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। এই বোর্ড সারাদেশে বিস্তৃত নিজস্ব দক্ষ জনবল এবং অফিসসমূহের সাহায্যে এর সকল কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বোর্ডের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে (জোনে) ভাগ করা হয়েছে। জোনের দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিটি জোনকে কয়েকটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছে। সার্কেলের প্রধান হলেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। সার্কেলকে আবার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগের প্রধান হলেন নির্বাহী প্রকৌশলী। বিভাগকে আবার কয়েকটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও

রক্ষণাবেক্ষণের মূল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয় বিভাগ এবং উপবিভাগে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৯টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ এবং ২০১টি উপ-বিভাগ রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো
(ব্যবস্থাপনা অংশ)

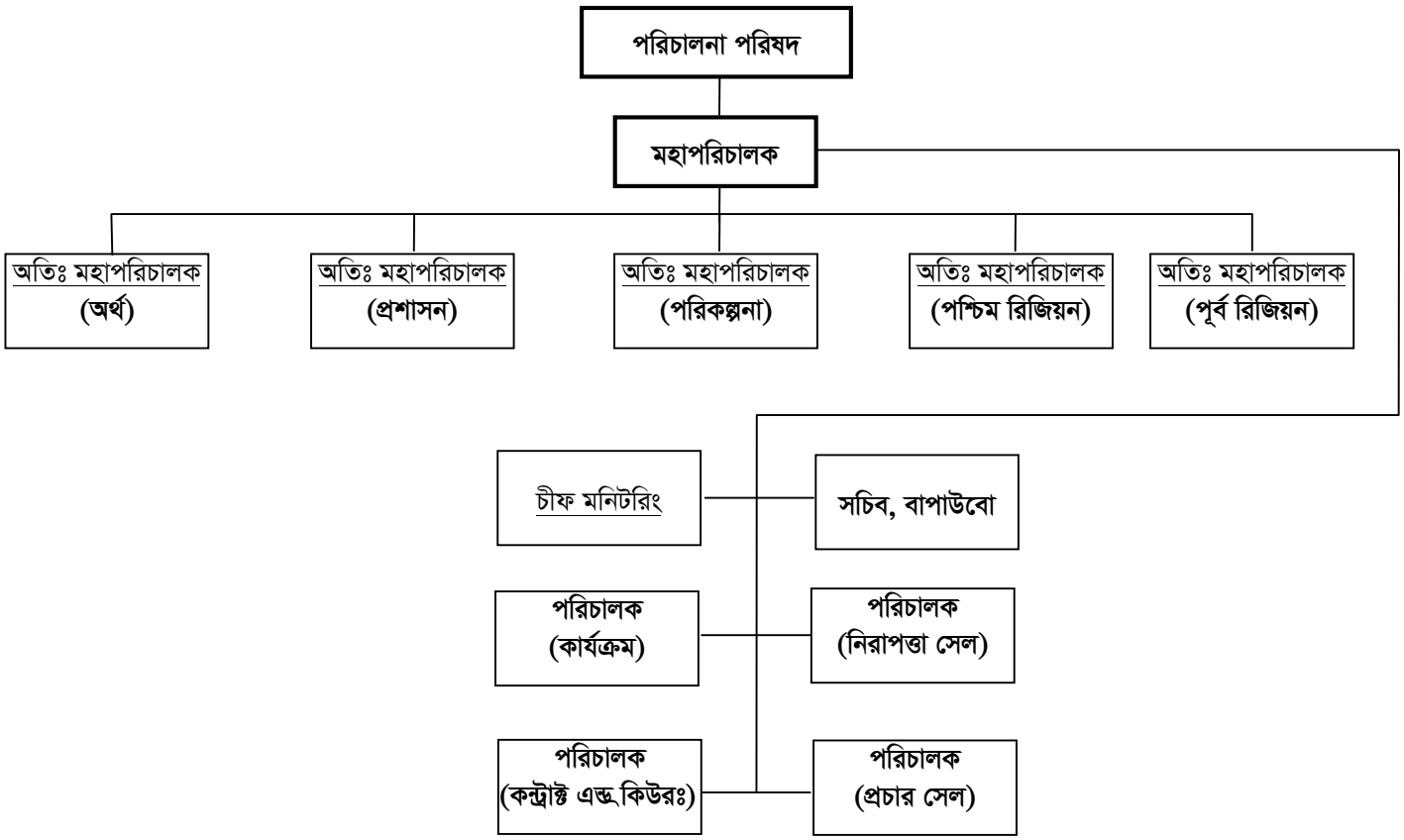

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ এর আলোকে বোর্ড ১৯৯৮ সালে সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গৃহীত জনবল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটি সেট-আপ অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদিত জনবল ছিল ১৮০৩২ (নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটঃ ১৯০ জন ও পানি অনুসন্ধান পরিদপ্তর (যৌথ নদী কমিশন ১৬৭ জন)। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে সরকারি গেজেটে বোর্ডের জনবল ৮৯৩৫ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর ও যৌথ নদী কমিশন এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) তে হ্রাস করা হয়।

১ জুলাই ২০১১ তারিখে গেজেট সেট-আপ এর অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিদ্যমান জনবল ৫২৫৪। একই সময়ে রিটেনশনভুক্ত জনবল এবং চুক্তিভিত্তিক পদের বিপরীতে কর্মরত নিয়মিত জনবলসহ বোর্ডের মোট জনবল ৬২২২। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৬২২ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৫৭০।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (জুন ২০১১ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	৯৮৬	৭২৩	২৬৩
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮২০	৬৬৬	১৫৪
তৃতীয় শ্রেণী	৩১২৩	১৭৩৭	১৩৮৬
চতুর্থ শ্রেণী	৪০০৬	২১২৮	১৮৭৮
মোট	৮৯৩৫	৫২৫৪	৩৬৮১

উলে-খ্য, ১৯৯৮ সনের অনুমোদিত সেটআপ পূর্বের সেটআপ (এনাম কমিটি) সংকুচিত করে প্রণীত (১৮০৩২ এর স্থলে ৮৯৩৫ জনের সংস্থানকৃত) হয়েছে। উলে-খ্য, বর্তমান সেটআপ, ২০০১ সনে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ৮টি গুচ্ছে ৮৪টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জনবলের অপ্রতুলতার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দার"ণ বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাস্তবায়নাধীন কাজ সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজের মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া সিডর ও আইলার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

জনবল সুষমকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করেছে। সরকার বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বাপাউবোর জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। তদানুযায়ী বাপাউবোর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বর্তমানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনাধীন রয়েছেঃ

ক. বাপাউবো আইন ২০০০ মোতাবেক চাকরি-বিধি অনুমোদন করা এবং

খ. ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাপাউবোর Need based জনবল কাঠামো অনুমোদন করা।

সংস্থার জনবল সুষম করণের লক্ষ্যে Need based সেটআপ সরকারের বিবেচনার জন্য বাপাউবো কর্তৃক পাসম এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত Need based সেট-আপ পর্যালোচনা করতঃ শর্ত সাপেক্ষে ৬৪৫৯টি নতুন পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্তির সম্মতি জ্ঞাপন করে। নিম্নে এনাম সেট-আপের জনবল,১৯৯৮ সালের গেজেটে সেট-আপের বিপরীতে বাপাউবো'র বর্তমান জনবল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল (বিদ্যমান অনুমোদিত জনবলের সহিত সমন্বয় করতঃ) এর বিবরণ প্রদত্ত হলঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট ৯৮ অনুসারে জনবল	অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত জনবল	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (এমই ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	৬০৯৭	১৩৫৯৪
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	১৪৫	
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	২৪৪	
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	৬৪৮৬	১৩৫৯৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময় কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	২০১০-২০১১	৩৭	৭৭১	১৯৭৩৭৬

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	ভারত	৪	১২	১৯৪
২.	জাপান	৩	৪	১৯৭
৩.	ফিলিপাইন	৪	৮	৩৯
৪.	নেপাল	১	১	৯
৫.	নেদারল্যান্ড	৩	৪	৩৩
৬.	চীন	১	২	১৪
৭.	থাইল্যান্ড	৪	৭	৭২
৮.	জার্মানী	২	২	৪১
৯.	দক্ষিণ কোরিয়া	২	৫	৫১
১০.	শ্রীলংকা	১	১	৪
১১.	ডেনমার্ক	১	১	২১
১২.	ভিয়েতনাম	১	১	৪
	মোট =	২৭	৪৮	৬৭৯

২০১০-১১ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬৮টি (৩টি কারিগরি সহায়তা সমাপ্ত প্রকল্পসহ)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প ছিল ১৫টি। ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪০৩.৫৪ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ছিল ৯৬.৬৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৯০.৫৩%। ৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বরাদ্দ প্রাপ্ত ৬৮টি প্রকল্পের জুন ২০১১ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১)ঃ

বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
স্থানীয়	৯৭০.৮০	৯৪২.০৯	৯৭.০৪%
প্রকল্প সাহায্য	৪৩২.৭৪	৩২৮.৪৭	৭৫.৯১%
মোট	১৪০৩.৫৪	১২৭০.৫৬	৯০.৫৩%

২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১০-১১ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন বরাদ্দসহ) পাওয়া গেছে ৭০৩৯০.০০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৮৩৪৬.৭৩ লক্ষ টাকা । নিম্নে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং এর ব্যয় বিবরণী দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	বেতন সহায়তা	২৮৫১৪.০০	২৮০৬২.৪৯
২	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	১৬৫০.০০	১৬২২.১৪
৩	মেরামত মঞ্জুরী (আইলাসহ)	৩০৫১০.০০	৩০৫০১.০০
৪	জরিপ	৫৫০.০০	৫৪৩.৯২

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৫	পৌরকর	২৩০.০০	২১৭.৫৭
৬	ভূমিকর	৭৫০.০০	৬৬৬.৫৩
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	১২০০.০০	১১৯৮.১২
৮	মূলধন মঞ্জুরী	৩৪.৩০	২৯.৮২
৯	পিপিএনবি প্রকল্প (১৫টি)	৬৯৫১.০৯	৫৫০৪.১৪
	মোট	৭০৩৮৯.৩৯	৬৮৩৪৫.৭৩

২০১০-১১ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল-ী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্ড়া বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্ড়া প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে।

২০১০-১১ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন' ২০১১ পর্যন্ড় ১০.০৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১০-২০১১ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের জুন ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৯২৯৮	৩৪৬৯৭ (৩৮.৮৬%)	৬০৮৯৫	৭০৫৯০ ১১৫.৯২%	১৫৩৫৮	১৪৮৪৪ ৯৬.৬৫%
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৩৭৮৮০	৪৬৫০৩ (১২২.৭৬%)	৮৪২৬১	৭৭৭১৩ ৯২.২৩%	৬৪৫২	৪৪৬৫ ৬৯.২০%
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৪১২৬৫	১৪৪১৬৫ ১০২.০৫%)	১৫৫৮৩০	১৬২৭৯১ ১০৪.৪৭%	৬৫২৩৫	৫৮৯৮২ ৯০.৪১%
৪।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১৫৬১৫ (১০০.০০%)	৭৭৫০৫	৭৭৫০৫ ১০০.০০%	১১০২৫	১১০২৫ ১০০%
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৬৫২	১৭১০৪১ ১০০.২৩%	০	০ ০.০০%

ক্রঃ নং	জোন	২০১০-১১ সালের জুন ২০১১ ইং পর্যন্ত					
		খরিপ-২(জুলাই অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)		খরিপ-১ (এপ্রিল-জুলাই)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	২৪২৮০	২৩৩৫৩ (৯৬.১৮%)	৫০৮৩৩	৪৯৪২১ ৯৭.২২%	০	০ ০.০০%
৭।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্রগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৮৫৫	৪৪৮৪৫ ৯৭.৮০%	০	০ ০.০০%
	মোট	৩১০৬০৮	২৬৬৬০৩ (৮৫.৮৩)%	৬৪৫৮৩১	৬৫৩৯০৬ ১০১.২৫%	৯৮০৭০	৮৯৩১৬ ৯১.০৭%

চলমান সেচ কার্যক্রম ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য এলাকার মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদযোগ্য জমির ৭২%) সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে সেচ প্রকল্পাধীন এলাকা প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদ যোগ্য জমির প্রায় ১৭%)। প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেচযোগ্য এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে দেশের সেচ এলাকা বৃদ্ধি করতে হলে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল ভরাট হয়ে যাওয়া খাল ও নদী-নালা পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ড্রেজিং কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে বাস্ড়বায়ন করে এর সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক চলমান ও ভবিষ্যৎ গুর"ত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

চলমান গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	তিস্ড়া বাঁধ প্রকল্প (২য় পর্যায়; ১ম ইউনিট)	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৫৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
২	মুহুরী-কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫৯৩৬ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৫৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২)	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়ার ১৩৭১১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা।
৪	আপার সুরমা-কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৮২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৬	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	বাদাই নদী ও শাখাখাল পুনখনন এবং পাম্পস্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ১৭,০০০হেঃ এলাকাকে চাষের আওতায় আনা, পানি নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন কাঠামো তৈরি করে উক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হওয়াসহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপকূলীয় বন সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষিত হবে।
২	চাঁদপুর-কুমিল□া সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১৫৮.৭১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১২৭৮০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৬১৬৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৪৭.৬৫ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৬৯৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ২৪.৯৬ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৭৩.২৬ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩৩১৭ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৪৩৭ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ৭৪৮০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

২০১০-২০১১ উন্নয়ন বাজেটে সমাপ্তকৃত প্রকল্প

২০১০ -২০১১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ২৪৪.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত), যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) ইত্যাদি। নিম্নে ২০১০-১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০	৯৭৯৯.১২	৮৬.১২	১৩৫৬.০০	১০৬৯৩.৫৪	৯২.৯২
২	৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩	৩৩১০১.৮৪	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৪২৭১২.৬৩	৯৯.৪৩

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
৩	৬	উপকুলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ড় অতি ঝুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (৭টি পোল্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৭৮০.০০	৬৭১৪.২০	৯৯.৬৬
৪	১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ড় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩	২৭৮২.৯০	৮১.২৭	৬০০.০০	৩৩৪৮.৪৮	৯৭.৮০
৫	১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯	৮৮২২.৬৫	৯৩.১৪	৫৭৮.০০	৯৩২৯.৯৫	৯৯.৩০
৬	১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫	১৭২০.৮৫	৮০.৮০	৪৯০.০০	২২০৯.৯৪	১০০.০০
৭	১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	১০০০.০০	২০৫৭৬.৪০	৯১.৭১
৮	১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	২৭৭.০০	১৫৭৭.০২	১০০.০০
৯	১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯	২৮২০৬.৮০	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৩১১৫২.২১	৯৯.৯৭
১০	২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪	৯৪৭.৬৭	৮৫.৬৮	১২০.০০	১০৬৪.১৮	১০০.০০

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১১ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১১	২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৮৬	৫.০০	১২.০০	১৬৮.০০	১৭১.৯৫	১০০.০০
১২	৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	১৬৪	৫.০০	৫.০০	১৩৯.০০	১৪১.৪০	৮৯.৭৬
১৩	১০৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭	১৪৫৯.৫১	১৪.৪৭	২৫.০০	১৪৬৯.২৩	১৪.৫৭
১৪	১০৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	১৫২২.১৮	৮.১৫
১৫	টিএ- ১	এ্যাস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩	১৮০০.১১	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০	২৪৩৪.১৯	৬০.৩৪
১৬	টিএ- ২	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোচেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিস্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০১১)	৬০৭	২৫২.৮৫	২৫.১২	৩৫৭.০০	৫০৭.৩০	৮৩.৯৩

যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (JMREM)

যমুনা নদীর ডান তীরে "পাবনা সেচ ও পল-ী উন্নয়ন প্রকল্প" এবং মেঘনা নদীর বাম তীরে "মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প" নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষার নিমিত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক "যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প" (JMREM) টি গ্রহন করা হয়। পাইলট প্রকল্প হিসাবে JMREM ২০০২-২০০৩ সালে শুর" হয়ে ২০১০-২০১১ সালে সমাপ্ত হয়। বর্ণিত প্রকল্পে লাঞ্চিং এ্যাপ্রোনে সিসি ব- ক ডাম্পিং এর সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তে বালু ভর্তি জিও-টেক্সটাইল ব্যাগ দ্বারা এরিয়া কভারেজ পদ্ধতিতে টোটাল ষ্টেশন ও বার্জের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করে নদী ভাঙ্গন রোধে নতুন এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ভাঙ্গন কবলিত বিস্ড়ৃত প্রকল্প এলাকা অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী লাঞ্চিং এ্যাপ্রোন তৈরী করতঃ নদীর স্ে-াপ অস্থায়ীভাবে জিও ব্যাগ স্থাপন করে প্রাথমিক পর্যায়ে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়। পরবর্তীতে এক বা একাধিক বর্ষা মৌসুম পর্যবেক্ষণ করে পর্যায়ক্রমে সিসি ব- ক দ্বারা স্ে-াপ পিচিং করে স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এ পদ্ধতিটি নদী ভাঙ্গন রোধে একটি মূল্য সাশ্রয়ী ও কার্যকরী টেকসই পদ্ধতি। সনাতনী পদ্ধতিতে সিসি ব- ক ডাম্পিং এর মাধ্যমে নদী তীর সংরক্ষণ কাজে যমুনা ও মেঘনা নদীতে প্রতি মিটারে ৩.৭৫ থেকে ৪.০০ লক্ষ টাকা ও JMREM পদ্ধতিতে প্রতি মিটারে ১.১৫ থেকে ১.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উলে- খ্য, নতুন এ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বর্তমানে ভাল অবস্থায়

রয়েছে। বাপাউবো'র চলমান বিভিন্ন তীর সংরক্ষণ কাজে প্রকল্প বিশেষে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এ JMREM পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। JMREM পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত কাজের স্থির চিত্র নিম্নরূপ ঃ

প্রকল্প পূর্ব অবস্থা

JMREM পদ্ধতিতে জিওব্যাগ ডাম্পিং

জিওব্যাগ স্থাপন করতঃ অস্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ

প্রকল্প পরবর্তী অবস্থা

চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি চলামন প্রকল্পঃ

২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি চলমান প্রকল্পের সংখ্যা মোট ১৬টি। উক্ত ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে জুন/২০১১ পর্যন্ত ২৪৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ৩৫৬.০৬ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া, ২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে ৩টি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ১৩.৫৩ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২)।

নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী। এ যাবৎ কাল বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর

গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে সমন্বিত ড্রেজিং ও নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অভ রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)" নামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জিওবি অর্থায়নে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের সময় কাল মার্চ/২০১০ থেকে জুন/২০১২ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর নিচ দিয়ে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমূখের ভাটি পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। উক্ত প্রকল্পের ৩টি অংশ রয়েছে যথাঃ

(১) যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্টের উজান থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর নীচ দিয়ে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখের ভাটি পর্যন্ত ২০.০০ কিলোমিটার এবং ভূয়াপুর তারাকান্দি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পাশে নলিন বাজার সন্নিকটবর্তী স্থানে ২.০০ কিলোমিটার খনন কাজ।

(২) বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের জন্য টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং সুনির্দিষ্ট Investment and Implementation Plan তৈরি করা।

(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ প্রভাব নিরূপণ (Impact assessment) সংক্রান্ত কার্যাবলী।

বাপাউবোর নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাকল্পে সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে বাপাউবোর নিজস্ব ৪টি ড্রেজার দ্বারা আংশিক ড্রেজিং কার্যক্রম চালানো হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অথবা অন্যকোন বেসরকারি সংস্থাতে এই বিশাল ড্রেজিং কার্যক্রম চালনার মত উপযুক্ত ড্রেজিং সরঞ্জাম ও জনবল নেই। ফলে কাজটি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করতঃ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান থেকে যমুনা ব্রীজ পর্যন্ত ১৪.০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত ড্রেজিং কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ঠিকাদার চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, চায়না এর সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যার চুক্তি মূল্য ৪৬১.৬০ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু সেতুর উজান হতে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত অবশিষ্ট ৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের দরপত্র চূড়ান্তকরণ পূর্বক নোটিস অব এওয়ার্ড দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১১ মাসে কাজ শুর" করা হয়েছে।

গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্র"ততম সময়ে ৯৪২.১৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প নভেম্বর ২০০৯ এ অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সময় কাল ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (বাপাউবো'র ড্রেজার, দেশীয় প্রযুক্তির প্রাইভেট ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদেশি ড্রেজার দ্বারা), জরিপ ও সমীক্ষা, গাণিতিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং, প-াটফর্ম স্টাডি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণ, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজার ক্রয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বোর্ডের ২টি ড্রেজার দ্বারা গড়াই নদীর উৎসমুখ হতে ২.৮২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং করা হয়েছে। ২০০৯-১০ হতে ২০১১ জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গড়াই নদীর ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে Maintenance Dredging কাজের কর্মসূচী আছে। এ ছাড়াও বাপাউবো কর্তৃক ২ সেট ড্রেজার (ড্রেজার ২ টি, ওয়ার্ক বোট ২টি, টাগবোট ১টি, সোর ও ভাসমান পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ের জন্য আ"র্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ড্রেজিং কাজের Bathymetric Survey কাজের জন্য ইতোমধ্যে IWM কে নিয়োগ করা হয়েছে।

পরবর্তী বছর গুলোতে সংগৃহীত ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ ও ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নে আগ্রহী হওয়ায় "Bangladesh River Improvement and Conservation (BRIC) Program" এর অধীন সমীক্ষা কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুংলী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা সিস্টেম)

ঢাকা মহানগীর চর্তুপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রায় ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ গাইড বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ, রিভার ড্রেজিং-২২৬.০০ কিঃমিঃ, অফ্ টেক রেগুলেটর নির্মাণ-১টি ও ফিস পাস রেগুলেটর নির্মাণ-১টি।

বুড়িগংগা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.৫ কিঃমিঃ অংশে আংশিক ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। যার আওতায় টাঙ্গাইল জেলার পুংলি নদীর ৫৬.০০ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পূরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই প্রকল্পের আওতায় নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসনের সুবিধাও অর্ন্তভূক্ত আছে। প্রকল্পটি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী, চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর উপজেলায় অবস্থিত। ২৪৮.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১১-১২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ মেজর সেকেন্ডারী খাল (বগুড়া খাল ও রংপুর খাল ৬৩ কিঃমিঃ, সেকেন্ডারী খাল ৯৫.৯৭ কিঃমিঃ, টারশিয়ারী খাল ১৩১.০৩ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল ৬০.০০ কিঃমিঃ, সেচ কাঠামোসমূহ ৩৩৬ টি, ব্রীজ ৩৮টি, কালভার্ট ১৬০টি, নিষ্কাশন কাঠামো ১৮ টি, টার্নআউট ৩৯৯টি, পরিদর্শন রাস্তা ১০.০০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ ৩৭৭.৩৩ হেক্টর। বর্ণিত প্রকল্পটির জুন/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১১৩.৩৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০.৮৯%।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। গংগা ব্যারেজ প্রকল্প "ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট" শিরোনামে ৪৫.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বর্তমান সরকার অনুমোদন করে। বর্তমানে সমীক্ষা কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের মধ্যে সমীক্ষা কাজ সমাপন্তে প্রধান ব্যারেজ নির্মাণের নক্শা চূড়ান্তকরণ পূর্বক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সাইফুন

একুইডাক্ট

যশোহর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্প শুরুর আগে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল নদীবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা প্লাবন ভূমি হিসাবে চিহ্নিত ছিল যা সাগরের জোয়ারের লবনাক্ত পানিতে প্রত্যহ দুবার প-াবিত হত বিধায় কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব ছিল না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ও বাসস্থানের চাহিদা মিটাতে প-াবন ভূমি জনপদে রূপ নেয়। সে প্রেক্ষাপটে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমুহে ষাটের দশকে উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু হয়। বিলের জমিতে দুই হতে তিনটি ফসল উৎপাদন শুরু হয় এবং জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক ও দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়।

পোল্ডার নির্মানের ফলে জোয়ারের লোনা পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এতদঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে সবুজ বিপ্লব সাধিত হলেও এতদঅঞ্চলের নদ নদী সমূহে শুষ্ক সময়ে পদ্মার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পোল্ডারের কারনে শুষ্ক মওসুমে জোয়ারের পানিতে আগত পলি বিলের ভিতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা নদীতেই অবক্ষেপিত হতে থাকে । ফলে বিভিন্ন নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে নদীর তলদেশ বিলের ভুমির তলদেশ অপেক্ষাও উঁচু হয়ে যায়। বিল সমূহের নিস্কাশন ব্যবস্থা অবরুদ্ধ হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক জন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ শুরু হয় ।

এ বিপর্যয়কর দূরাবস্থা হতে উত্তরনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খুলনা ও যশোর জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পটি ১৯৯৪-৯৫ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং ২২৮৬৮.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে Structural solution প্রদান করার ফলে বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসন হয়। অপরদিকে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং স্থানীয় জনগনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে যশোর জেলা অংশের নিস্কাশন সমস্যার সমাধানের জন্য নন-ষ্ট্রাকচারাল টিআরএম ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা হতে উত্তরনের জন্য Tidal River Management (TRM) বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়। মূল নদী সংলগ্ন যে কোন একটি পূর্ব নির্বাচিত বিলের চতুর দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মান করে বেড়ী বাঁধের একটি অংশ উম্মুক্ত করে উক্ত বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা হয় যাহা TRM নামে পরিচিত। ১৯৯৮ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ০৪ বৎসর বিল ভায়নায় এবং ২০০২ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিল কেদারিয়ায় দ্বিতীয় TRM চালু করা হয়। টিআরএম পরিচালনার ফলে ২০০৪ সাল পর্য্যন্ত হরি নদীতে পর্য্যাপ্ত নাব্যতা থাকায় উক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা জনিত কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার ফলে TRM অব্যাহত রাখতে না পারা ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগনের ভবদহ রেগুলেটরের কপাট সমূহ বন্ধ করে দেয়ায় ২০০৫ সালে ১৭ কিঃমিঃ হরি নদী ২.০০ হতে ৩.০০ মিটার উচ্চতায় পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। এতে বিলের নিস্কাশন পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতার সূত্রপাত হয়। ফলে যশোর জেলার অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এর ১৮১০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার শিকার হয় এবং ১৯৩টি গ্রামের প্রায় ৩১০০০ জন অধিবাসী দূর্ভোগের শিকার হন। পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় জরুরী ভিত্তিতে ৩টি এক্সাভেটর ও ২টি ড্রেজার দ্বারা

১২.৭৮ কিঃমিঃ লিড চ্যানেল খনন করে এপ্রিল/২০০৬ এর মধ্যে ৪ ফুট উচ্চতার পানি অপসারন করে জলাবদ্ধতা সহনীয় পর্য্যায়ে আনা হয় এবং সমীক্ষার ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে ১২.৯১ কিঃমিঃ পেরিফেরিয়াল মার্জিনাল ডাইক নির্মান করে এপ্রিল/২০০৬ এ পূর্ব বিল খুকশিয়ায় পুনরায় টিআরএম চালু করা হয়।

ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান কার্যক্রম

ভবদহ ও তৎসংলগ্ন নীচু এলাকা সমূহের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ হিসাবে দুই পর্যায়ে প্রকল্প বাস্ড়বায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্বল্প মেয়াদে "ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ৭৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ অর্ত বছর থেকে বাস্ড়বায়নাধীন আছে যা ২০১১-২০১২ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথা- যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং কেশবপুর উপজেলা সমূহের ভবদহ এলাকার বিদ্যমান বিভিন্ন বিল সমূহের (যথা-কুমারসিং,রাজাপুর, সুন্দলি, ঝিকড়া, বিলবকর, বিলকেদারিয়া, ডমুরতলা, হাজরাহটি, পাচুরিয়া, ভেয়া, চাপাতলা, চান্দা, খুকশিয়া, দহকুলা, সিংগা, আমডাংগা, বালিয়াভাংগা, হরিণা ও অন্যান্য ছোট বিল সমুহ) নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ৭৩,৪০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি (১ম পর্যায়) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীন ভবদহ এলাকার নিষ্কাশিত সংশি- ষ্ট বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নসহ ২০০৬-২০০৭ হতে চলমান বিল খুকশিয়ায় TRM ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এবং বিল কাপালিয়ায় নতুন TRM কার্যক্রম পরিচালনার কাজ অন্ড়র্ভূক্ত আছে।

উলে- খ্য, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ TRM (Tidal River Management)। TRM ভুক্ত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় এবং জমির মালিকগনের অনীহার কারনে বিল কাপালিযায় TRM চালুকরন এখন পর্যন্ড় সম্ভব হয় নাই। তবে বর্তমানে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ার তরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। চলতি বছরে TRM বাস্ড়বায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদে জলাবদ্ধতা সমস্যা দুরীকনের জন্য IWM ও DDC পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সম্ভব্যতা সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী "ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)

প্রকল্পের প্রাথমিক উন্নয়ন উদ্দেশ্য হলো সংশি- ষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে ধারাবহিকভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্রের সকল স্তরে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) বর্ধিত ভূমিকা রেখে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সমগ্র দেশের পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো'র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়ন। এছাড়া প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো, সংশিষ্ট অভীষ্ট গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিজেদের আত্তোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধন।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্ড়বায়িত সেচ, হাওর-বাওর ও বিল উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্বলিত প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে সম্পাদিত প্রায় ৩৬৮টি স্কীমের মধ্য হতে ৬৭টি স্কীমের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হবে। ৬৭টি স্কীমের মধ্যে ৩২টি স্কীমের সিষ্টেম ইম্প্র"ভমেন্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট ট্রান্সফার ও ৩৫টি স্কীমের পূনর্বাসন। ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পর উক্ত স্কীমসমূহ সংশি- ষ্ট জনগণের নিকট হস্ড়ান্ড়র করা হবে। গত ১৭/০৫/২০০৭ তারিখে ৯৮৩০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্ড়বায়নকাল ২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-২০১৪ । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রধান পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সার্বিক কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২০৩.১০০কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫.৮৩%।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য বাছাইকৃত হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশীদারিত্বমূলক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ১১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি সরবরাহ এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৫, ১৫, ৩১ ও ৩২ এলাকার আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন করা। ২৯৪.০৬৭৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান ভৌত অংগসমূহ হলো ঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ-৩৪.৬৬ কিঃমিঃ, খাল খনন-৩১৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর পুনর্বাসন/রেগুলেটর নির্মাণ-২২টি, চেক ষ্ট্রাকচার/কালভার্ট/ফুট ব্রীজ-৪৫টি (এর মধ্যে কালভার্ট/ফুট ব্রীজ নতুন কার্যক্রম), ওয়াটার রিটেইনশন ষ্ট্রাকচার/ব্রীজ-১৫টি, ইনলেট-আউটলেট ষ্ট্রাকচার-১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮ কিঃমিঃ, ঘুর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং-৫, ১৫, ৩১ ও ৩২ এর পুনর্বাসন, গভীর নলকূপ স্থাপন-১১০টি। জুন/২০১১ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় ১১২.৪৯ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%। ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ১০.০০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৭৫.০০ কোটি।

সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রজেক্ট

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাচিত ৯ টি মাঝারী শহরে সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যামুক্ত ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পটি মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ শহরে অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহরের বন্যা প্রতিরোধের সহিত পৌরবাসীদের মৌলিক চাহিদা যথা জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (বস্তির) উন্নয়ন সমন্বিত করে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ; পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌর সভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা; পৌর ব্যবস্থাপনা ও পৌর সুবিধাধি প্রদানে সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসাবে মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬১১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩৬৮.৭০ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.৫৮%।

ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)

২০০৭ সনে সংঘটিত ঘুর্ণিঝড় সিডর এ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ড় অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের নিমিত্তে ১৮০.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, দশমিনা ও গলাচিপা, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা ও বেতাগী এবং পিরোজপুর জেলার মাঠবাড়িয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলা। প্রকল্পটি শুর" হয় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে এবং সমাপ্ত হবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ বাঁধ নির্মাণ/মেরামত- ৫৭০.৫০ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত-২৪৯টি ও তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৯০ কিঃমিঃ। জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৩০.২১ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬.৭২%।

সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য ECRRP এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP) হাতে নেয়া হয়েছে।

নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন হতে জন গুর"ত্বপূর্ণ শহর, মূল্যবান সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি রক্ষাকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে নদী তীরবর্তী এলাকায় জনগণের মধ্যে

সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করণ ও ভারত হতে প্রবাহিত সীমান্ত নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর তীর ও জমি রক্ষাকরণের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৯১.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি ৮৪টি উপ-প্রকল্প নিয়ে গঠিত যা ৩৭টি জেলায় অবস্থিত। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৮৪টি উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা উপকৃত হবে। তাছাড়া ২১৬০.২০ কোটি টাকার সম্পদ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পাবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩৯,৯৯৫ মিটার বাঁধ নির্মাণ- ৯৫,০০০ ঘন মিটার, গ্রোয়েন/স্পার ৬টি ও ইনলেট/স্-ুইস-২টি। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত। জুন/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৮৫.৬১.কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৯%।

মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

ফেণী জেলাধীন পরশুরাম, ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ এলাকা এবং ছাগলনাইয়া ও ফেণী সদর উপজেলার অংশ বিশেষ এ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সুপরিসর ভাবে বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা; এলাকায় নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং কার্যকালীন অতিরিক্ত পানি নির্গমনের বন্দোবস্তকরণ; নদী তীর ক্ষয় ও ভাঙ্গন, ঢেউয়ের আঘাত ও ঝড়ো হাওয়ার কবল হতে বন্যা নিরোধকরণ বাঁধ রক্ষা; প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, সেচ খাল/নালার উন্নয়ন এবং সেচ ইনলেট স্থাপনের দ্বারা এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৩৯.২৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসর থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত। জুন/২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১০১.৭২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৫.১০% ।

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্র“তি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ২০১০-১১ অর্থ বছরে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। এ প্রকল্পে ২১.৮৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৩টি স্-ুইস নির্মাণ, ১০.০০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন ও ৪৪.৬৫ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন অর্ন্তভূক্ত ছিল। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্র“তি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩" এর মাধ্যমে তথায় ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ড় দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১,২৯৮টি পরিবারের জন্য ১৫,৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ড় দেয়া হয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সিডিএসপি-৩ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২৭৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪" ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম শুর“ হয়েছে।

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওড় সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। বাপাউবো কর্তৃক উক্ত হাওড়ে ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ফলে প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ফসল বরো এবং ঢেউয়ের আঘাত থেকে বাঁধ রক্ষাসহ হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" এবং ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় "সমন্বিত হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) ২টি প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও, হাওড় এলাকার সার্বিক উন্নয়নের নিমিত্তে ৭.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে "প্রিপারেশন অব মাষ্টার প-্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেজ ফর হাওড় এন্ড ওয়েটল্যান্ডস" নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রায় ৬২.২১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় বিস্তৃত। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০,৩৪৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে। এর মধ্যে প্রায় ১৩,৭১১ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধা দেয়া যাবে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্বক ফসলের নিবিড়তা ১৭৮.১২% থেকে ২০৫.৬০% এ উন্নীত হবে। এছাড়াও, উজানের মিঠা পানি ও ভাটির লোনা পানির মিশ্রন বন্ধ হওয়ায় উজানে অর্থাৎ প্রকল্প এলাকার ভিতরে মিঠা পানির সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়া যাবে এবং ভাটিতে লোনা পানির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফলে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। ইতোমধ্যে পালাকাটা রাবার ড্যামসহ অধিকাংশ অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের উলে-খযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ২টি রাবার ড্যাম, ২৯.৫৮ কিঃমিঃ সেচ খাল/নালা উন্নয়ন, ৩টি নতুন ড্রেনেজ স্-ুইস, ২ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ, ৩টি শ্রীম্প ইনলেট ইত্যাদি। জুন/২০১১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)

বিগত ২৫/০৫/২০০৯ তারিখে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'আইলায়' উপকূলীয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। "উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকার ১টি প্রকল্প ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১০-১১ আর্থিক সালের মার্চ ২০১১ মাসে প্রায় ২৪.১০ কোটি টাকায় ৮.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, ৯৯.৬৫ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত এবং ৫.৫০ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করা হয়। মার্চ ২০১১ মাসের পরে টেন্ডারকৃত কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার মেরামত কাজ অব্যাহত রাখায় ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ভেঙ্গে বর্ষাকালে পোল্ডারে লবন পানির প্রবেশ রোধ করতে সক্ষম হয়। ২০১১-১২ সালে কেরিডওভার কাজ সমূহ সমাপ্ত করা হবে। জুন/২০১১ পর্যন্ড় মোট ৭১.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২০.৭২% কাজ বাস্ড়বায়িত হয়েছে।

২০১১-১২ আর্থিক সালে ডিপিপিভূক্ত প্রায় ৬৮১৮.৫১ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যের ৯৫.৫৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত, ২৩.৫৫২ কিঃমিঃ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, ১৪.৭৯৯ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণমূলক কাজ, ০.৬৬০ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণ মূলক কাজ কেরিড ওভার কাজ হিসেবে বাস্ড়বায়ন করা হবে। তা ছাড়া প্রায় ১৯৩৪৪.৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৮৭.৬৮৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত, ২.৫০ কিঃমিঃ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, ১৮.৮০০ কিঃমিঃ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণমূলক কাজ, ৫.২২৫ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, ২০টি রেগুলেটর নির্মাণ, ১০টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ, ৭৮টি রেগুলেটর/স্ ুইসমেরামত এবং ১টি ক্লোজার (পাতাখালি) নির্মান কাজ চলতি বছর বাস্ড়বায়ন করা হবে। পাতাখালী ক্লোজারটি চলতি বৎসর নির্মাণ করা হলে প্রায় ১৭০০ হেক্টর এলাকায় লবন পানি প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে। ফলে আইলা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ সর্বমোট ১,৮৮,৫৯১ হেক্টর এলাকায় সম্পূর্ণরূপে লবন পানি প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে।

কেওরাতলী ক্লোজার

মাজাফুটো ক্লোজার

জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবো কতৃর্ক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুর“ করেছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২১.৩১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পসমূহে ১৭.৭০ কি :মি: বাঁধ নির্মাণ, ২২.২২ কি:মি: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৬.১৭ কি :মি: প্রতিরক্ষাকাজ, ৪৪.৬৫ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ও ১.৪৫ কি:মি: ক্রসড্যাম অর্ন্তভূক্ত আছে। জুন/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৬.৫৫ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০%।

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় বাপাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভাবে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল শ্রেণীর সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, বাপাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং বাস্ড়বায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের র“টিন কার্যক্রম

ড্রেজিং ও যান্ত্রিক কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

নদ নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এই উপমহাদেশে (বাংলাদেশে) ড্রেজার ব্যবহার শুর“ হয়। ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্ড়র্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর "No profit No loss" ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ ঘনমিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৭.৪০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে মোট আয় হয় ৫৫.৬৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৫৭.১৫ কোটি টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ২৮টি (১৫টি ১৮'', ১২টি ১২'' এবং ১টি ৬'' ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি বুষ্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩০টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্ড়া ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২'') এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮'' ও ১টি ১২'') কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২'' ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ৬০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান ড্রেজিং কাজগুলো ছিল- পানি উন্নয়ন বোর্ডের জি.কে ইনটেক চ্যানেল খনন, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের অনুকুলে দোয়ারা বাজার এলাকায় সুরমা নদী খনন, বাংলাদেশ অভ্যন্ড়রীণ নৌ-পবিহন কর্তৃপক্ষের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরীর ট খনন, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌর ট খনন, মাওয়া-মঙ্গলমাঝি-চরজানাজাত ফেরী র ট ড্রেজিং, ঢাকা-বরিশাল নৌ-র ট ড্রেজিং, ঢাকা-সার্কুলার নৌ-র ট ড্রেজিং, মংলা বন্দরের জেটির মেনটেনেন্স ড্রেজিং, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এর ভেড়ামারাস্থ ৪০০ কেভি ব্যাক টু ব্যাক বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন নির্মান স্থলের ভূমি উন্নয়নকল্পে মাটি ভরাট।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনর দ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে ১৩০৯.৮৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যমানের "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম শুর হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ঋণের আওতায় আরো ২টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক জলযানও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রমও শুর হয়েছে। এসকল ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ক্যাপিটাল ড্রেজিং আন্ড়র্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্ড়বায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে। যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমনঃ পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট নির্মাণ, মেরামত ও সংযোজন; পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত; বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার ও কুলিং টাওয়ার নির্মাণ ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে ভারী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান করে এই প্রতিষ্ঠান রাজস্ব আয় করে থাকে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয় হয়েছে ১৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫২৭.৬৯ লক্ষ টাকা। স্ব-আয়ে পরিচালিত যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের গেট ও হোয়েষ্ট নির্মাণ ও স্থাপনসহ সকল কর্মকান্ড এবং আয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রং নং-	খাতের নাম	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়ার আয়	৩২৫.০৮		
২।	জলযান ভাড়ার আয়	১১৫.৬৭		
৩।	ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১০১১.০৩		
৪।	বিবিধ	৮১.২৪		
৫।	পরিচালন ব্যয়		১২০৬.৬৬	
৬।	প্রশাসনিক ব্যয়		৩২১.০৩	
	মোট =	১৫৩৩.০২	১৫২৭.৬৯	

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের গেট, হোয়েষ্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপনার কাজ

ক্রং নং-	কাজের বিবরণ	উন্নয়ন খাত	অনুন্নয়ন খাত	মন্তব্য
১।	নূতন গেট, হোয়েষ্ট নির্মাণ, স্থাপন	১৬৮ টি	৪৭৯ টি	
২।	পুরাতন গেট, হোয়েষ্ট ইত্যাদি মেরামত	--	২৬৮ টি	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকা চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকা অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বোর্ড সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধার্থে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, GIS সেল, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) ও GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকা সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে জিপিএফ হিসাব কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুর ত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্র ততার সাথে দেওয়া সম্ভব হবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে তিন দিনের পরিবর্তে ৫ দিনের আগাম সুর্নিদিষ্ট পূর্বাভাস প্রদান করা যাবে।এছাড়াও বর্তমানে ১৮টি পয়েন্টে ১০ দিনের আগাম সম্ভাব্য পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু রয়েছে। ওয়েব সাইটেও বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন, নেপাল ও ভারত তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের উজানের বন্যাকালীন তথ্য-উপাত্ত সরাবরাহ করে আসছে। উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। বন্যা ও সতর্কীকরণ পূর্বাভাস আধুনিকীকরণে এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জান মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

বিকল্প বিদ্যুতের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সদর দপ্তরসহ তার অধিনস্ত ৮টি জোনের প্রধান কার্যালয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে সৌর প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাউবোর্ডের ঢাকা-এর গ্রীণরোড ডিজাইন অঙ্গন ও কুমিল-া জোন প্রধান কার্যালয়ে সৌর প্যানেল স্থাপন করতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। অন্যান্য জোন যথাঃ ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম সৌর প্যানেল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে- যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

সোলার প্যানেল (গ্রীনরোড ডিজাইন অঙ্গন)

জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতিগত প্রতিশ্র"তি। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশি□ষ্টদের অংশগ্রহণ কম-বেশী- এ দেশে ঐতিহাসিক ভাবে হয়ে আসছে। এ অংশগ্রহণ সুশৃংখল এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে করার জন্য এলাকাবাসীর পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রয়োজন এবং তাদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সম্পদ আহরনের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ধারাবাহিক ভাবে ধরে রাখতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ও টেকসই করতে পারে।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্ড়বায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ড় এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্ড়ান্ড়র করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ড় করা হবে। বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ।

এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্ড়বায়নাধীন ও বাস্ড়বায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১) সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার;
২) কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড উদ্দীপিত করা;
৩) প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্ড়বায়ন করা;
৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫) সদস্যদের কল্যানার্থে সমবায় সমিতি হিসাবে অন্যান্য সাধারণ কাজ করা;

উলি□খিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবোর্ড এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবোর্ড কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহনের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে। সমিতি সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবোর্ড এর অধীন নিবন্ধিত করা হচ্ছে।

বাপাউবোর্ড কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের স্ড়র	গঠনতকৃত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)	৩৪৩৮	৩০০৮৬৪
২।	পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)	১৮৭	১৪৩৪০
৩।	পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন। (WMF)	১৭	৪৪৬

ভবিষ্যতে আরও সংগঠন গঠন করা হবে। উলে-খ্য, ক্যাড (CAD-Command Area Development)ভুক্ত প্রকল্পসমূহে আরও বড় পরিসরে সংগঠন গঠনের নিমিত্তে ইতিপূর্বে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে "অংশ গ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১" এবং পরবর্তীকালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৪) এবং নারী-পুর"ষ সমতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এ সকল দলিলে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ বিষয়টি বিশেষ গুর"ত্ব পায়। এর ভিত্তিতে বোর্ডের সদর দপ্তরে এবং মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকা" বিশেষ করে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে নারীর স্বক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। নারী সদস্যরা যাতে পানি ব্যবস্থাপনায় স্বক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে নারী সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুর"ষ উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টির প্রতিও গুর"ত্ব দেওয়া হয়। নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে বাপাউবো নারী কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী পদে বদলি তথা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমিতে বন সৃজন করার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মুল লক্ষ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- উপকূলীয় এলাকায় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমি বনায়নপূর্বক সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থাপনা সমুহের রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১১ পর্যন্ত) নিম্নরূপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০০৯-১০ পর্যন্ড়	২০১০-১১	২০০৯-১০ পর্যন্ড়	২০১০-১১	ধার্য	আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৫)	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল□ া	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩২৬.০০	৫১.৫০	১৩১.৬৪	১০.৩৭	৩৭৭.৫০	১৪২.০১
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	২৫.০০	৫.০০	১২.৭৪	২.৪১	৩০.০০	১৫.১৫
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	২৬.০০	১.০০	১১.১৩	০.৯৫	২৭.০০	১২.০৮
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৩০.০০	৫.০০	১৪.০০	২.৪৬	৩৫.০০	১৬.৪৬
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	২.০৫	০.২০	১.০২	-	২.২৫	১.০২
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল□ ী উন্নয়ন প্রকল্প	২৯০.৭৫	৫১.০০	৭৬.৬৪	৯.১৭	৩৪১.৭৫	৮৫.৭১
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্ড়া বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৩৭০.৩৬	৫০.০০	১৯৩.১৫	৩২.৬৪	৪২০.৩৬	২২৫.৭৯
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.৭৬	০.০৫	০.৫২	-	০.৮১	০.৫২
		বুড়ি তিস্ড়া প্রকল্প	১.৩০	০.০৫	০.৫৩	-	১.৩৫	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২০.৮০	২.০০	১৫.৪৪	০.৫৪	২২.৮০	১৫.৯৮
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	৬২.০০	১০.০০	১৯.৬৪	০.৮৩	৭২.০০	২০.৪৭
	মোট		১১৫৫.০২	১৭৫.৮০	৪৭৬.৪৫	৫৯.৩৭	১৩৩০.৮২	৫৩৫.৮২

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১১ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০০৯-১০ সালে				২০১০-১১ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	জুন/১০ পর্যন্ত ধার্য	জুন /১০ পর্যন্ত আদায়	জুন/১১ পর্যন্ত ধার্য	জুন/'১১ পর্যন্ত আদায়
১০১.৩৬	৫৫.৫২	১০১.৩৬	৫৫.৫২	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭

জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৪৪০.৫৮ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম ছিল যার বিপরীতে জুন'১১ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশি- ষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৪১৯.৩৬	৯৫.১৮%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২৭৮.৭০	৬৩.২৬%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১৩০.৭৮	২৯.৬৮%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১০০.০৫	২২.৭১%
৫।	তহবিল প্রদান	৮২.৭১	১৮.৭৭%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬১.৩৭	১৩.৮৬%

প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম ৩৭৯.২১ হেঃ

- জেলা প্রশাসক ২৮৮.৩৭ হেঃ (৬৫.৪৫%)
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩৮.২৪ হেঃ (০৮.৬৮%)
- ভূমি মন্ত্রণালয় ৫২.৬০ হেঃ (১১.৯৪%)

২০০৯-১০ সালের জের (Carried over) = ৬৭.৩৮ হেঃ
২০১০-১১ সালের কার্যক্রম = ৩৭৩.২০ হেঃ
মোট = ৪৪০.৫৮ হেঃ

এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান

বিগত ৫২ বছরে (জুন, ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ছোট বড় ৭৫১টি প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করেছে। এ যাবত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৩৮টি বৃহত্তম, ৬০টি বৃহৎ ও ১৫৬টি মাঝারি ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৫৭১ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১০,৪০৫ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবোর প্রকল্প এলাকায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রায় ৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া মেঘনার মোহনায় বেশ কয়েকটি আড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০২০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃষ্টি/উদ্ধার করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রায় ৪০% এবং বন্যা বিধৌত অঞ্চলের প্রায় ৫০% এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উলে- খ্য, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। বিভিন্ন অবকাঠামোর তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক সংখ্যা	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১০-১১ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১	ড্যাম	১
১.	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	২২
২.	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	১১৩
৩.	ব্রীজ ও কালভার্ট (সংখ্যা)	১১
৪.	ক্লোজার (সংখ্যা)	২০
৫.	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	১২১.৫০
৬.	ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১১৮.৭০
৭.	সেচ খাল (কিলোমিটার)	০.৫০

ক্রমিক সংখ্যা	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১০-১১ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১	ড্যাম	১
৮.	রাস্ড়া নির্মাণ (কিলোমিটার)	১০.০০
৯.	প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৪৭.০০

এক নজরে জুন ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড

বাস্ড়বায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৫১	টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা	৬০	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা	১৪.০০	লক্ষ হেক্টর
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২০	টি
ভূমি সৃজন/পুনর"দ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১০,৪০৫	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,১৭৫	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪,২৮৭	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	১৯	টি
ব্যারেজ (তিস্ড়া, মনু, বুড়ি তিস্ড়া ও ট্যাংগন)	৪	টি
ক্লোজার	১৩৪৫	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৩০	টি
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৪১	কিলোমিটার
ভূমি পূনর"দ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উলে-খযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ড় ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুর"ত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকা", জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখছে । উলে-খ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ধানের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ২৮.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০০৮)। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্র"তিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১।	**বন্যা বাঁধ** বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
২।	**সেচ খাল** সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল, রংপুর
৩।	**নিষ্কাশন খাল** নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা	 নোয়াখালী খাল
৪।	**বাঁধ কাম রাস্তা** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫

৫।	**স্-ুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	 বেতুয়া স্-ুইস, চরফ্যাশন, ভোলা
৬।	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর
৭।	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌচলাচল সচল রাখা	 সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস
৮।	**ব্যারেজ** প্রবাহমান বড় নদীতে কাঠামো নির্মাণ করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা	 তিস্তা ব্যারেজ

৯।	**রাবার ড্যাম** প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে প্রয়োজনে টিউবে বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা	 রাবার ড্যাম (পেকুয়া, কক্সবাজার)
১০।	**রেগুলেটর কাম ব্রীজ** পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	 কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ
১১।	**ক্লোজার ড্যাম** প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধ করা	 মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম
১২।	**স্পার** তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো	 তিস্তা প্রকল্পে সলিড স্পার

১৩।	**গ্রোয়েন** তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো	 যমুনা নদীতে কালিতলা গ্রোয়েন
১৪।	**রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ** নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ কাজ	 যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট
১৫।	**পাম্প হাইজ** যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে পানি উঠানো/প্রকল্প এলাকা হতে নদীতে পানি বের করা	 জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ
১৬।	**অ্যাকুয়াডাক্ট** সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ কাঠামোর মধ্য দিয়ে সচল রাখা	 তিস্তা প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট

১৭।	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে মাটিতে স্থাপন করে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা	
১৮।	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে নদীর পানিতে স্থাপন করে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা	 গড়াই নদী পুনঃ খনন
১৯।	**জিও টেক্সটাইল ও জিওব্যাগ** নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ফিল্টার মেটিরিয়াল হিসেবে জিও টেক্সটাইল এবং প্রতিরক্ষা মেটিরিয়াল হিসেবে জিও ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।	 যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (জেএমআরইএমপি)

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের শহর, নগর ও বন্দর এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্ড়র নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের অভাব, পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা তথা ওয়ারপোকে প্রতিষ্ঠা করে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি হয়। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত ''মাস্টার প-ান অরগানাইজেশন'' বা এমপিও এর উত্তরসূরী। পরবর্তীতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প-ান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প-ান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশি- ষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশি- ষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ড় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্ড়র্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডবি উআরসি)এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপো নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডবি- উআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশি- ষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডবি উআরসিকে পরামর্শ প্রদান;
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডবি উআরসি)এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডবি- উএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্ড়ে তা হালনাগাদকরণ;
৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডবি- উআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ''ক্লিয়ারিং হাউজ'' হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডবি- উএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডবি- উআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডবি উআরস্কি চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর অতিরিক্ত দায়িত্ব

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পাদন। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. সংশি ষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশি- ষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭ জন। নিম্নে অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবলের একটি চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা	শূন্য পদ
১ম শ্রেণী	৪২	২৮	১৪
২য় শ্রেণী	২	২	-
কর্মচারিঃ	৪৩	৪১	২
মোট	**৮৭**	**৭১**	**১৬**

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

ওয়ারপো পানি সম্পদ খাতের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা। বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কর্মকান্ড/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১০-১১ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) ওয়ারপো অংশ	৫০৭.৫০	১২২.৩১	বিশ্বব্যাংক/ নেদারল্যান্ডস
অনুন্নয়ন ব্যয়			
ভাতাদি	২১৫.০০	১৮২.৮৩	জিওবি
অন্যান্য	১০২.৫৫	৬৭.৬৯	

প্রকল্পের নাম	২০১০-১১ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ড় ব্যয়	উৎস
উপমোট	৩১৭.৫৫	২৫০.৬২	
সর্বমোট	৮২৫.০৫	৩৭২.৯৩	

২০১০-১১ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্ড়বায়িত, বাস্ড়বায়নাধীন ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ

(ক) বাস্ড়বায়িত ও বাস্ড়বায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) ৩বি

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে । ওয়ামিপ ৩বি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ওয়ারপোতে স্থাপিত 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' হালনাগাদকরণ এবং ওয়ারপোর মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

ওয়ামিপ প্রকল্পে ওয়ারপোর অংশ (কম্পোনেন্ট-৩বি) :

কম্পোনেন্ট-৩বি - ১	:	মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং
কম্পোনেন্ট-৩বি - ২	:	'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'

কম্পোনেন্ট ৩বি - ১: মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ । ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ এ প্রকল্পের পরামর্শক ও ওয়ারপোর মধ্যকার পরামর্শ সেবা সংক্রান্ড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জানুয়ারি ২০১১ হতে কার্যক্রম শুর" হয়েছে। মার্চ ২০১১ তে ইনসেপশন রিপোর্ট চূড়ান্ড় করা হয়েছে এবং পরামর্শক কর্তৃক 2nd Interim Report জমা দেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-এর পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চিত্রঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত সভায় ওয়ারপোর কর্মকর্তাদের সাথে দেশী-বিদেশী পরামর্শকবৃন্দ

NWPo, NWMP, ODP, CZPo বর্ধিত কর্মকান্ডের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালাও পরিকল্পনার কার্যক্রম চলছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ওয়ারপো ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ১৬ জন কর্মকর্তা দু'টি গ্রুপে AIT, Bangkok ও Netherlands এ IWRM এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

চিত্রঃমানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ড় কর্মশালায় বিভিন্ন স্বার্থসংশি- ষ্ট (স্টেকহোল্ডার) এর সাথে ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দ

কম্পোনেন্ট ৩বি - ২: ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'' প্রকল্প

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ ধারা ৭(ছ), জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ (ধারা ৫.ঘ.৪) অনুযায়ী ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডবি- উআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদামাফিক উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। ওয়ারপো ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP)'' প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত সংকলনের মাধ্যমে (১৯৯৮-২০০১) সালে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (NWRD)'' স্থাপন করেছে। অনুরূপভাবে, ওয়ারপো ২০০৫ সালে ''সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ICZMP)'' প্রকল্পের অধীনে ''সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (ICRD)'' তৈরি করেছে, যা NWRD-র একটি উপ-অংশ। এই উপাত্তভান্ডার 'জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রস্তুত ও তা হালনাগাদকরণে এবং পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি গুর"ত্বপূর্ণ উৎস।

এই উপাত্তভান্ডারে দেশের পানি সম্পদ খাত সহ সংশি- ষ্ট অন্যান্য খাতের তথ্য/উপাত্ত ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ছাড়াও এই উপাত্তভান্ডারে অনেক গুর"ত্বপূর্ণ ডাটা বিশে- ষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটা, টুলস্ ও

বিশে- ষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি তাদের পরিকল্পনা ও গবেষণা কাজে এনডবি- উআরডির উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন।

বর্তমানে ওয়ারপো, এনডবি- উআরডি হালনাগাদ এবং আরও উন্নতকরণের জন্য বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) অধীনে ওয়ারপোর ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'' প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির বাস্ড়বায়নকাল ২০০৭-২০০৮ হতে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ড়।

''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'' প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য নতুন নতুন তথ্য অন্ড়র্ভুক্ত করে NWRD কে হালনাগাদকরণ
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশে- ষণের জন্য উন্নততর টুলস এবং টেকনিকস্ উদ্ভাবন ও হালনাগাদকরণ
- তথ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রবর্তন
- বৃহত্তর তথ্য ব্যবহারকারি গোষ্ঠীর মধ্যে সহজে তথ্য বিতরণ ও আদান প্রদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত কৌশলের ব্যবহার
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্ড়বায়ন এবং সহজে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা
- NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্ড়বায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ড় ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন
- উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশি- ষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন।

২০১০-২০১১ অর্থবছরে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ'' প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উলে- খযোগ্য কার্যাবলী:

১.১ উপাত্ত সংগ্রহ

ওয়ারপোতে স্থাপিত 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD)' এবং 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (ICRD)' এ যথাক্রমে ৪০৬টি ও ৪২১টি ডিজিটাল উপাত্ত বিদ্যমান আছে। NWRD এবং ICRD এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্ড়র্ভুক্ত করার জন্য ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ওয়ারপো ২১ (একুশ) টি বিভিন্ন প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থা (Primary Data Collecting Agency) হতে ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ড় বিষয়ে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

১.২ বিদ্যমান উপাত্ত হালনাগাদ ও নতুন উপাত্ত অন্ড়র্ভুক্তকরণ

২০১০-১১ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে NWRD এর ১০ (দশ) টি এবং ICRD এর ২০ (বিশ) টি নতুন উপাত্ত (মেটা-ডাটাসহ) সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, মৎস্য, সড়ক ও রেল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ড় বিদ্যমান উপাত্তগুলি হালনাগাদ করা হয়েছে।

১.৩ বিদ্যমান ডাটা টুলস হালনাগাদ ও নতুন টুলস উদ্ভাবন

প্রকল্পের অধীনে ওয়েব-এনাবল NWRD টুলে বিদ্যমান 'Statistical Tool' ও 'Data Export Tool' হালনাগাদ ও উন্নতকরণ করা হয়।

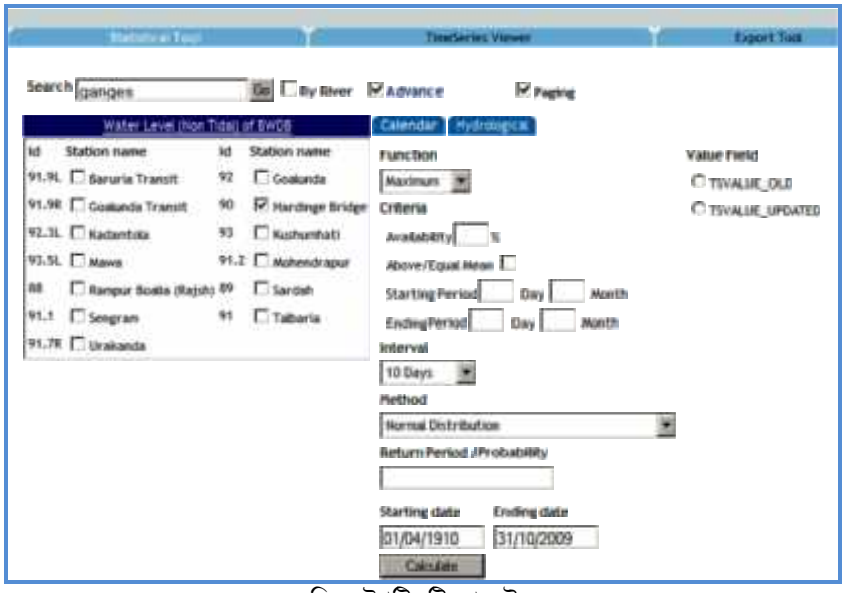

চিত্রঃ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল টুল

এছাড়া, ডাটা আপলোড টুল, মেটাডাটা ও বান্ডিল ইনফরমেশন সম্পাদন টুল এবং ডাটা ইনভেন্টরী টুল তৈরি করা হয়েছে।

১.৪ বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত তালিকা সংক্রান্ড় প্রতিবেদন

সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় সংরক্ষিত উপাত্ত, উপাত্তভান্ডার, উপাত্ত সংরক্ষণ, হালনাগাদ, বিতরণ, সফট্ওয়্যার ইত্যাদি সংক্রান্ড় প্রতিবেদন হালনাগাদ করার লক্ষ্যে ওয়ারপো এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রেরণ করে এবং ২০১০-১১ সময়কালে ওয়ারপো ২২ (বাইশ) টি সংস্থা হতে এ সংক্রান্ড় তথ্য সংগ্রহ করেছে।

১.৫ নীতিমালা প্রণয়ন

বর্তমানে ওয়ারপো খসড়া 'Data Dissemination and Pricing Policy' অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী NWRD ও ICRD হতে উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। ২০১০-১১ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে 'Data Dissemination and Pricing Policy' এর চূড়ান্ড় খসড়া প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত খসড়া নীতিমালার উপর একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

১.৬ NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্ড়বায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ড় ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি

'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ' প্রকল্পের অধীনে NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্ড়বায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যকরীভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ড় ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। এই কাজের আওতায় ২০১০-১১ সময়কালে, 'Concept Note on MIS Development for Monitoring and Evaluation of NWMP Programmes' প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৭ উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎসংশি-ষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন

ওয়ারপোর NWRD-তে ১৫০টির অধিক জিআইএস উপাত্ত আছে । যে সমস্ড় জিআইএস উপাত্ত উপগ্রহ চিত্র হতে তৈরি করা হয়, সেগুলোর গুণাগুণ ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য উপগ্রহ চিত্রস্থ বিভিন্ন বিন্দুর (Feature) প্রকৃত অবস্থান (Real-world Location) অর্থাৎ Ground Control Point (GCP) নির্ণয় করা প্রয়োজন। ২০১০-১১ সময়কালে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ' প্রকল্পের অধীনে DGPS এবং উপগ্রহ চিত্র

ব্যবহার করে সারাদেশে ২৫৭০টি GCP সংগ্রহ করা হয়েছে এবং GCP Databank এর উপর একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরবর্তীতে, সংগৃহীত GCP গুলোর সাহায্যে বিভিন্ন উপগ্রহ চিত্রের Georeference প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে এবং উক্ত উপগ্রহ চিত্র হতে Georeference যুক্ত এবং সঠিক জিআইএস উপাত্ত তৈরি করা সম্ভব হবে।

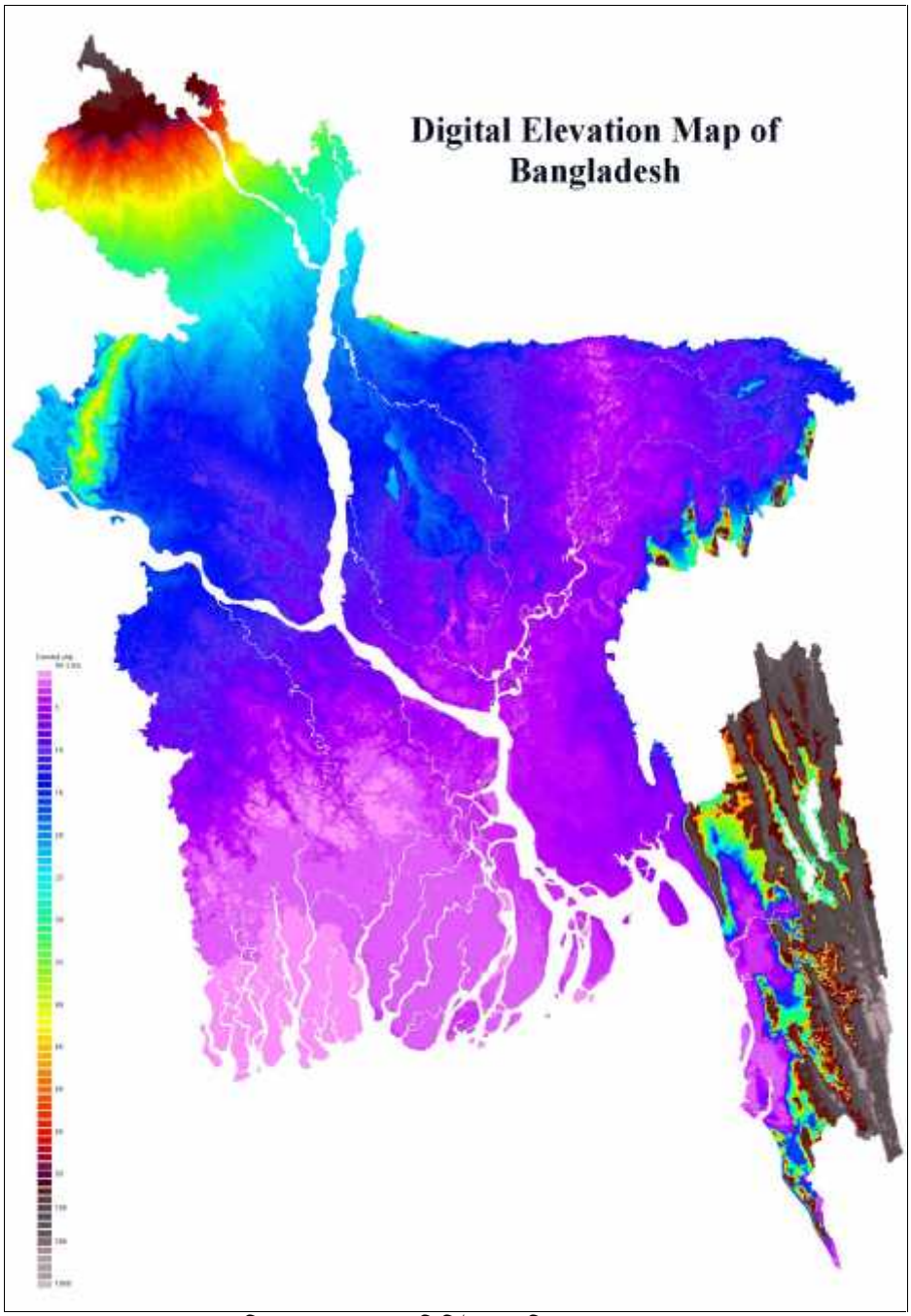

চিত্রঃ বাংলাদেশের ডিজিটাল এলিভেশন মডেল

১.৮ ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

২০১০-১১ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা Advance ArcGIS সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

চিত্রঃ ArcGIS প্রশিক্ষনে ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দ

১.৯ কুইক-উইন উদ্যোগ

কুইক-উইন বা সহজসাধ্য উদ্যোগের অধীনে জনগণকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে সহজে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে 'নাগরিক সেবার তথ্য সারণী (Citizen Service Information Map)' এবং সেবাসমূহের 'Process Map' তৈরি করা হয়েছে ।

এছাড়া, ওয়ারপোর অনলাইন লাইব্রেরী টুল (Libray Information System) তৈরি করা হয়েছে ও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে (http://www.warpo.gov.bd/Library) ।

চিত্রঃ Online লাইব্রেরী catalog এর হোম পেজ

২.০ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ পানি সম্পদ সংশি ষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্ড়বায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে NWRD ও ICRD এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন। ওয়ারপো আগষ্ট ১৯৯৯ হতে এ যাবৎ প্রায় ৩০০ টি সংস্থাকে উপাত্ত সরবরাহ করেছে।

২০১০-২০১১ সময়কালে, Institute of Water and Flood Management (IWFM) BUET, International Union for Conservation of Nature (IUCN), University of Dhaka, Jagannath University, George-August University of Goettingen, Germany, University of Wollongong, Australia, Coastal Embankment Improvement Programme (CEIP) ইত্যাদিসহ মোট ৯ (নয়) টি সংস্থাকে NWRD ও ICRD হতে বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।

৩.০ ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি নীতি অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্ড়র্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্ড়বায়নের জন্য ''ক্লিয়ারিং হাউজ'' হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডবি- উএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে এনডবি- উআরসি-এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্ড়াবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির কারিগরী বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করবে এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডবি- উআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সহায়তা করবে।

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের অক্টোবর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ারপো পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলি ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পর্যালোচনা শুর“ করে। এ যাবৎ ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত এ কাজগুলোর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ৯০ (নব্বই)টি প্রকল্পের ''ক্লিয়ারিং হাউজ'' এর নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনান্ড়ে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ''ক্লিয়ারিং হাউজ'' প্রক্রিয়ায় ছাড়পত্র পাওয়া মোট প্রকল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ নদী তীর সংক্রান্ড় এবং ১০ শতাংশ সেচ ও নিঃস্কাশন সংক্রান্ড় ।

৪.০ খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১১

নদী মাতৃক বাংলাদেশের জীবন ধারা পানিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আবহমান কাল থেকে দেশের কৃষি, শিল্প, নৌ-চলাচল তথা আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ এই পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে এবং গৃহস্থালী, মৎস্য উৎপাদন, নৌ-পরিবহণ, কৃষি ও শিল্পের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সীমিত এই পানি সম্পদ দূষিত হচ্ছে; জলাভূমি হ্রাস পাচ্ছে এবং পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় পানি সম্পদের আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যথাযথ বৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনায় আইন কাঠামোতে ধারা সংযোজনের জন্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১) সমাপ্তির পর প্রণীত পানি আইনের প্রথম খসড়া বিভিন্ন সময় পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয় এবং পরবর্তীতে ওয়ারপো প্রণীত খসড়া ২২ মে ২০১১ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচিত হয়। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী মহাপরিচালক, ওয়ারপোর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পূনরায় খসড়াটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে। পরবর্তীতে ১১ আগস্ট ২০১১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় খসড়ার উপর নীতি নির্ধারণী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ড়মন্ত্রণালয়ের সভা ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে পরিমার্জিত খসড়া প্রনয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

প্রস্ড়াবিত খসড়া পানি আইন অনুযায়ী দেশের সকল পানি সম্পদের মালিকানা সরকারের উপর ন্যাস্ড়। তবে প্রতিটি নাগরিক তার গৃহস্থালী, ক্ষুদ্রকারে কৃষি , নৌ-চলাচল ইত্যাদি কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহারের অধিকারী হবেন। স্থান ও এলাকা বিবেচনায় এই আইনের আওতায় পানির প্রাপ্যতা ও চাহিদার আলোকে অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে

অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে। প্রণীত খসড়ায় পানির মালিকানা, ব্যবহার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার, সীমিত পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি, অপরিকল্পিত ও অবৈধ জলাভূমির দখল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি, সংশি- ষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং শাস্ড়ি ও অর্থ দন্ডের বিষয়ে বিস্ড়ারিত ধারা অন্ড়র্ভূক্ত আছে। এ ছাড়াও এই আইন বাস্ড়বায়নে বিভিন্ন সংস্থা এর দায়িত্ব ও কর্মপরিধি উলে- খপূর্বক আন্ড়ঃ খাতের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়গুলি খসড়াতে অন্ড়র্ভূক্ত আছে।

এই আইন বাস্ড়বায়িত হলে যথোপযুক্ত আইনী কাঠামোর আওতায় সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় দেশের জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর নির্দেশনা গুলি বাস্ড়বায়ন সম্ভব হবে।

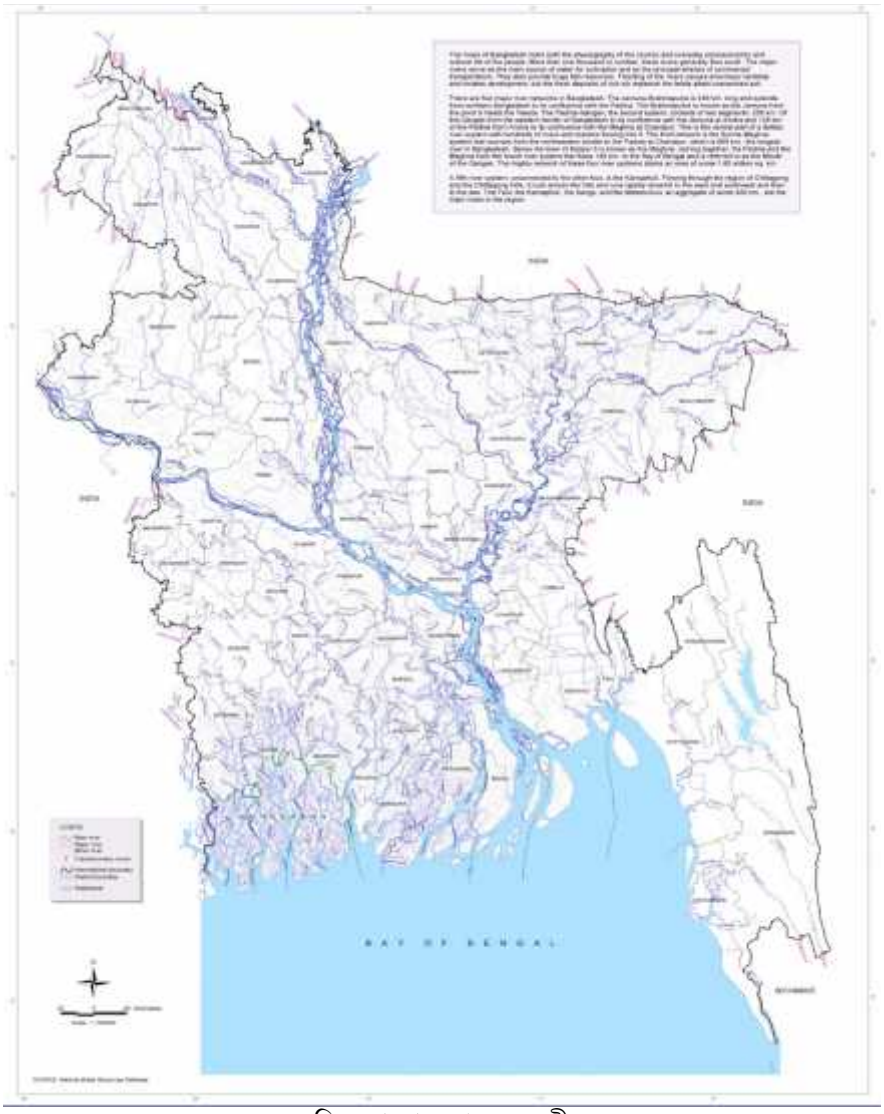

চিত্রঃ বাংলাদেশের নদ-নদী

৫.০ গবেষণা প্রকল্প

৫.১ ওয়ারপো এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের কাজ এই মেয়াদে সম্পন্ন করে।

Development of a Water Resources Model as a Decision Support Tool for National Water Management তিন বছরে বাস্ড়বায়নাধীন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যে সকল প্রোগ্রাম প্রস্ড়াব করা হয়েছে তার প্রভাব নিরূপণের জন্য একটি Water Resources Modelling System তৈরি করা। এই সমীক্ষার আওতায় পানি সম্পদ বিশে- ষণের জন্য বেশ কিছু গাণিতিক মডেল তৈরি হয়েছে যার সাহায্যে

বিকল্প পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ বিশে- ষণ ও মূল্যায়ন করা, দেশের সীমার ভিতরে ও বাইরে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কর্মকান্ডসমূহের প্রভাব নিরূপণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বিগত জুন ২০১০ তারিখ সমাপ্ত হয়। এনডবি উএমপি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য প্রভাব নির"পনের জন্য বর্তমানে যৌথভাবে মডেলের পরিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু কার্যক্রম চলমান।

৫.২ Development of Hydrological Parameter for Different Region

ওয়ারপো ও আইডবি- উএম এর সহযোগিতায় "Determination of Hydrological Parameter for Different Regions of Bangladesh using Different Method: Phase 1" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ বিগত মে ২০০৮ তারিখে শুর" হয়। গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদ বিশে- ষণ ও পরিকল্পনা কাজে সহায়তার জন্য hydro-geological parameter নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি Decision support tool উদ্ভাবন করা যা জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি বিগত ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয়।

চিত্রঃ ৮টি Hydrological অঞ্চলের মানচিত্র

৫.৩ CSIRO এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা

গবেষণা প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় কেনবরা ভিত্তিক Commonwealth Scintific & Industrial Branch Organization (CSIRO) সাথে ওয়ারপো এবং বাপাউবো "Bangladesh Integrated Water Resources Assessment" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। গবেষণায় আইডবি- উএম, সিইজিআইএস এবং বিআইডিএস সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পায় জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্র সমূহ যেখানে তথ্যগত সম্পৃক্ততা আছে তা পূরন করে গবেষনার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের যথাযথ সমন্বিত ব্যবহারের সাহায্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল বিশে- ষণ এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদ করণে সহায়তা, নীতি ও কৌশল নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা।

বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পের সমন্বয়ক হিসাবে আইডবি- উএম নিয়োজিত।

৫.৪ ঢাকা ও এর আশে পাশে জলাভূমির ক্রমহ্রাসের পরিমাণ, কারণ এবং প্রভাব নিরূপন

পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রক্ষায় জলাভূমির (Wetland) গুর"ত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নগর এলাকাসমূহে বিশেষত ঢাকা শহরে মানুষের অবিবেচক কর্মকান্ডের দ্বারা জলাভূমি প্রায় ধ্বংশের দ্বারপ্রান্ড়ে।

এমতাবস্থায় ঢাকা ও এর আশে পাশে বিশেষত ঢাকার Detail Area Plan (DAP) ভূক্ত এলাকায় জলাভূমি পরিবর্তনের বা ক্রম হ্রাসের বিজ্ঞান ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা এবং এর কারণ ও প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করা জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ারপো UNDP এর অর্থায়নে Sustainable Land Management প্রকল্পের অধীনে "Reduction of Wetland around Dhaka city: Causes, Impact and Remedial Measures" শীর্ষক সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ পূর্বক DAP এলাকায় সময়ের সাথে জলাশয়ের আয়তন ক্রম হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয়। এই সমীক্ষায় মূলত জলাশয় সমূহকে দুইভাগে যথা-স্থায়ী জলাশয় (Perennial Wetland) এবং মৌসুমী জলাশয় (Flood Plain) হিসাবে চিহ্নিতকরণ পূর্বক উভয় ধরনের জলাশয়ের তুলনামূলক হ্রাসের পরিমাণ বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্থায়ী জলাশয়ের ক্রম হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যথাক্রমে ১৯৬৭ সনের Corona Space Photo এবং ১৯৯৯ ও ২০১০ সনের Landsat Image ব্যবহার এবং মৌসুমী জলাশয়ের ক্রম হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ১৯৯৬ সনের Radersat Image এবং ২০০৯ সনের Landsat Image ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৬৭ থেকে ২০১০ সন পর্যন্ড় উভয় শ্রেণীর জলাশয়ের ক্রম হ্রাসের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

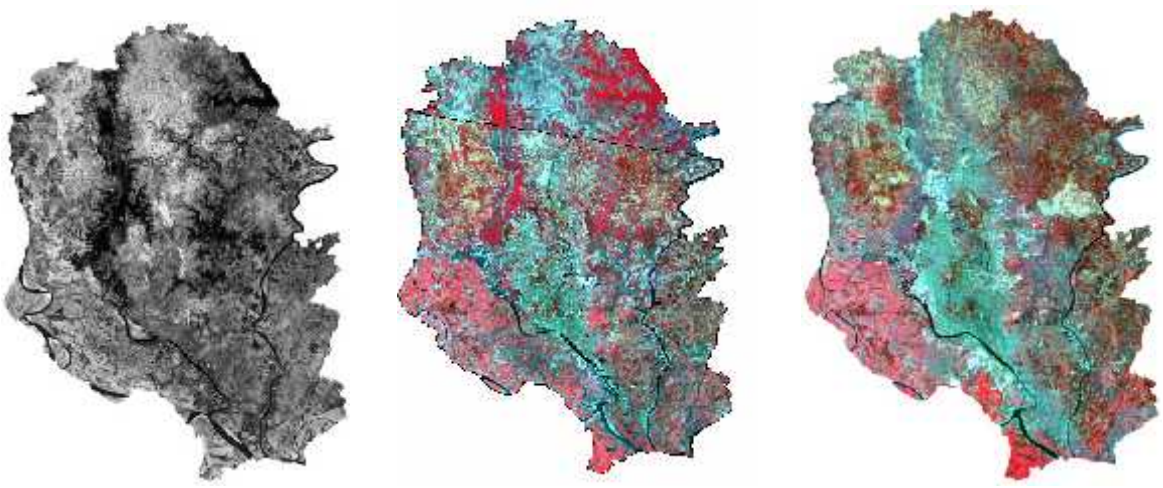

Corona Space Photo of 1967 **Landsat7 ETM+ satellite image of 1999** **Landsat5 TM satellite image of 2010**

চিত্রঃ DAP এলাকার জলাশয়ের উপগ্রহ চিত্র

বিশ্লেষণে দেখা যায় মূলত নির্বিচারে জলাভূমি ভরাট এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে জলাভূমির পরিমাণ উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে যা মোটেই পরিবেশ সহায়ক নয়। বাস্ড়বায়নাধীন সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৬৭ সনের প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ জলাভূমি ২০১০ সনে প্রায় শতকরা ৪ ভাগে নেমে এসেছে এবং প্রতি বছর স্থায়ী জলাভূমি হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৩৫৩ হেক্টর। অপরদিকে ১৯৯৬-২০০৯ সনের মধ্যে মৌসুমী জলাভূমি হ্রাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭ ভাগ। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে জলাভূমি রক্ষাপূর্বক নগরীর বন্যা ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু নিষ্কাশন, ভূ-গর্ভস্থ পানির পূনর্ভরণ এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে।

(খ) পরিকল্পিত প্রকল্পসমূহ

১। আর্সেনিক আক্রান্ড় এলাকায় খাবার পানি সরবরাহের বিকল্প উৎস হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানির উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ, আর্সেনিক আক্রান্ড় এলাকায় সুপেয় পানি হিসেবে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং রিভার স্যান্ড ফিল্টার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে আর্সেনিক আক্রান্ড় এলাকায়

পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের ব্যয় ৬.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির টিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী পাওয়া গেলে এর বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়া শুর“ করা হবে।

২। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডবি- উএমপি) ২০০১ সালের পরবর্তী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থা পরিকল্পনা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে Updating of National Water Management Plan নামে এর একটি পিডিপিপি নভেম্বর ২০০৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Economic Relations Division (ERD) ও Planning Commission এ পাঠানো হয়। বিগত জুন ২০০৯ তারিখে ব্যয় যুক্তিযুক্ত ও পূনর্গঠিত পিডিপিপি পূনরায় মন্ত্রণালয়ে পাঠান হয়।

৩। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পরিচালন

উক্ত প্রকল্প বাস্ড়বায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি পিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইআরডি তে প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু উন্নয়ন সহযোগীর আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের পত্রের মাধ্যমে ওয়ারপোকে অবহিত করেছে যে বাংলাদেশ সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এর উপর দাতা গোষ্ঠীর কনসোর্টিয়াম Sector wise Approach এর outline প্রণয়নে একটি Identification Mission পাঠাতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। উক্ত Identification Mission এর প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে আইসিজেডএম সংক্রান্ড় একটি প্রকল্পের বাস্ড়বায়ন শুর“ হওয়ার কথা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত RNE এর পত্রে উলে- খ করা হয়েছে।

৪। কর্ণফুলী নদী অববাহিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কর্ণফুলী নদীর পানি ব্যবহার উপযোগী ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Karnafuli River Basin (Within Bangladesh) Management on IWRM শীর্ষক প্রকল্পটির একটি PDPP প্রস্তুতপূর্বক ২৬/০৬/০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং পরবর্তীতে জুন ২০১০ তারিখে সংশেধিত প্রস্ড়াব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো আগামী ৩ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কর্নফুলী নদী অববাহিকায় টেকসই ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য গুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

- কর্ণফুলী নদীর অববাহিকায় টেকসই ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ও উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলে উলি- খিত বাংলাদেশে সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা
- অববাহিকা পর্যায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণে stakeholder এর দক্ষতা উন্নয়ন
- অংশীদারিত্ব গঠনে এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ড়গ্রহণে stakeholder দের নিকট তথ্য ও উপাত্ত আদান প্রদান নিশ্চিত করণ
- সকলের ব্যবহার উপযোগী সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও ব্যবস্থাপনা tool ব্যবহারসহ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫। Feasibility Study and Detail Engineering design of Brahmaputra Barrage

দেশের অভ্যন্ড়রে শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রবাহ ব্রুক্ষপুত্র নদীর মাধ্যমে প্রবেশ করে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ড় গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইইকো কর্তৃক প্রণীত মাষ্টার প- ্যান (১৯৬৪) এক্সপার্ট ষ্টাডি গ্রুপ (১৯৮৭), জাতীয় পরিকল্পনা (১৯৮৭, ১৯৯১) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১) অনুযায়ী

দেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্ব হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের জন্য ব্রুহ্মপুত্র নদীর উপর ব্যরাজ নির্মান করা প্রয়োজন। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সেচ পানি সরবরাহ, শহর ও নগর অঞ্চল গুলিতে পানি সরবরাহ, নৌ-চলাচল ইত্যাদি বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য এই ব্যারাজ নির্মান প্রয়োজন। ওয়ারপো বিগত নভেম্বর ২০১০ তারিখে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্ভাব্য ব্যরাজ এর উপর সমীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রস্ড়াব প্রেরণ করে।

৬। Study on Depletion of Groundwater in Selected Hydrological Regions of Bangladesh

বিগত দুই দশক ব্যাপি কৃষি উৎপাদনে সয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্প কলকারখানায় পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যাধিক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল নিম্নগামী। অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরনের ফলে ইতোমধ্যে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অগভীর ভূ-গর্ভস্থ জলাধার আর্সেনিক আক্রান্ড়। তাছাড়াও শিল্প কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক প্রদানের ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের পানির গুনগত মান হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু উষ্ণতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দক্ষিণে সমুদ্র পৃষ্ঠ সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সংশি- ষ্ট ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের লবনাক্ততা বৃদ্ধির আকাঙ্খা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের অন্যতম পানি সম্পদর ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার, জলাধার পূনর্ভরণ ও বর্তমানের ভূগর্ভস্থ পানি সমতলের নিম্নগামীতা পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ওয়ারপো ১৯৯.৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১৮ মাস ব্যাপি একটি সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন ও বিগত জুলাই ২০১০ তারিখে একটি প্রকল্প প্রস্ড়াব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। বিগত আগষ্ট ২০১০ তারিখে প্রস্ড়াবিত প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দেশে ও বিদেশে নিম্নবর্ণিত কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

চিত্রঃ GCP (Ground Cortrol Point) নির্ণয়ে মাঠপর্যায়ে ওয়াপোর কর্মকর্তা বৃন্দ

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Redhat Certified Engineer (RHCE)	৩১মে -১১ জুন ২০১১	IBCS-PRIMAX, Dhaka	১
২	AquaChem Training	০২-০৫ মে ২০১১	DPHE, ঢাকা	১
৩	Webpage Development and Deployment	০৬ ফেব্রুয়ারী-০৩ এপ্রিল ২০১১	NAPD, ঢাকা	১
৪	7th International Rice-Duck Framing Conference	০৫-০৭ মার্চ ২০১১	FIVDB, সিলেট	১
৫	Training on Advance ArcGIS	২২-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১	CEGIS, ঢাকা	৪
৬	Training on Advance ArcGIS	০৩-০৯ জানুয়ারী ২০১১	CEGIS, ঢাকা	
৭	11th Human Resources Planning Course	১৯-২৩ ডিসেম্বর ২০১০	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	১
৮	ToT on “IWRM and its Practice(Global and Bangladesh Peespectives)”	২৭ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর ২০১০	CEGIS, ঢাকা	১
৯	উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১০-২৪ অক্টোবর ২০১০	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, ঢাকা	১

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি

চিত্রঃ UNESCO-IHE, Netherlands-এ প্রশিক্ষণরত ওয়ারপোর কর্মকর্তা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	সময়	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Water and Sanitation Facilities in Disaster Situations	৩০ মে-০১ জুন ২০১১	ইরান	১
২	Short Course on Water Resources Planning	২৮ মার্চ -১৫ এপ্রিল ২০১১	নেদারল্যান্ড	১
৩	Integrated Water Resources Management (IWRM)	০৮-১৬ মার্চ ২০১১	নেদারল্যান্ড	১
৪	Macro Planning and Monitoring of Water Resources Projects	২২ নভেম্বর -০৩ ডিসেম্বর ২০১০	থাইল্যান্ড	৮
৫	Participatory Management of Flood Risk n the Changing Cliate"	২৬ জুলাই - ০২ আগষ্ট ২০১০	নেপাল	১
৬	World City Water Forum Ifra-Workshop, 2010	১০-১৩ আগষ্ট ২০১০	কোরিয়া	১
৭	Tour of 7 (seven) Member Delegation Team led by Secretary, Ministry of Water Resources to The Netherlands	১৫-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০	নেদারল্যান্ড	১
৮	International Visitor Program: Water Resources Training Course	১৩ সেপ্টেম্বর-০১ অক্টোবর ২০১০	যুক্তরাষ্ট্র	১
৯	Water: Crisis and Choices-ADB and Partners Conference 2010	১১-১৫ অক্টোবর ২০১০	ফিলিপাইন	১
১০	Climate Change Finance of Aid Effectiveness Regional Dialogues and Adaptation Forum 2010	১৯-২২ অক্টোবর ২০১০	থাইল্যান্ড	১
১১	PhD Course on Environmental Policy and Management	৩১ মার্চ ২০১০ - ৩১ মার্চ ২০১৪	অষ্ট্রেলিয়া	১
১২	Masters Course on Water Resources Engineering	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১	বেলজিয়াম	১
১৩	Masters Course on Water Resources Engineering and Management	১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১	জার্মানী	১
১৪	Joint Master Programme 2008-2010 in Coastal and Marine Engineering and Management	২০০৮-২০১০	নরওয়ে, নেদারল্যান্ড ও ইউকে	১

চিত্রঃ প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ওয়ারেপোর কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রঃ AIT Extension, Thailand -এ প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ওয়ারেপোর কর্মকর্তাবৃন্দ

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর

RRI
River Research Institute

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

পরিচিতি

নদী মাতৃক বাংলাদেশ একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা - প্রশাখাসহ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ ৩টি অন্যতম প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী কর্তৃক বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ । উত্তরের বন্যা ও দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ড়। নদী ভাঙ্গন একাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হার"কান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ভিত্তিপ্রস্ড়র স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে কাজের সুবিধার্থে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্ড়র করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ড় করে।

বিবর্তন

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯- হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি- সেচ পরিদপ্তর
১৯৫৯ থেকে ১৯৭৮- হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ইপিওয়াপদা পরবর্তীকালে বাপাউবো
১৯৭৮ থেকে ১৯৯০- নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাপাউবো
১৯৯১ থেকে বর্তমান নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা)

কর্মপরিধি

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কার্যসমূহ (১৯৯০সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) নিম্নরূপঃ

১. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
২. পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৩. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ড় এবং মূল্যায়ন করা;
৪. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্সংশি-ষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
৫. উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
৭. উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে । ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ড়। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

পরিচালনা বোর্ড

পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
(২) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	সদস্য (শূন্য)
(৩) মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(৪) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮) দুই জন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
(৯) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটউট	সদস্য- সচিব

প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও কর্মসম্পাদন

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কর্মকান্ড ৩টি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরি টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রোলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জনবলের বিবরণ

ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং ৩০ জুন ২০১১ এ কর্মরত জনবল ২২০ জন।

পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে । সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) **রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। একমাত্র ভৌত মডেলের সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয় শুষ্ক মৌসুমে চ্যানেলের বাস্ড়ব অবলোকনসহ পানির ঘুর্ণায়ন ও নদীর বাঁকের ক্রিয়াকর্মের ফলাফল নির্ণয় করা।

২) **হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ,ইজ, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণ সহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় যা অন্য কোন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

৩) **ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ** এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. **সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।
২. **ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।
৩. **সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশে- ষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে চারটি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, সংস্থাপন এবং নিরিক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরিক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

নগই'র সুবিধাদি

১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার X ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার X ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

২) **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার X ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৩) **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও - কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা - নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে।

প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্ড়র্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN ১৬০৬-৯২৭৭ এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং প্রতি চার মাস অন্ড়র News Letter প্রকাশিত হয়।

২০১১অর্থ বছরের নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেঃ

১) **Overall Physical Model Investigation to Support the Feasibility Study and Detailed Engineering for Ganges Barrage Project সংক্রান্ড় ভৌত Model Study এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।**

২) **Left Guide Bund Model Study for Ganges Barrage Project সংক্রান্ড় ভৌত Model Study এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।**

৩) **Right Guide Bund Model Study for Ganges Barrage Project সংক্রান্ড় ভৌত Model Study এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।**

৪) **Main Spillway Model Study for Ganges Barrage Project সংক্রান্ড় ভৌত Model Study এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।**

২০১০-২০১১ অর্থবছরে দপ্তরভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

Test run in the overall model of the Ganges Barrage Project conducted at RRI

River Morphologist of DDC Dr. Ranjit Galappatti (Sri Lanka) observes the Right Guide Bund Model of Ganges Barrage at RRI

Nature of flow in the stilling basin with jump over the glacis for unit discharge

৫) Institutional Development and Capacity Building of RRI শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৬) Research on the Effect of Banadlling on river Flow & Morphology শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের Phase-II এর কাজ চলছে (বিস্তারিত দেওয়া হলো)

প্রকল্পের নাম: Research on the Effect of Bandalling on River Flow and Morphology (Phase-II)

প্রকল্প পরিচালকঃ প্রকৌশরী মোঃ লুৎফর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নগই, ফরিদপুর.

ফান্ডের উৎস:	GoB
প্রকল্প ব্যয়:	Tk. 1, 77, 92,000.00
জুন ২০১১ পর্যন্ত খরচ:	Tk. 65, 00,000.00
সময়কাল:	July 2009 to June 2012

Technical Aspects

- Bandals are one of the local low cost structures and there is an opening below bandal while obstruct flow near the water surface and allow it to pass near the riverbed.
- Bandals are positioned at an angle with the direction of flowing water.
- **Naturally available materials such as bamboo and timber are used for bandals.**
- The surface current is being forced from upstream side of the bandals and pushed it down near the bed towards the bank at the downstream side.
- More sediment flow than water flowing towards the bank from the river side so that excess sediment deposited near the riverbank.
- There is a considerable pressure difference between the upstream and downstream side of the bandal.
- Much sediment is supplied towards the countryside and relatively much water is transported to the riverside.

Evaluation

From the key results of recent experimental studies both in the laboratory of River Research Institute, Faridpur as well as in the real river using bandals, it was found that flow diversion towards the main channel can be achieved both from the upstream and downstream side of the bandal resulting deeper main channel as compared with the conventional structures. Sediment coming from the main channel was deposited in the bandal fields. Bandals are found to be very effective for navigational channel formation and land reclamation near the bank lines. Therefore, the bandals would be capable of forming stable river course that would ensure deep navigational channel and bank protection as well. Bandals would be less expensive solution as environmental friendly structures over conventional methods.

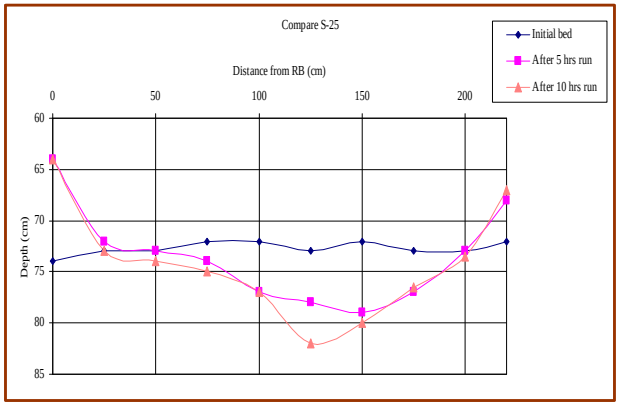

The Effect of bandals on river morphology at Lab at RRI

Concluding Remarks

Bandals are capable for protecting river banks by flow diversion towards the main channel leading to deep navigational channel formation. Flow velocities are reduced near the bank lines that ensure bank protection by the deposition of sediment. If the bandal structure functions optimistically, the river can get sufficient time for its adjustment and new main channel and bankline developed. The output of the present research for the stabilization of river course can solve the river erosion & navigational problems of Bangladesh that is more or less inherent due to its complex geographical location at the lower riparian of the catchments.

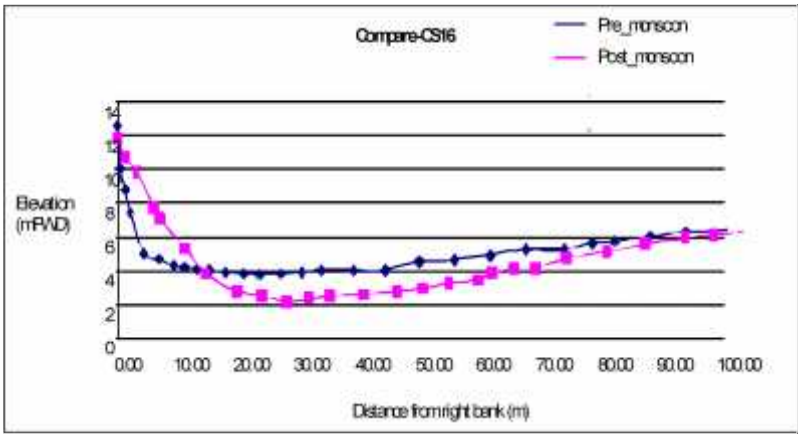

Erosion-siltation due to bandals in the Jamuna river at the downstream of theBangabandhu Bridge west guide bund near Belkuchi Upazilla of Sirajgonj

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর

The Project Director Engr. Md. Lutfor Rahman (CSO) describes the Director General Qazi Abu Sayeed about the research activities of bandalling conducted in the Tidal Shed

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর সাধারণতঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্ড়বায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় পরীক্ষা কাজের জন্য জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর হতে চাহিদা মোতাবেক টেকনিশিয়ানদের প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১০-১১ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৫১৫৮টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশি- ষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৯৮০ টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষান্ড়ে সংশি ষ্টদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৫১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশি- ষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

The Universal Testing Machine (UTM) for testing of MS rod, flat bar, concrete cylinder, block etc

Qazi Abu Sayeed, Director General is informed about the performance of Triaxial Machine used for shear test at Geotechnical Research Directorate of RRI

Atomic Absorption Spectrometer for determining metals such as
Al, Ba, B, Cd, Cr, Mg, Fe, As, Hg etc.

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

২০১০-১১ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৬২৫.৫৫	সংস্থাপনঃ বেতন এবং ভাতাদি =৬২৩.৭৯ পরিচালনা বাবদ=১.৭৬	৬২৫.৫৫
২	মডেল স্ট্যাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং থেকে আয়	২২১.২২	মডেল স্ট্যাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং বাবদ খরচ	১৭১.৪৬
৩	অন্যান্য আয়	১০.৩৫	উদ্বৃত্ত	৬০.১১
মোট		৮৫৭.১২	মোট	৮৫৭.১২

দক্ষ জনবল তৈরি কার্যক্রম

প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে অবস্থান করছেন; ইতোমধ্যে ১ জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। বিভিন্ন মেয়াদি কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সংখ্যা ১৭ জন এবং এর মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তা বিদেশে সেমিনারে/কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩১০টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭ টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। আন্তঃসীমান্তের ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতিআধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪ টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীসমূহের উপর ব্যাপক জরিপ কার্য পরিচালনা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছেন। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১১ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	১৪	৯	৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	২	১	১
তৃতীয় শ্রেণী	২১	৮	১৩
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৬	৫
মোট	৪৮	২৪	২৪

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, অভিন্ন/সীমান্ড়বর্তী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও দিল-ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের ৩৭তম বৈঠক বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল-ীতে অনুষ্ঠিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. অভিন্ন/সীমান্ড়বর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টন বিষয়ে অববাহিকাভুক্ত দেশসমূহের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান। বিশেষত ভারতের সাথে নিয়মিতভাবে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, অভিন্ন/সীমান্ড় নদীর ভারতে অবস্থিত উজানের বিভিন্ন স্টেশনসমূহ থেকে বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি, অভিন্ন/সীমান্ড়বর্তী নদীর বাঁধ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশন ও অন্যান্য পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান।

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ড় সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট গঙ্গা নদীর যৌথ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন সংশি ষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে যৌথভাবে ভারতের সাথে সংশি- ষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদ্সংশি ষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা ;

৪. বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন এবং গবেষণা ও কারিগরি বিষয়ে নেপালের সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. চীনের সাথে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ব্রহ্মপুত্র/ইয়ারলুং জাংবো নদের অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় এবং বন্যা পূর্বাভাসের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ানুবর্তীতার ভিত্তিতে এতদ অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি;

৬. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ আন্ড়র্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID)-এর বাংলাদেশের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই কমিশন ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুর করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্ড়রিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্ড়ে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ড় গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসু আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর

মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশি-ষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ড় প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে মে পর্যন্ড় সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করেছে।

তিস্তা, ফেণী ও অন্যান্য সীমান্ড়বর্তী/অভিন্ন নদীসমূহের পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে গঙ্গা ছাড়াও তিস্ড়া নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্ড়া, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। উলে-খ্য, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠকে ফেণী নদীর পানি বণ্টন বিষয়টি যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটিতে অন্ড়র্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই তিস্ড়া নদীর পানি বণ্টনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা অব্যাহত রেখেছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে সীমান্ড়বর্তী/অভিন্ন নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে।

মার্চ, ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা পূর্বাভাসের আগাম সময় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন অভিন্ন নদীর ভারতে অবস্থিত আরো উজানের বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে গঙ্গা নদীর ফারাক্কার ৭৮ কিলোমিটার উজানের সাহিবগঞ্জ স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ড় উপাত্ত বিরতিহীনভাবে বংলাদেশকে প্রদান করছে। এ ছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে নিয়মিত সরবরাহ করছে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্ড়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম "বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার" সংক্রান্ড় একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দুদেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ড় নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ড় উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উলে-খ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ড় উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উলে-খ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশি-ষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে।

উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উলে- খযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্ড়র্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ড় নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উলি- খিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ড অবস্থিত ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। বিগত ১৯-২৩ নভেম্বর, ২০০৮ সময়ে চীনের বেইজিং এ দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ইয়ারলুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ড় Implementation Plan স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০১০-২০১১ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন, ২০১১ পর্যন্ড় ব্যয়	মন্ড়ব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৩২৮.৩০ লক্ষ টাকা	২৮৭.৫২ লক্ষ টাকা	২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ৪০.৭৮ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক অবগত হয় যে, গত ২০১০ সালের নভেম্বর মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদী কমিশন এর সদস্যগণ ঢাকায় তিস্ড়া নদীর অন্ড়র্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির বিষয়ে (১লা অক্টোবর হতে ৩০ এপ্রিল সময়কালে) ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে (মার্চ, ২০১০) উপস্থাপিত দু'পক্ষের প্রস্ড়াবের উপর বিস্ড়ারিত আলোচনাপূর্বক একটি Framework প্রণয়ন করেছে। বৈঠকে শুকনো মৌসুমে তিস্ড়া নদীর অন্ড়র্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চুক্তির Framework এর বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

সচিব পর্যায়ের উক্ত বৈঠকে সন্ড়োষ প্রকাশ করা হয় যে, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন পর্যায়ে বিস্ড়ারিত আলোচনার পর শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অভিন্ন অংশ হতে দু'দেশ কর্তৃক মাইনর লিফ্ট ইরিগেশন স্কীম ও খাবার পানি সরবরাহ স্কীম বাস্ড়বায়নে পানি প্রত্যাহারের নিমিত্ত ফেণী নদীর অন্ড়র্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework এর একটি

খসড়া সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বিবেচনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্ড়বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চুক্তির Framework এর বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

বিগত ১০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারত এর পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে ভারতের পানি সম্পদ সচিবের সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ সচিব শেখ মোঃ ওয়াহিদ উজ জামান।

এ ছাড়া উক্ত বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্তৃক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা (work plan) এর উপর বিস্ড়রিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ড় প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত ০৭ মে, ২০১১ তারিখে কোলকাতায় কারিগরী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে তিস্ড়া ও ফেণী ব্যতীত অন্যান্য নদীসমূহের অন্ড়র্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরী পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়।

কারিগরী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উভয় দেশের সীমান্ড়বর্তী/অভিন্ন নদীর দু'দেশ কর্তৃক পরিকল্পিত তিন বছরে বাংলাদেশের মোট ১৭ টি নদীর ৫০টি সাইটে এবং ভারতের মোট ১১ নদীর ৫০টি সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উলে-খ্য, দু'দেশ ইতোমধ্যে কয়েকটি নদীর বিভিন্ন সাইটে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্ড়বায়ন করেছে এবং অবশিষ্ট নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ আসন্ন শুকনো মৌসুমে বাস্ড়বায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ইতোপূর্বে বিনিময়কৃত সাইটের অতিরিক্ত ৩টি নদীর (পূনর্ভবা, করতোয়া এবং নাগর) ১০টি স্থানের এবং ভারতীয় পক্ষ ৪টি নদীর (মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই এবং টাংগন) ৮টি স্থানের তীর সংরক্ষণমূলক কাজের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করে। এ ছাড়া উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন এলাকায় ইছামতি নদীর ড্রেজিং কাজ বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক অবহিত হয় যে, উক্ত ড্রেজিং কাজ জুন, ২০১১ মাসে সমাপ্ত হবে।

বিগত ৭ মে ২০১১ তারিখে কোলকাতায় কারিগরী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে ভারতের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব দেবেন্দ্র শর্মা এর সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মীর সাজ্জাদ হোসেন

গত ০৬ জুন, ২০১১ তারিখে দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে নতুন দিল-ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জানুয়ারি, ২০১১ মাসে অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়ের অগ্রগতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

২০১১ সালের শুকনো মৌসুমে চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ড় সময়কালে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী তিনটি দশ দিনে ৩৫০০০ কিউসেক গ্যারান্টিড হিস্যা পেয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির ব্যবস্থাদি বাস্ড়বায়নে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির (JC) ৪৭ ও ৪৮তম বৈঠক যথাক্রমে ২৫-২৬ এপ্রিল, ২০১১ সময়ে ঢাকায় এবং ০৩-০৫ মে, ২০১১ সময়ে ফারাক্কা/কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারত, নেপাল ও চীনের সাথে বন্যা সংক্রান্ড় তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির বিষয়টি মনিটরিং করা হয়েছে । সরকার/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এতদঅঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ভারত কর্তৃক অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশের অবস্থান

১. টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ড়ে অমলশীদ নামক স্থান থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

উলে- খ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এ ছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুর“ হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ড় ভারতের প্রস্ড়াবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্সংক্রান্ড় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উলে- খ করে যে, প্রস্ড়াবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃ আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

২. আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্ড়ঃবেসিন পানি স্থানান্ড়রের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় নদী আন্ড়ঃসংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় তার পূর্বের অবস্থান ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্ড়ের ভিত্তিতে নদী আন্ড়ঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় বিশ ভাগ হাওরের অন্তর্ভূক্ত। দেশের উৎপাদিত মোট ফসলের প্রায় পঁচিশ শতাংশ হাওর এলাকায় উৎপাদিত হয়। ফসলের দিক থেকে হাওর এলাকা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে। কিন্তু হাওর এলাকা সবদিক থেকে সবচেয়ে পশ্চাদপদ এলাকা। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে উক্ত বোর্ড গঠন করেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখে উক্ত বোর্ড বিলুপ্ত হয়। বর্তমান "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে এক রেজুলিউশন এর মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুনর্গঠিত এ প্রতিষ্ঠান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বোর্ডের জনবল অবকাঠামো এবং টিওএন্ডই অনুমোদিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বোর্ডের চেয়ারপারসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের স্ট্যাটাস বর্তমান সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

পরিচালনা বোর্ড

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়ঃ

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(খ) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল□ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ) মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ) মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ছ) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(জ) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঝ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঞ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সরকার কতৃক মনোনীত সংশি- ষ্ট এলাকার ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য

ট) জনাব এম,এ,মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
ঠ) জনাব শেখ হেলালউদ্দিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১	সদস্য
ড) বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪	সদস্য

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য-পরিধি

ক. বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনকল্পে সংশি- ষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প- ান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ. বোর্ড হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে কিছু প্রকল্প প্রণয়ন করবে ও প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্ড়বায়ন করবে।

গ. বোর্ড হাওর এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্ড়বায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে এবং সংশি□ ষ্ট বাস্ড়বায়নাধীন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ. সংশি- ষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য বোর্ড যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ নিয়ে গঠিত হয়েছেঃ

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(খ) মাননীয় সাংসদ, সুনামগঞ্জ-৩	সদস্য
(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(চ) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(ছ) সংশি□ ষ্ট সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(জ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(ঝ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঞ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ড) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ

(ঢ) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	সদস্য
(ণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফজলুল বারী	সদস্য

জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী, ২০১২) এর খসড়া প্রণয়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় কমিটির বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ড় মোতাবেক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয় যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে কমিটি কর্তৃক প্রস্ড়াবিত খসড়া জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালার কিছুটা সংশোধন করে ৫৩ জন বিশিষ্ট জনবল কাঠামো সুপারিশ করা হয়। উক্ত জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের চাকুরী **নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী, ২০১২)** চূড়ান্ড় না হওয়ায় এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এ কারণে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৪ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি প্রেষণে বোর্ডে কাজ করছেন। মহাপরিচালক তিন বৎসরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও ২১ জন দৈনিক ভিত্তিক/কন্টিজেন্সি কর্মচারী কর্মরত আছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর ২০১২এর মধ্যে বোর্ডের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (২০১০-২০১১)

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত	মন্ড়ব্য
প্রথম শ্রেণী	৫ জন	মহাপরিচালক চুক্তিভিত্তিক এবং অবশিষ্ট ৪ জন প্রেষণে নিয়োজিত।
দ্বিতীয় শ্রেণী	১ জন	নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট হতে প্রেষণে নিয়োজিত।
তৃতীয় শ্রেণী	১ জন	পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রেষণে নিয়োজিত।
তৃতীয় শ্রেণী	১৪ জন	দৈনিক ভিত্তিক

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত	মন্তব্য
চতুর্থ শ্রেনী	৭ জন	দৈনিক ভিত্তিক
মোট	২৮ জন	

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
২০১০-২০১১	১৩০.৮১	১৮৯.০০	১২৫.৯১	১৮৯.০০	

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ও বাস্ড়বায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম

১. বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্প বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ঃ-

দেশের হাওর এলাকায় একাধিক সরকারী আবাসন/ আশ্রয়ন প্রকল্প আছে। এ প্রকল্পগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বন্যা মুক্ত করা সম্ভব নয়। বর্ষা মৌসুমে হাওর এলাকায় অবস্থিত আশ্রয়ন/আবাসন গ্রামগুলোকে ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৭৫১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)" গৃহীত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের কাজ বাস্ড়বায়ন সম্পন্ন হয়। বোর্ড গঠন সংক্রান্ড় রিজলিউশন, ২০০০ এর আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪টি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে "ডিপোজিট ওয়ার্ক" হিসেবে ৯ (নয়) টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত কয়েকশত পরিবারের জান মাল রক্ষা পেয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প বাস্ড়বায়নের সময়ে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জুন/২০১০ ইং মাস পর্যন্ড় এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

প্রকল্পের গুর"ত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- পর্যায়ক্রমে সারাদেশের নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগণের আবাসন ও আশ্রয়ন প্রকল্পগুলোকে বর্ষাকালীন ঢেউয়ের আঘাত থেকে ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয় রোধ করা;

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পে বসবাসকারীদের জন্য হাটবাজার, পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

২. হাওর এলাকায় মাষ্টার প-ান ও ডাটাবেস সমৃদ্ধকরন প্রকল্প

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডে রেজুলিউশন -২০০০ এবং "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী হাওর এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) এবং Database প্রস্তুতের লক্ষ্যে "Preparation of Master Plan & Database for Haor & Wetlands" এর কাজ বাস্ড় বায়ন শুর" হয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে। সিইজিআইএস (CEGIS) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজটি বাস্ড় বায়ন করে। বাস্ড়বায়ন কাল জানু/২০১০ ইং হতে ডিসেম্বর /২০১১ ইং সাল পর্যন্ড় (সংশোধিত) যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৯.৪৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের গুর"ত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- হাওর এলাকার সমূদয় সম্পদের একটি সার্বিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যার ভিত্তিতে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ;
- পানি, ভূমি, মৎস্য, বন এবং অন্যান্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;
- পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সকল দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সকল দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়;
- প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (Management Information Systems) তৈরি করা;
- সুবিধাভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্ড়বায়নের প্রক্রিয়া নির্ণয়;
- হাওর এলাকার উপযোগী উচ্চফলনশীল ধান এবং অন্যান্য শস্যের আবাদের নীতিমালা প্রণয়ন;
- মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ;
- গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ;
- হাওর এলাকার উপযোগী বনাঞ্চল সৃষ্টি;
- হাওর এলাকায় পানিতে উৎপাদনযোগ্য ফল ও অন্যান্য মূল্যবান গাছপালা রোপন;
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জলজ এবং বনজ গাছ, পাখি, পশু ইত্যাদি জীববৈচিত্র সংরক্ষণ;
- ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়ন;
- হাওর এলাকায় পরিবেশবান্ধব হাওরের উপযোগী যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- হাওর এলাকায় পানি ও সেচ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন;
- বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- স্থানীয় জনগণকে কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান;
- হাওর এলাকার জন্য যথাযথ স্থাপনাসমূহের প্রস্ড়াবনা ও উদ্ভাবন;
- হাওর এলাকায় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- ঢেউজনিত ভূমিক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. বর্ণি বাওর উন্নয়ন প্রকল্প

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় "বণি বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যার বাস্ড়বায়ন কাল জানুয়ারী/১২ইং হতে ডিসেম্বর/২০১৩, প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

৪. হাওরের ঢেউ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব কিনা এ সংক্রান্ড় একটি সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প প্রস্ড়াব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।

৫. পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্ড়াব করা হয়েছে। যথা- (১) মিটিগেশন মেজারস থ্রো প্রিজারভেশান এন্ড প-ান্টেশান অব সোসাল ফরেস্ট ইন হাওর এরিয়া, (২) ক্লাইমেট প্র"ফিং ভিলেজ প-াটফর্ম ডেভেলপমেন্ট থ্রু রিভার ড্রেজিং।

৬. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে দুটি প্রকল্পের DDP দাখিল করা হয় যা ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (ADP) সবুজ পাতা ভূক্ত হয়েছে। অনুমোদিত হলে ২০১২-১৩ অর্থ অর্থ বছরে এ প্রকল্পগুলোর কাজ বাস্ড়বায়ন হবে।

প্রকল্পগুলো হল:

ক) হাওর এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (Flood Management Project in Haor Areas.)

খ) নদী খনন ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্প। ('River Dredging & Development of Settlement Project' in Haor Areas)

৭. এ ছাড়াও হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক (১) "কালনি কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" ও (২) "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন প্রকল্প" বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাংলাদেশ হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলাওয়ারি সমাপ্ত প্রকল্প, চলতি প্রকল্প এবং প্রস্ড়াবিত প্রকল্পসমূহের বিবরন

জেলা	হাওরের উপকৃত এলাকা (হেক্টর)	ডুবন্ড় বাঁধের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	প্রস্ড়াবিত প্রকল্পের সংখ্যা	চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা
সুনামগঞ্জ	১,২০,০০০	১৩৮২.০০	-	৪	৪০
সিলেট	৩৩,১২৯	৪৯৮.০০	-	১	৬
মৌলভীবাজার	৫৩,৪৬৫	৪৫.০০	৩	১	৩
হবিগঞ্জ	২৫,৫০০	২৫৬.০০	-	৩	৩
নেত্রকোনা	৬৫,১০০	২৮৭.১৪	২	১	৫
কিশোরগঞ্জ	৯,৫০০	৬০.০০	২	১	৩
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	২৩,৭২৭	-	-	-	৫
মোট	৩,৩০,৪২১	২৫২৮.১৪	৭	১১	৬৫

৮.বিবিধ

(ক) ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে সুনামগঞ্জে আঞ্চলিক ভবন নির্মান কাজ শুর" করা হয়। এ কাজ চলতি বৎসরে (২০১১-১২) শেষ হবে।

(খ) কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক দপ্তর ভবনের সংস্কার কাজ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়। এ কাজে ৩৫,১০,১৫৭.০০ (পয়ত্রিশ লক্ষ দশ হাজার এক শত সাতান্ন টাকা মাত্র) ব্যয় হয়েছে । জনবল নিয়োগ হলে এ দপ্তরের কার্যক্রম চালু করা যাবে।

ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

(আইডবি উএম)

সপ্তম অধ্যায়

ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশি- ষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডবি- উএম। হলিস্টিক এপ্রোচ-এ সমাধান দিচ্ছে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার। IWM-এর যাত্রা শুর" হয় মূলত: ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডবি- উএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশি- ষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে এবং গুণগত মান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

জনসম্পদ

আইডবি উএমএর বর্তমান **জনবল** প্রায় ২৪০ জন যার মধ্যে দেড় শতাধিক কর্মকর্তাই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশি- ষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৩০
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৫৫
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫৫
মোট	২৪০

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরিপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা • রিভার মরফোলোজি • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশি- ষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা	• GIS ভিত্তিক DSS • GIS ভিত্তিক IIS • ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও সংরক্ষন • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন • টোপোগ্রাফিক সার্ভে • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে • পানি প্রবাহ পরিমাপ • পলি ও পানির গুণগত মান পরিমাপ ও নির্ণয় • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান

কতিপয় গুর"ত্বপূর্ণ সমীক্ষা

গাণিতিক মডেলিং ও এতদসংক্রান্ড় বিজ্ঞানে আইডবি-উএম-এর রয়েছে আন্ড়র্জাতিক মানের দক্ষতা। দেশে ও বিদেশে অনেক সমীক্ষা পরিচালনা করেছে এই প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হচ্ছে গঙ্গা বাঁধ (ব্যারেজ) প্রকল্পের গাণিতিক মডেল সমীক্ষা, বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহ, শাখানদী ও উপশাখানদীসমূহের টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে গাণিতিক মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের জন্য চাহিদা ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমীক্ষা, কুড়িগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ) সেচ প্রকল্প, যমুনা বহুমুখী সেতু মনিটরিং ও রক্ষনাবেক্ষন, ঘুর্নিঝড় আশ্রয় প্রতিরক্ষা সমীক্ষা, মংলা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়ন সমীক্ষা, সায়েদাবাদ পানি পরিশোধন কেন্দ্র এর জন্য উপযোগী নতুন স্থান নির্ধারণ, মেঘনা মোহনা সমীক্ষা, তিস্ড়া ব্যারেজ প্রকল্পে কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন, খুলনা যশোর এলাকায় জলাবদ্ধতা উন্নয়ন সমীক্ষা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কারিগরি সহায়তা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানিবিজ্ঞানের জন্য ডাটাবেজ, কাপ্তাই রিজার্ভার পরিচালনার জন্য ডিএসএস, সমন্বিত কম্পিউটার ব্যবস্থার আওতায় ঢাকা ওয়াসার জন্য জিআইএস ভিত্তিক এমআইএস উন্নয়ন, পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ কাজের মনিটরিং ও পূর্বাভাস, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গভীর নলকূপ প্রকল্পের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা, গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্প, উপআঞ্চলিক হাইড্রো-মরফোলজি সমীক্ষা (ইপসাম), মেঘনা এসচুয়ারিতে ভূমি পুনর"দ্ধার কল্পে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালি আড়াআড়ি ড্যাম সমীক্ষা, মালয়েশিয়ার সারাওয়াক ভ্যালির বন্যা পূর্বাভাস, লংকাউই দ্বীপে পরিবেশগত সমীক্ষা, শ্রীলংকার নীল গংগা নদীতে মডেলিং, কলম্বো ওয়াটার মাস্টার প-্যান, তাজিকিস্থান, বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচী (ওয়ামিপ) এর জন্য ইনভেনটরি ও ম্যাপিং, গাণিতিক মডেল এর মাধ্যমে নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান সমীক্ষা, নেপালের বাগমতি নদীর অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাষ মডেল প্রণয়ন ইত্যাদি।

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে যৌথভাবে আইডবি-উএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিকভাবে গুর"ত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধান বিধান;
- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন;
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/ অংশগ্রহণ;
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান;
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা;
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

২০১০-২০১১ অর্থবছরে সম্পাদিত গুর"ত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য সমীক্ষা

১. **গঙ্গা বাঁধ (ব্যারেজ) প্রকল্প এর গাণিতিক মডেল সমীক্ষা**

খরা মৌসুমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উলে-খযোগ্য পরিমান পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য এবং মাথাভাঙা, চন্দনা, হিসনা, ইছামতি এবং বড়াল নদীর উৎসমুখ পুনর"জ্জীবনের জন্য গঙ্গা বাঁধ প্রকল্প প্রণয়ন করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মান আবশ্যিক হয়ে পড়ে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অত্র এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য। গঙ্গা বাঁধের গুর"ত্ব অনিবার্য হয়ে উঠে কৃষি, নাব্যতা, মৎস, বন, সর্বপরি

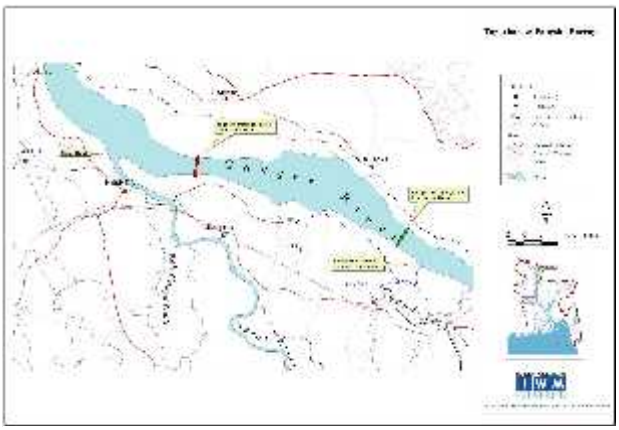

প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষায় গঙ্গা বাঁধ এর প্রস্তাবিত দুটি স্থান (ঠাকুরবাড়ি ও পাংশা)। বিশদ সমীক্ষায় পাংশাকেই উপযোগী স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিবেশের সুরক্ষা ও বিশেষ করে সুন্দরবনে জীববৈচিত্র সংরক্ষনের জন্য। গঙ্গা বাঁধের জন্য চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ প্রকৌশল সংশি- ষ্ট কাজে গাণিতিক মডেল সমীক্ষার মাধ্যমে বাঁধের স্থান নির্বাচনের জন্য আইডবি- উএম দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এই স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি গঙ্গা-পদ্মা ও যমুনা নদীর হাইড্র-মরফোলোজিক্যাল পরিবেশের বিরূপ প্রভাবসমুহও বিবেচনায় রাখা হয়। প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় দুটি সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন করা হয় যা চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। বিশদ সমীক্ষায় সার্বিক দিকসমুহ বিবেচনা করে পাংশাকেই অধিক উপযোগী স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. তাড়াইল পাঁচুড়িয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প-এর জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা (ফেজ-২)
৩. সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প-এর জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা
৪. পাবনা জেলার বিল গাজনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিষ্কাশন ও সেচ উন্নয়ন সমীক্ষা
৫. সিডিএমপি -২ এর অধীনে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার হালনাগাদীকরণ
৬. খুলনা জেলায় ভূটিয়ার বিল এবং বরনাল সলিমপুর কলাবসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প পুনর্বাসন সমীক্ষা
৭. ফেনী রেগুলেটর এর ভাটিতে পাইলট চ্যানেলের খনন এর জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা
৮. প্যাকেজ-১ : উপকূলীয় এলাকায় উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ নিরূপন এবং সমীক্ষা এলাকায় নির্বাচিত নদীসমুহ থেকে পানি উত্তোলনজনিত ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন নির্ণয়ে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা (ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি)
৯. প্যাকেজ-২ : উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ, লবনাক্ততার মাত্রা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবনাক্ততার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে গাণিতিক মডেল সমীক্ষা ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন।
১০. প্যাকেজ-৩ : উপকূলীয় এলাকায় অবজারভেশন ওয়েল নেস্ট, মডেল বাউন্ডারি নির্ধারণ, পাম্পিং টেস্ট তদারকি, স্- াগ টেস্ট, বিভিন্ন হাইড্রজিক্যাল প্যারামিটার মূল্যায়ন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির রাসায়নিক বিশে- ষন পরিচালনা ও সংগ্রহ বিষয়ে হাইড্রলজিক্যাল ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা।
১১. গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্প (ফেজ-২) এর খনন কাজের পরিকল্পনা, নকশা, পর্যবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এর জন্য মরফোলোজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা
১২. বুড়িগঙ্গা অগমেন্টেশন প্রকল্প সংশি- ষ্ট নির্বাচিত উৎসমুখের জন্য মরফোলোজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা
১৩. বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহ, শাখানদী ও উপশাখানদীসমূহের টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে গাণিতিক মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা
১৪. চন্দনা-বারাশিয়া নদীর খনন পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ক গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা
১৫. ওয়ামিপ (WMIP) এর স্কিম ইনফরমেশন ম্যনেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন
১৬. গড়াই নদীর পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় বেথিমেট্রিক জরীপ পরিচালনা
১৭. সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট থেকে ধলেশ্বরী উৎসমূখ (২০ কি.মি.) পর্যন্ত ২ টি স্থানে এবং নলিনি বাজার এর নিকটে (২ কি.মি.) যমুনা নদীর পাইলট ড্রেজিং এর মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা
১৮. যমুনা এবং পদ্মায় যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু সেতু এবং বার"রিয়ায় হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ পরিচালনা
১৯. কাপ্তাই হ্রদের পরিবেশ পুনর"দ্ধার কল্পে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
২০. গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরীপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য সমীক্ষা

১. গড়াই নদীতে কুমারখালী-যদু বয়রা সেতু- এর জন্য হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা
২. নবগঙ্গা নদীতে নড়াইল- কালিয়া সেতু এর জন্য হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা
৩. লাঙ্গলবন্ধ-নদুরিয়া ঘাট সড়ক সেতু এর জন্য হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা

ঢাকা ওয়াসার জন্য সমীক্ষা

১. ঢাকা মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা (Sewerage Master Plan) সমীক্ষা

ঢাকা এখন পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল মহানগরী। দুর্ভাগ্যবশত, এই বৃদ্ধি সঠিক ও পরিকল্পিত উপায়ে হয়নি এবং হচ্ছে না। যার ফলে বর্তমান অবকাঠামো চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সেনিটেশন ও বর্জ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পূর্নাঙ্গ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। মহাপরিকল্পনায় রয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনার পুরো ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ঢাকা ওয়াসার সেবা-এলাকা (৩৯২ বর্গ কিলোমিটার) ফোকাসসহ।

২০০৪ সালে আইডবি উএম এরSewer Master Plan এর ওপর এক কনসেপ্ট পেপারে বর্নিত মেথোডোলজি এই মহাপরিকল্পনায় নীতিগত ভাবে গৃহীত হয়। এতে একটি বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় যেখানে মহানগরীর নতুনভাবে বর্ধিত বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র Sewer system থাকবে। সেবা এলাকার বর্তমান জনসংখ্যার প্রোজেকশন এবং জিআইস-এমআইএস থেকে প্রাপ্ত অবকাঠামো তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি কনসেপচুয়াল মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. ঢাকা ওয়াসা : ঢাকা পানিসরবরাহ প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা (Master Plan) সমীক্ষা
৩. ঢাকা পানি সরবরাহ, এডিবি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

Target Area of Sewer Master Plan and Sanitation Strategy

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য সমীক্ষা

১. ১৪৮ পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান , নিষ্কাশন ও পয়:ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা
২. পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশনের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন কৌশল
৩. পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন।

বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য সমীক্ষা

১. রাজশাহী বরেন্দ্র তৃতীয় ফেজ এর জন্য ভূগর্ভস্থ পানির মডেল সমীক্ষা

এলজিইডি-এর জন্য সমীক্ষা

১. বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা এবং ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১১ টি সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা।
২. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এলজিইডির ৯ টি সেতুর হাইড্র-মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা।

উলে- খযোগ্য গবেষণা সমীক্ষা

১. **নগর অঞ্চলে বন্যা সহনশীলতা বিষয়ে সহযোগিতামূলক গবেষণা (CORFU)**

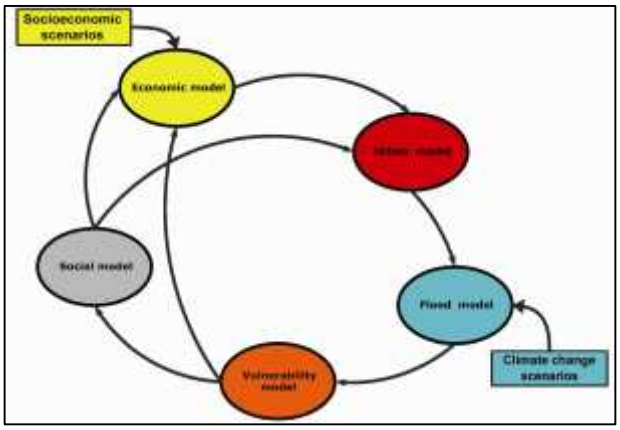

Work-frame of CORFU Project

ইউরোপিয়ান কমিশনের অর্থায়নে পরিচালিত *CORFU* একটি গবেষণা প্রকল্প যার সঙ্গে ১৫ টি এশীয় ও ইউরোপিয়ান প্রতিষ্ঠান জড়িত। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের মধ্যে যৌথ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন যা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরভাবে ভবিষ্যত নগরবন্যার ক্ষয়ক্ষতি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবে। ইউরোপ ও এশিয়ার ৮ টি শহর এই গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যেখান থেকে প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে বৈশ্বিকভাবে কৌশল নির্ধারনে সহায়তা করবে। ঢাকা এই নির্বাচিত শহরগুলোর মধ্যে গুর"ত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আইডবি- উএম কর্তৃক পরিচালিত গবেষনার ফলাফল সার্বিক কৌশল নির্ধারণে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২. মরফোলোজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ওপর বাংলা-ডাচ গবেষণা উদ্যোগ
৩. উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ক যৌথ উদ্যোগ গবেষনা (Joint Action Research)
৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষনা (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল: ফেজ-১)

বিদেশে পরিচালিত সমীক্ষা

১. **নেপালের বাগমতি নদী অববাহিকার বন্যাপূর্বাভাস মডেল প্রণয়ন**

বাগমতী নদীর অববাহিকা নেপালের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত যার আয়তন ৩৭৫০ বর্গ কি.মি। বাগমতি নদীতে ব্যাপক বন্যায় জান-মালের ক্ষতিসাধিত হয় এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এবং বন্যা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বন্যা পূর্বাভাস মডেল প্রণয়নের দায়িত্ব পায় আইডবি- উএম। পূর্বাভাস মডেলে বাগমতি অববাহিকার ১৬ টি রিয়েল টাইম হাইড্রো-মেটিওরলজিক্যাল স্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করা হয়। সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

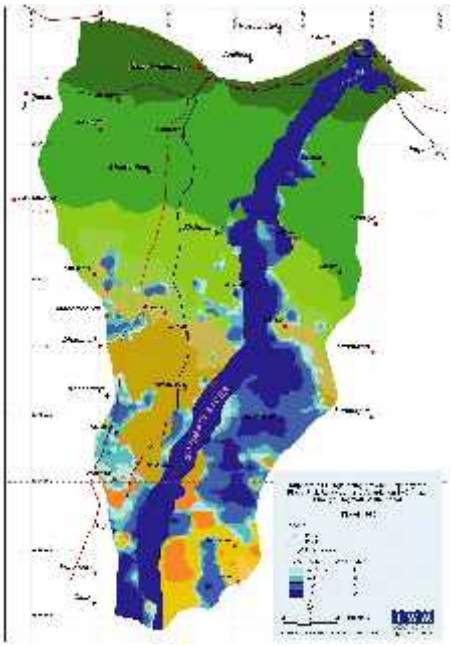
Flood inundation map of the lower Bagmati Basin 1993 (extreme flood), Nepal

২. **তাজিকিস্তানের** খাতলন প্রদেশে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
৩. মেগাস্টিলের পানি উত্তোলন সমীক্ষার জন্য **মালয়েশিয়ার** লংগাত নদীর অববাহিকার জন্য ওয়াটার মডেলিং (নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি)

অন্যান্য সংস্থার জন্য সমীক্ষা

১. ডিম ছাড়ার ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব নিরূপনে হালদা নদীর মডেলিং সমীক্ষা

কর্ণফুলী ও সাঙ্গু এর পর হালদা চট্টগ্রাম জেলার তৃতীয় প্রধান নদী। ভারতীয় কার্প, কাতলা, রুই এবং

সংগৃহীত ডিম

হালদা নদীতে মাছের ডিম সংগ্রহ

কালবাউশ মাছের ডিম ছাড়ার সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসেবে হালদা নদীর বিশেষত্ব রয়েছে। ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র এর স্থায়িত্ব নিরূপন হালদা নদীর মডেল সমীক্ষা করার জন্য ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় আইডবি- উএম। মানুষের তৈরি কর্মকাে হস্তক্ষেপের কারণে দিনের পর দিন এ ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে পুরো হালদা নদীর অববাহিকায় আইডবি- উএম সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষায় বর্তমান ডিম ছাড়ার পরিবেশ, অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি, ব্রুড কার্পের মাইগ্রেশন রুট ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় যার ভিত্তিতে মডেল সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় প্রদত্ত সুপারিশসমূহের মধ্যে গরদুয়ারা লুপ এর পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান লুপসমূহের ব্যবস্থাপনা, পেশকারহাট থেকে নাজিরহাট পর্যন্ত উজানে পলি জমাকৃত অংশের খনন, রেগুলেটর এর আশে পাশে মাছের জন্য পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মান ইত্যাদি উলে- খযোগ্য।

২. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা - হাইসাওয়া (HYSAWA FMO)
৩. বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়তা-(ডানিডা অর্থায়ন)
৪. বৃহত্তর মেকং উপ-অঞ্চলে বন্যা ও খরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও লাঘব (Mitigation) প্রকল্প- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
৫. ঘূর্ণিঝড় জনিত ঝড়ের উচ্ছ্বাস মডেলিং এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের জন্য ঝড়ের উচ্ছ্বাস উচ্চতা মূল্যায়ন সমীক্ষা-(আইডিবি অর্থায়ন)
৬. উপকূলীয় এলাকায় কমিউনিটি ঝুঁকি নিরূপন কল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং লবনাক্ততার মাত্রাভিত্তিক অঞ্চলবিভাজন -(সিডিএমপি অর্থায়ন)
৭. সুন্দরবন এলাকায় বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন- (বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন)
৮. মংলা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়ন কার্যের কার্য-ক্ষমতা মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ এবং হাইড্রলিক অনুসন্ধান (মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন)
৯. উপকূলীয় অঞ্চলে পানিসম্পদের ওপর প্রত্যাশিত বাহ্যিক সঞ্চালকসমূহের (external drivers) প্রভাব নিরূপণ -(সিপ্িডবি উএফ)
১০. ২০১১ সালের জন্য বঙ্গবন্ধু বহুমূখী সেতুর নিরাপত্তা কল্পে যমুনা নদীর হাইড্রলিক এবং মরফোলোজিক্যাল অবস্থাসমুহের পর্যবেক্ষন -(বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন)

১১. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ভূপরিস্থ পানির ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-(পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন)
১২. গঙ্গা বাঁধ প্রকল্পের জন্য জরীপ -(পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন)
১৩. লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট এর জন্য জরীপ- (প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন)
১৪. ডেল্টা জোট বাংলাদেশ উইংঃ নেটওয়ার্কিং, গবেষনা ও কর্মশালা

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আইডবি উএমএর নিয়মিত কাজের একটি গুর ত্বপূর্ণ অংশ যা বার্ষিক মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্ড্রান্ড্ররের মাধ্যমে সংশি- ষ্ট প্রকল্পের সমীক্ষায় ব্যবহৃত গাণিতিক মডেলিং উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও ব্যবহারের ওপর ধারণা প্রদান ও মডেলিং টুলস ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা। পানিসম্পদ খাতে যে সমস্ত নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে তা মোকাবেলা করার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

আইডবি উএম ২০১০২০১১ অর্থবছরে নিজস্ব জনশক্তিকে আরো অধিক দক্ষ করে তুলতে এবং সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসম্পদকে গাণিতিক মডেল ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে প্রায় ৩০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আইডবি- উএম বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়েজিত একাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে যা দেশ ও দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কতিপয় উলে- খযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

আইডবি- উএম এর প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম / বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু	তারিখ
০১	সমুদ্রবিজ্ঞান : নীতি ও প্রয়োগ এর ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন	National Oceanographic and Maritime Institute (NOAMI), Dhaka	১৬ এপ্রিল - ১৬ জুন ২০১১
০২	জনসংযোগ ও যোগাযোগ এর আধুনিক কৌশল এর ওপর প্রশিক্ষণ	২ জন	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব জার্নালিজম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	১৩ - ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১১
০৩	হাইড্রলজিক্যাল মডেলিং ও স্টর্মসার্জ মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন	এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি), থাইল্যান্ড	৬-১০ জুন, ২০১১ (প্রথম দফা)
০৪	হাইড্রলজিক্যাল মডেলিং ও স্টর্মসার্জ মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন	এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি), থাইল্যান্ড	১৩-১৬ জুন, ২০১১ (দ্বিতীয় দফা)
০৫	Conservation of Riverine Ecosystems under Changing Environment এর ওপর প্রশিক্ষণ	৩ জন	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	২-৫ এপ্রিল, ২০১১
০৬	বে মডেল এর ওপর প্রশিক্ষণ	৮ জন	আইডবি উএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষ	২৮ মার্চ- ৩ এপ্রিল, ২০১১
০৭	মৌলিক আর্ক-জিআইএস এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২ জন	আইডবি উএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষ	৭ - ১৪ মার্চ, ২০১১
০৮	স্যালিনিটি মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২ জন	আইডবি উএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষ	২২-২৪ মার্চ, ২০১১
০৯	ডবি- উ আর এফ ও স্টর্মসার্জ মডেলিং এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২ জন	আইডবি উএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষ	১৭-২১ এপ্রিল, ২০১১
১০	জলবায়ু পরিবর্তন ও স্টর্ম সার্জ এর ওপর প্রশিক্ষণ	৩ জন	ম্যানিলা, ফিলিপাইনস	২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল, ২০১১
১১	লিনাক্স সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেশন ও সার্ভার কনফিগারেশন এর ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১৬ এপ্রিল, ২০১১
১২	Flood Estimation under	৮ জন	র রকি, ভারত	৪-১১ মার্চ, ২০১১

	Climate Change শীর্ষক প্রশিক্ষণ			
ক্রম	**প্রশিক্ষণের নাম / বিষয়**	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**	**ভেন্যু**	**তারিখ**
১৩	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	৬ জন	শ্রীলঙ্কা	২১-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
১৪	ভূমিধস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ জন	সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নেপাল	২ - ৮ মে, ২০১১
১৫	নগর অঞ্চলে বৃষ্টির পানি আহরন ব্যবস্থা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ জন	ওয়াটার এইড, ঢাকা	২৪ - ২৭ অক্টোবর, ২০১০
১৬	মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন	কুয়ালা লামপুর, মালয়েশিয়া	২২ - ২৬ নভেম্বর, ২০১০

অন্যান্য সংস্থার প্রকৌশলী / কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম / বিষয়	সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ভেন্যু	তারিখ
০১	গঙ্গা ব্যারেজ মডেলিং	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮ জন	আইডবি উএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে	১৫ মে - ২১ জুলাই ২০১১
০২	জি আই এস, আর এস, এম আই এস ও ডাটাবেজ প্রশিক্ষণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৬ জন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে	২১ - ২৭ জুলাই ২০১০
০৩	ডিস্টিবিউসন নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৩ জন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে	১৬ - ২৬ আগস্ট ২০১০
০৪	ওয়াটার কোয়ালিটি স্যাম্পলিং প্রশিক্ষণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০ জন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে	২০-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ (প্রথম দফা)
০৫	ওয়াটার কোয়ালিটি স্যাম্পলিং প্রশিক্ষণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৮ জন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কক্ষে	২৬ - ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০ (দ্বিতীয় দফা)

সেমিনার / ওয়ার্কশপ

২০১০-১১ অর্থবছরে আইডবি-উএম উলে-খযোগ্য সংখ্যক সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এর মধ্যে কতিপয় নিম্নে উলে-খ করা হলো।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গাণিতিক মডেল শীর্ষক কর্মশালা

২০১০ সালের ৮ নভেম্বর রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে "পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গাণিতিক মডেল" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে আইডবি-উএম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ সচিব জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আইডবি-উএম এর নির্বাহী পরিচালক। বিশিষ্ট পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীগণ উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে পানিসম্পদ সচিব জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষনা কার্যক্রমের উপর কর্মশালা (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলঃ ফেজ-১)

২৮ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডবি-উএম) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, বিএমডিএ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলঃ ফেজ-১) নির্ধারণ বিষয়ক গবেষনা কার্যক্রমের উপর কর্মশালা আয়োজন করে রাজধানীর একটি স্থানীয় হোটেলে। বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ সচিব ও আইডবি উএম-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর চেয়ারপারসন জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন।

শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান, সচিব , পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন। পাশে উপবিষ্ট প্রফেসর. ড. এম মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক,

ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের সম্ভাব্যতা বিষয়ক কর্মশালা

২রা অক্টোবর, ২০১০ রোজ শনিবার যশোর জেলা শহরের, বিডি হল অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' এবং ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM)' - এর যৌথ উদ্যোগে ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরি নকশা প্রণয়ন " এর খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আন্ড়র্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ

২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে IWM থেকে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling এর উপর আন্ড়র্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, উগান্ডা, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি।

বিভিন্ন দেশের সেমিনারসমূহে অংশ গ্রহণপূর্বক মত বিনিময়ে IWM এর বিশেষজ্ঞগণ পানি ব্যবস্থাপনা মডেলিং ও সংশি-ষ্ট বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা IWM এর কাজের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

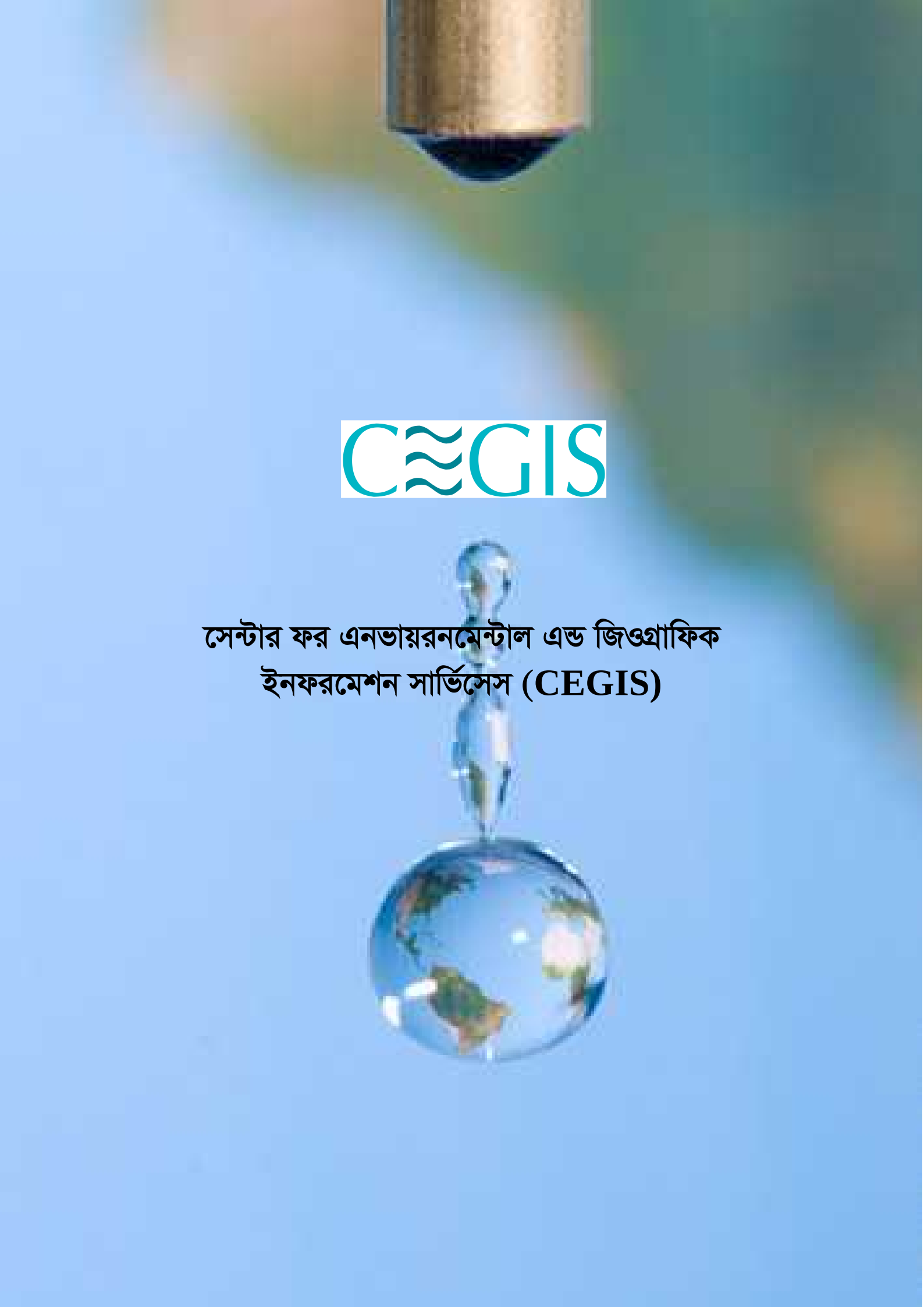

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

অষ্টম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ এর ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপি পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে ইজিআইএস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং উক্ত দুটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এবং ২০০২ সালে সিইজিআইএস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত সহায়তা অব্যাহত থাকে। এভাবে বাংলাদেশ সরকার, ইউএসএআইডি এবং নেদারল্যান্ড সরকার কর্তৃক ১২ বছর যাবৎ কারিগরি সহায়তা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি প্রচলিত প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করেছে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুর"ত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প-ানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্ড়রের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্ড়রীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে মৌলিক বাংলাদেশের একমাত্র সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভা"ার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, বন, পরিবেশ ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশে- ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশে- ষণমূলক ফ্রেইমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদী প-ানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুতকরার জন্য ভূ-তলীয় বিশে- ষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বা"তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এটি বৃহৎ উপাত্তভা"ার যেমন:- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভা"ার (এনডবি উআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ

উপাত্তভা ার (আইসিআরডি) মেটাডাটাবেইস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্তভা ার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ড়গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেইস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেইজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস ল্যাবরেটরি স্থাপন • জিআইএস ও আরএস ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেইস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেইস প্রস্তুতি • ডাটা রিপোজিটরি তৈরি • আইটি সমাধান ডিজাইন ও বাস্ড়বায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেইস ও আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ১৬৯ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৪৫ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছে। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ প্রকৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং, ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস Software ও যন্ত্রপাতি। সিইজিআইএস-এর দেশের বৃহৎ পানি সম্পদ প্রকল্পের ইআইএ, এসআইএ এবং এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সিইজিআইএস ইতোমধ্যে প্রায় ৪০০ বিভিন্ন রকমের স্ড়র বিশিষ্ট ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটাবেইস প্রস্তুত করেছে। সিইজিআইএস তার দক্ষ জনবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গড়াই রিভার রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পুর্নবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং এমআইএস সম্পাদন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প ইত্যাদি বাস্ড়বায়ন করেছে।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৪৫ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	২৪ জন
মোট	১৬৯ জন

২০১০-২০১১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্ড়বায়িত এবং চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
০১	টেকসই পানি ব্যবস্থাপনাঃ বাংলাদেশ-ভারত প্রারম্ভিকা
০২	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB)-এর সিদ্ধেশ্বরী-মানিকনগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের সমীক্ষা
০৩	বাংলাদেশ সমন্বিত ডবি উ আর এ (Bangladesh Integrated WRA) প্রকল্প
০৪	সীমান্ত এলাকার নদ-নদীসমূহের পানি বণ্টন সংক্রান্ত অবস্থান পত্র
০৫	হাওর এলাকার বন্যার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ক সমীক্ষা
০৬	চট্টগ্রাম, খুলনা এবং মহেশখালী থার্মাল বিদ্যুৎ প-ান্টের কয়লার উৎস অনুসন্ধান, পরিবহন এবং বিতরণ সমীক্ষা
০৭	পদ্মা নদীর পর্যটন কেন্দ্রের কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
০৮	ড্রেজিং-এর মাধ্যমে খনন কাজ অপটিমাইজ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমীক্ষা
৯	বাংলালিংকের ভৌগোলিক বিপনন জরিপঃ পর্যায়-৬
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিবেশ মূল্যায়ন সমীক্ষা
১১	সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন সমীক্ষা
১২	রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে একটি নতুন নলকূপ স্থাপনের জন্য খনন এবং গ্যাস জমাকরণের পাইপ লাইন স্থাপনে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
১৩	গড়াই নদী পুনর"দ্ধার প্রকল্পের সমীক্ষা
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB), প্রকল্প-২, হাটহাজারী-শিকলবাহা-আনোয়ারা, প্যাকেজ-১ সমীক্ষা
১৫	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB), প্রকল্প-২, দশটি নতুন সাব-স্টেশন, প্যাকেজ-২ সমীক্ষা
১৬	এমআই সাপোর্ট এবং লবণাক্ততার পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন
১৭	গঙ্গা-যমুনা-পদ্মা-মেঘনা (G-J-P-M) নদীসমূহের ভাঙ্গন পূর্বাভাস সমীক্ষা
১৮	বাংলাদেশের ১৫টি হাওরের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই সমীক্ষা
১৯	দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় খুলনা-যশোর ড্রেনেজ পুনর"দ্ধার কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা
২০	গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নে পানির অন্তর্বর্তিতা (Water Intervention) সমীক্ষা
২১	বিদ্যুৎ খাতের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প (SPSDP)-এর আওতায় আমিন বাজার-পুরাতন বিমান বন্দরের ২৩০ কেভি লাইন প্রকল্পের সমীক্ষা
২২	বাংলাদেশের ধান উৎপাদনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
২৩	হাওর এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
২৪	বাংলাদেশের নদ-নদীর হালনাগাদ পুস্তক প্রণয়ন
২৫	খরার ঝুঁকি মূল্যায়ন সমীক্ষা
২৬	ইউনিয়ন তথ্য প্রোফাইল প্রণয়ন
২৭	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সমীক্ষা
২৮	জলাভূমি অবক্ষয়ের প্রতিকার মূল্যায়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা শনাক্তকরণ
২৯	পানিঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের উপর সমীক্ষা
৩০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (BNM)-এর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন
৩১	হাওর এবং জলাভূমির সম্পদসমূহের ডাটাবেজ প্রণয়ন
৩২	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেজ (NWRD) সর্বশেষ তথ্য দিয়ে হালনাগাদকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচার
৩৩	বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহের পানি এবং পয়:নিষ্কাশন সুবিধা মূল্যায়ন
৩৪	রবি' মোবাইল কোম্পানির জন্য ভৌগোলিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
৩৫	পদ্মা সেতুতে পরামর্শক সেবা প্রদান
৩৬	নদীর গঠন শৈলীর (River Morphology) উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৩৭	আড়িয়াল খাঁ নদীর নৌপথের নাব্যতা এবং ভূমিক্ষয় মূল্যায়ন সমীক্ষা
৩৮	ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, প-ানফর্ম এবং পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৩৯	রামপালে নদীর খনন কাজ সংরক্ষণ পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
৪০	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ (PGCB)-এর সিলেটের ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের সমীক্ষা
৪১	উপকূলীয় প্রতিবেশ ভারসাম্যের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেটওয়ার্ক সমীক্ষা
৪২	কৃষি পূর্বাভাস পদ্ধতির বিরামহীন (End to end) পূর্বাভাস সমীক্ষা
৪৩	বাংলালিংক মোবাইল ফোন কোম্পানির ভৌগোলিক বিপণন জরিপঃ পর্যায়-৬ সমীক্ষা
৪৪	দক্ষিণ অঞ্চলীয় ব-দ্বীপ এর কৃষি উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
৪৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ভূমি ব্যবহার এবং ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন
৪৭	বিদ্যুৎ খাতের টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প (SPSDP)-এর আওতায় আজিমপুর-পুরাতন বিমান বন্দরের ২৩০ কেভি রেখার মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪৮	চন্দনা-বারাসিয়া নদীর পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪৯	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পোল্ডার ৩৪/২ এর পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৫১	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, পর্যায়-২, ইউনিট-১ এর জরিপ ও সমীক্ষা
৫২	সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অবকাঠামো (FCDI) প্রকল্পের পরিবেশ এবং প্রতিবেশ মূল্যায়ন সমীক্ষা
৫৩	পশ্চিম গোপালগঞ্জ একীভূত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সম্ভব্যতা যাচাই সমীক্ষা
৫৪	খুলনায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প-ান্টের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
৫৫	ভুটিয়ার বিল প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৫৬	গঙ্গা বাঁধ প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
৫৮	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)-এর পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)- এর স্ক্রীনিং, কারিগরি এবং পরিবেশগত নিরীক্ষা সমীক্ষা
৫৯	আপকামিং প্রজেক্ট মরফোলোজিক্যাল (UCP-MOR) বিভাগ
৬০	অভ দি সেলফ সার্ভিসেস
৬১	পি এম ই সি (PMEC)-এর জন্য ভূ-প্রাকৃতিক (Topographic) জরিপ সমীক্ষা
৬২	এস ইউ এস এফ ই আর (SUSFER) প্রকল্পের বেসলাইন প্রণয়ন

চলমান প্রকল্প

ক্রমিক সংখা	প্রকল্পের নাম
০১	যৌথ নদী কমিশনের জন্য নির্ধারিত নয়টি নদীর (তালমা, ঘোড়ামারা, দিনাই, জমুনেশ্বরী, বুড়িতিস্তা, সারি-গোউইন, লংলা, সুতাং, সোনাই এবং হাওরা) টেকসই পানি বণ্টনের অবস্থান পত্র প্রণয়ন
০২	বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজের জন্য নগরবাসীদের দক্ষ পানি ব্যবহার বিষয়ক সামর্থ বৃদ্ধি কর্মসূচি
০৩	বাংলালিংক মোবাইল ফোন কোম্পানির জন্য ভৌগোলিক বিপনন জরিপ: পর্যায় ৬
০৪	বিসিকের জন্য বাউসিয়া, গজারিয়া উপজেলা, মুন্সিগঞ্জে প্রস্তাবিত এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত জরিপ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম
০৫	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জন্য নয়টি সমুদ্রগামী র"টের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা
০৬	রবি মোবাইল ফোন কোম্পানির জন্য ডিজিটাল জিওম্যাপিং প-াটফর্ম এবং জিআইএস ভিত্তিক রিপোর্টিং সফটওয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর বাৎসরিক সংরক্ষণ সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিক নির্দেশনা প্রণয়ন
০৭	আটলান্টা এন্টারপ্রাইজ লি: এর জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন এলাকার জন্য ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই, পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন
০৮	সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য স্থানিক এবং কালিক বণ্টন (Spatial and Temporal Distrbution) কার্যক্রম
০৯	ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপকূলীয় প্রতিবেশ রক্ষার্থে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেটওয়ার্ক বিশে-ষণ ।
১০	ল্যান্ডস্যাট জরিপ প্রয়োগের মাধ্যমে সমন্বিত সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার আওতাধীন ৭টি সংরক্ষিত এলাকার ভূমি ব্যবস্থার গতিধারা বিশে-ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা
১১	নারায়ণগঞ্জের সিমেক্স (CEMEX) শিল্প অঞ্চলের শীতলক্ষ্যা নদীর উপর পানির গঠনশৈলীর বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় জাহাজ/ট্রলার বেঁধে রাখার জেটি স্থাপনের প্রভাব মূল্যায়ন
১২	যমুনা, পদ্মা, মেঘনা নদী এবং আড়িয়াল খাঁ নদের খনন অপটিমাইজ করা
১৩	গ্রীন হিলের জন্য টেকসই মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহ পদ্ধতি নির্মাণে আর্থ-সামাজিক সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন
১৪	সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-২ এর জন্য ইউনিয়ন তথ্য পার্শ্ব চিত্র প্রণয়ন
১৫	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের জন্য আড়িয়াল খাঁ নদের মাদারীপুর লঞ্চঘাট হতে টেকেরহাট নদী-পথ হয়ে কালিকাপুর-হবিগঞ্জ-রাজার হাট-শ্রীনদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষয় এবং নৌচলাচল পথের উপযোগিতার উপর সমীক্ষা
১৬	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উহার সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন ও জোরদার করা বিষয় সমীক্ষা
১৭	পদ্মা এবং এনার্জি করপোরেশন লি: এর ডিজিটাল ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের (Topographic) সমীক্ষা।
১৮	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য খুলনা জেলার ভুতের বিলের পুনর"দ্ধার এবং বর্ণাল-সালিমপুর-কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন
১৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য গঙ্গা, যমুনা এবং পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গনের পূর্বাভাস **সমীক্ষা**
২০	পানি এবং জলাভূমির প্রতিবেশের অবক্ষয়ের ব্যপ্তি মূল্যায়ন এবং জলাভূমি অবক্ষয়ের সম্ভাব্য প্রতিকার নির্ধারণ
২১	মহেশখালী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প-ান্টের পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন
২২	চট্টগ্রামের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প-ান্টের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন
২৩	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন বিশে-ষণপূর্বক বিরামহীন (End to end) কৃষি পূর্বাভাস পদ্ধতি প্রণয়ন
২৪	কুমারখালী নদীর মংলা-খাসিয়াখালী খাল খনন কাজে উক্ত খালের নৌপথের ভূ-প্রাকৃতিক বিবর্তন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ
২৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এম আই এস) উদ্ভাবন
২৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য চন্দনা-বরসিয়া নদীর খননকার্যে পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন
২৭	আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর জন্য বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এবং প-াবন ও চারণভূমি এলাকায় ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের বেসলাইন তথ্য কাঠামো প্রণয়ন
২৮	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন (FAO)-এর জন্য দক্ষিণাঞ্চলীয় ব-দ্বীপের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন
২৯	শীতলক্ষ্যার এল এস সি জেটি এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক বিশে-ষণ সমীক্ষা

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে বাস্ড়বায়িত ৮টি গুর"ত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য ব্যবস্থাপনা তথ্যপদ্ধতি (এম আই এস) তৈরীর দায়িত্ব

সিইজিআইএস বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য 'তথ্য, যোগাযোগ এবং ডিজিটাইজেশন কর্মসূচী'র (Information, Communication and Digitisation Programme of Bangladesh) আওতায় একটি সমীক্ষা সম্পাদন করছে। ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং সিইজিআইএস-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে এ কার্যক্রমটি শুর" করা হয়। এ সমীক্ষার মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে "ডিজিটালাইজড" এবং "কম্পিউটারাইজড" করার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও কার্যকরী জাদুঘরে রূপান্তরিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে সিইজিআইএস বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য একটি তথ্য নির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রস্তুত করবে।

ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির প্রধান উপাদান হলো অবজেক্ট শনাক্তকরণ পদ্ধতি (Object Identification System)। অভিষ্ট বস্তু সনাক্তকরণ পদ্ধতি হচ্ছে একটি ওয়েব সাইট সহায়ক প্রয়োগ প্রক্রিয়া যা জাদুঘরের প্রতিটি ঐতিহাসিক বস্তু (Histrical Object)-কে শনাক্তকরণের জন্য একটি প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে নিবন্ধন করতে সহায়তা করে যা প্রতিটি অবজেক্টের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে জাদুঘরের বিভিন্ন অভিষ্ট বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস, নিবন্ধনের তারিখ, নিবন্ধনের নম্বর, অবজেক্টের ধরন এবং ব্যবহার, পরিমাপগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রাক্কলিত দর, উৎসের নাম, ইতিহাস, অবস্থা এবং অবজেক্টের অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

এ জাতীয় যাদুঘর ও সিইজিআইএস এর চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ এর ৪টি শাখায় বিভিন্ন রকমের প্রায় ১,০০,০০০টি অবজেক্ট রয়েছে। এ জাদুঘরে বৌদ্ধ (Buddhist) এবং ব্রাহ্মণ (Brahminical) সম্পর্কিত পাথরের ভাস্কর্যসমূহ, স্থাপত্য শিল্প, পাথরের খোদিত আরবী এবং ফারসি অভিলিখন এবং মূল্যবান চার"কার্যসমূহ সংরক্ষিত আছে। এ জাদুঘরে হাতে তৈরি কাগজ এবং তালপাতার উপর সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষায় লিখিত অতীব মূল্যবান পা"ুলিপি রয়েছে। মুঘল আমলের অনুচিত্রকলা, ঈদ উৎসবের জলরং খচিত চিত্রকর্ম এবং ঢাকার মহরমের মিছিলের চিত্র, বিভিন্ন শিল্পমূর্তি এবং বাংলাদেশের সেরা শিল্পীদের রঙিন পশমি সুতা দ্বারা সজ্জিত চিত্রকর্মসমূহ এ যাদুঘরের সংগ্রহশালার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্ম, উপজাতি ও লোকশিল্প এবং বিভিন্ন মূল্যবান হস্তশিল্পসমূহ এ জাদুঘরের অতীব মূল্যবান সম্পদ। বিশ্ব প্রসিদ্ধ বিরল মসলিন কাপড়ও এখানে সংরক্ষিত আছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (১৯৭১), শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মারকচিত্র (১৯৭১) এবং মহান ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) ইতিহাস সম্বলিত গ্যালারীসমূহ এ যাদুঘরকে মাত্রাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

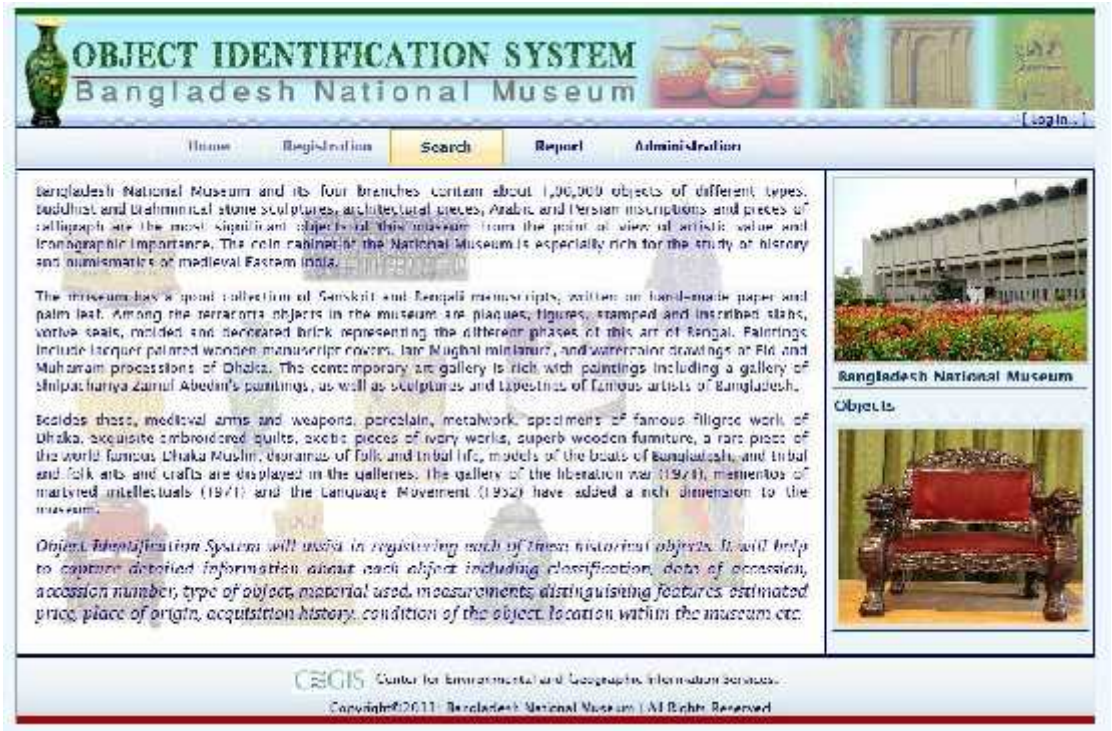

জাতীয় যাদুঘরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবজেক্ট শনাক্তকরণ পেজ

এ সকল অবজেক্টের বিস্তারিত তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখাসহ একটি কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে এসবের নিরাপত্তা বিধান করা বিশেষ প্রয়োজন। এটি করা হলে মূল্যবান অবজেক্ট এবং বস্তু সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধে সহায়ক হবে। এ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

- □ জাদুঘরে ঐতিহাসিক এবং ভূতাত্ত্বিক তথ্য ও অবজেক্টের তথ্য সংরক্ষণে সহায়ক বিশেষ ধরনের প্রযুক্তির স্থাপনা বস্তুসমূহের নিবন্ধন। উক্ত প্রযুক্তি স্থাপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুপূর্বক অবজেক্ট সনাক্তকরণ নম্বর দ্বারা উক্ত অবজেক্ট সমূহের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা
- □ জাতীয় জাদুঘর এবং এর শাখাসমূহকে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনার মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ইলেক্ট্রনিক পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা
- □ একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী স্থাপনার মাধ্যমে লাইব্রেরীর সকল কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা
- □ জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সকলকে স্বয়ংক্রিয় জাদুঘর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনে সামর্থ্য করে গড়ে তোলা এবং
- □ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দর্শক, অতিথিবৃন্দ এবং ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের জাদুঘরের বিভিন্ন তথ্যের সর্বশেষ তথ্য প্রদান এবং প্রসারে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা

২. হাওর এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন

বাংলাদেশের হাওর এবং জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড (বি এইচ ডবি- উ ডি বি)-এর জন্য হাওর এলাকার উন্নয়নের পক্ষে সিইজিআইএস একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। হাওর এলাকার উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কৌশলগত কার্যবলীর সমন্বয়মূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণই এ মহাপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। জনগণের সার্বিক চাহিদা পূরণসহ হাওর এলাকার পরিবেশ ভারসাম্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১০-১৫ বছরের ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে।

ভৌগোলিকভাবে হাওর বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থালা (Bowl) আকৃতির একটি প□ াবিত ভূমি। হাওর এলাকাটি প্রায় ৮,০০০ বর্গ কি:মি: আয়তন জুড়ে অবস্থিত এবং প্রায় ২ কোটি মানুষের আবাসস্থল। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় প্রায় ৪১৪টি হাওর/জলাভূমি বিদ্যমান।

হাওর অঞ্চলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত পানিতাত্ত্বিক (Hydrological) অবস্থা বিদ্যমান। এ এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ব্যপ্তি বাংলাদেশের পশ্চিম সীমারেখা বরাবর ২২০০ মিলিমিটার হতে উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত ৫৮০০ মিলিমিটার। বৃষ্টির পানি ভারতের কিছু অববাহিকায় সর্বোচ্চ ১২০০০ মি.মি. পর্যন্ত পৌঁছায়। হাওর এলাকায় প্রধান প্রধান নদীসমূহের মধ্যে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, কালনী, বালুই, খানসা, যদুকাটা এবং কাওয়ালী উলে- খযোগ্য। এলাকাটি একটি প্রধান নদী নাম দ্বারা সংযুক্ত এবং এ প্রধান নদীটি অসংখ্য নদী এবং খাল দ্বারা সংযুক্ত। এসব নদীর পানি ভৈরব বাজারের নিকটস্থ মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়।

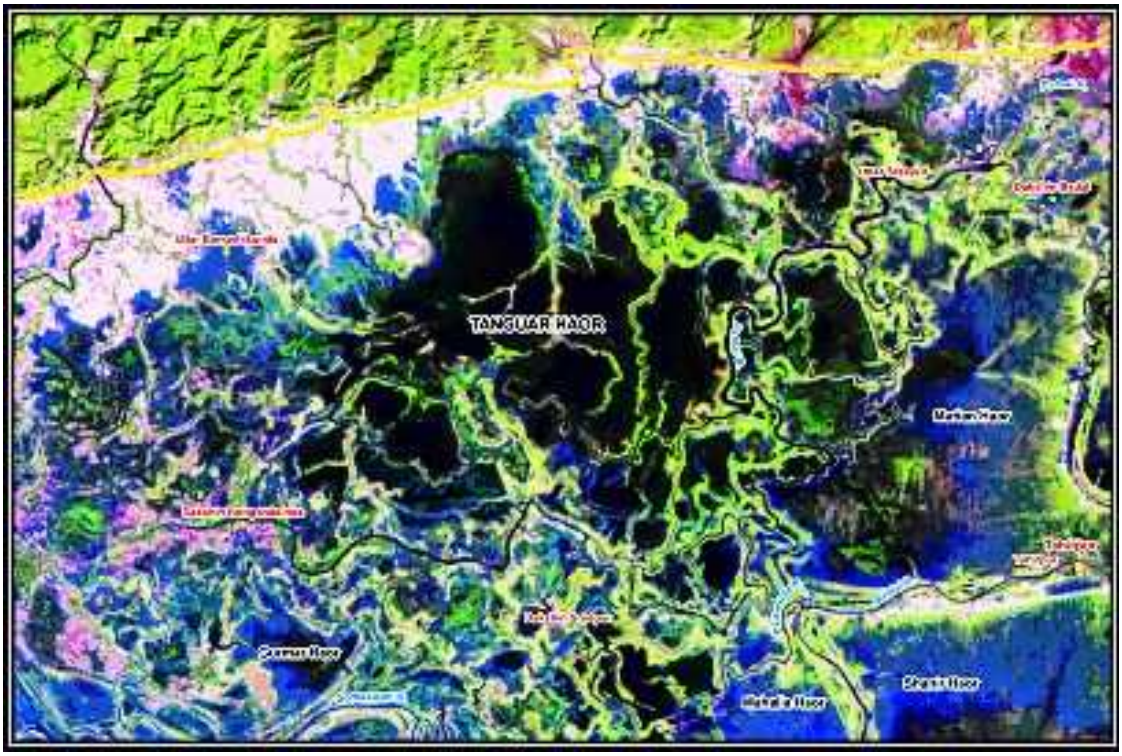

হাওরের অবস্থান সম্বলিত ছবি

হাওর এলাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাছসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে এ এলাকাটি ক্রমান্বয়ে পর্যটকদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ এলাকায় প্রায় ১৪০ প্রকারের মৎস্য প্রজাতি বিদ্যমান। তাছাড়া, এলাকাটি প্রায় ১,০০০ পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল। অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ এবং উদ্ভিদ-জীবজন্তুর আবাসভূমি বিনষ্টকরণের ফলে বিগত বছরে এ অঞ্চলে অনেক মৎস্য প্রজাতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন নদী, খাল এবং বিল হতে বাহিত পলি স্থানীয় প্রতিবেশ ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

এলাকাটি দেশের একটি প্রধান অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত হলেও এর আদর্শগত প্রাকৃতিক এবং জলজ অবস্থার অবস্থানগত দিক থেকে এখনও অনুন্নত। এলাকাটি কৃষি এবং মৎস্যের বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক সম্পদের প্রধান ভিত্তি হিসেবে সুপরিচিত। এখানে মোট জনসংখ্যার ২৮% এর অধিক জনগণ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এলাকাটি প্রধানত এক ফসলী শস্য (বোরো ধান) উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কিন্ত আকস্মিক বন্যার পানি প্রবেশের ফলে ফসল উৎপাদন ক্রমাগত ঝুঁকির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে যা এলাকাবাসীর দরিদ্রতার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত।

বর্ষা মৌসুমের পূর্বে আকস্মিক বন্যার ফলে এলাকার জলজ এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন ধরনের পানি ঘটিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ আকস্মিক বন্যা প্রাথমিক পর্যায়ে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে ফলে স্থানীয় জনগণকে জীবন এবং জীবিকা নির্বাহে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

হাওর এলাকায় অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে নিচু ভূমির জলাবদ্ধতা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা, পলি জমা এবং ভূমিক্ষয় উলে-খযোগ্য। অধিকন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্ধিত চাহিদার বিপরীতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন স্থানীয় অবস্থার আরও অবনতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ পটভূমিকার বিপরীতে মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সংস্থা এবং গোষ্ঠির অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওর এলাকায় টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র হ্রাস করা। পরিকল্পনার অনুমিত দিকগুলোর মধ্যে আকস্মিক বন্যায় সৃষ্ট ক্ষতি প্রতিরোধ করা, নিষ্কাশন পদ্ধতি তৈরি, সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এসকল বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা। সাথে সাথে মৎস্য, পশু পালন এবং জলজ প্রাণীর উৎপাদন বিশেষ করে মুক্তা চাষ বৃদ্ধি করা।

এ পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসার, স্বাস্থ্য সুবিধা, আবাসন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে রাস্তার সম্প্রসারণ ও সংযোগ, নৌ/বিমান চালনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, যথার্থ মাত্রায় পানি সরবরাহ এবং লবণাক্ততা রোধ, শিল্পের প্রসার, বনায়ণ এবং বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রমের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হবে। পরিকল্পনার আর একটি লক্ষ্য হলো হাওর এলাকার প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা করা।

পেশাভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান, সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কিত সমাধান সম্পর্কে জনগণের ধারণাকে বিশেষ গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। হাওর মহাপরিকল্পনায় প্রকল্প রূপরেখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকসমূহ বিস্তারিতভাবে উলে-খ করা হবে। মহাপরিকল্পনাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে অর্জিত ফলাফল এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশের সাথে যথার্থ সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নমনীয়তার (Flexibility) বিধান রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং উহার নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণে নমনীয় কার্যক্রম সর্বাধিকভাবে স্বীকৃত এবং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন নদী-খাল পুন:খনন প্রকল্পের মূল্যায়ন

সিইজিআইএস বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের আওতায় ২০০২-২০০৩ হতে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর মেয়াদে বাস্তবায়িত নদী/খাল পুন:খনন (গুচ্ছ) প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এ মূল্যায়ন কার্যক্রমের খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং সংশি-ষ্ট অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বিগত ২৭ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়।

কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পটির প্রধান সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত খাদ্য/অর্থ সহায়তা নিয়ে এ প্রকল্প প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে 'প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' অনুসরণপূর্বক 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং 'গুটিয়ে থাকা ভূমিহীন গোষ্ঠির' সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে প্রকল্পের পরিচালনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ গরীব জনগণের অতিরিক্ত খাদ্য/টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সমীক্ষার চিত্র

এ সমীক্ষা সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৫ টি বিভাগে অবস্থিত ১০৭টি স্কীমের অর্জিত ফলাফলের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে। সিইজিআইএস স্কীম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদ"ের আওতায় অংশ গ্রহণমূলক মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করে। মানদ"ের ক্ষেত্রসমূহ ছিল অ) ব্যবস্থাপনা আ) কারিগরি ই) প্রাকৃতিক ঈ) কৃষি বাস্তববিদ্যা উ) আর্থ-সামাজিক এবং ঊ) প্রাতিষ্ঠানিক। প্রতিটি মাণদ"ের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল পরিমাপে সহায়ক এক সেট সদৃশ্য নির্দেশক প্রণয়ন করা হয়। সমন্বিত কার্যক্রম মূল্যায়ন মেট্রিক্সের মাধ্যমে প্রতিটি নির্দেশকসমূহের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে বহুমাত্রিক মানদ" বিশে-ষণ কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি স্কীমের কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, কাজের/টাকার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্পের সার্বিক অর্জন এবং সফলতা পরিমিতভাবে সন্তোষজনক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক। স্থানীয় অধিকাংশ জনগণ কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি কার্যক্রমের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং প্রকল্পটি অনতিবিলম্বে পুনরায় চালু করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফলসমূহ নিম্নরূপঃ

- ☐ প্রকল্পের কাজের গুণগতমান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্জিত সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছে
- ☐ স্কীমের গুর"ত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কার্যক্রম না থাকায় বন্যা/লবণাক্ততা/পলি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে
- ☐ কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ব্যতীত নিয়মিত পরিচালনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম ব্যয় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে
- ☐ প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যথার্থ ভূমিকা রেখেছে এবং কোন বহি:গ্র"পের চাপের বাইরে থেকে তারা প্রকল্পের কাজের পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে
- ☐ প্রকল্পের মান সম্মত ফলাফল অর্জন এবং এর সুফল জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজের/টাকার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সাথে যথার্থ সমন্বয় রক্ষা করতে হবে

সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রণীত মাপকাঠি, নির্দেশক এবং ম্যাট্রিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচির বার্ষিক/দ্বিবার্ষিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে কাজের/টাকার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কম্পিউটার ভিত্তিক উপাত্ত/তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আই এম এস) প্রবর্তনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল/অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা সংশোধন/পুন:মার্জন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. দীর্ঘমেয়াদী পানি সম্পদ মূল্যায়নের নিমিত্ত জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মডেল তৈরি

সিইজিআইএস তার নিজস্ব গবেষণা তহবিল হতে পানি সম্পদ মূল্যায়নের নিমিত্ত দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের মডেল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি জলবায়ু মডেল তৈরি করা যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ফলে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। এ মূল্যায়ন কার্যক্রমে তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জানা অতীব জর"রি। যদিও অতীতের কিছু কিছু কার্যক্রম বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে, এমন কি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হলেও কোন সমীক্ষাই জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক চিত্রের আলোকে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি সম্পদের প্রাপ্যতার উপর কোন মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেনি।

সিইজিআইএস, Hadley Center, UK Met Office কর্তৃক প্রণীত PRECIS আঞ্চলিক জাতীয় মডেল ব্যবহারপূর্বক এ কার্যক্রম শুর" করেছে। বিগত ১০ বছরের (১৯৭০-১৯৮০) তথ্যের ভিত্তিতে ৫০ কিলোমিটার এবং ২৫ কিলোমিটার রেজুলেশনে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক জলবায়ু সিম্যুলেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত ভিত্তিক বছরের তুলনামূলক মানচিত্র নিম্নে দেখানো হলো। বাংলাদেশের পানি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (আই ডবি-উ এফ এম), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের PRECIS ওয়ার্কিং গ্র"প বর্ণিত ফলাফলসমূহ ব্যবহারপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনের Optimum Domain সাইজ নির্বাচন করেছে।

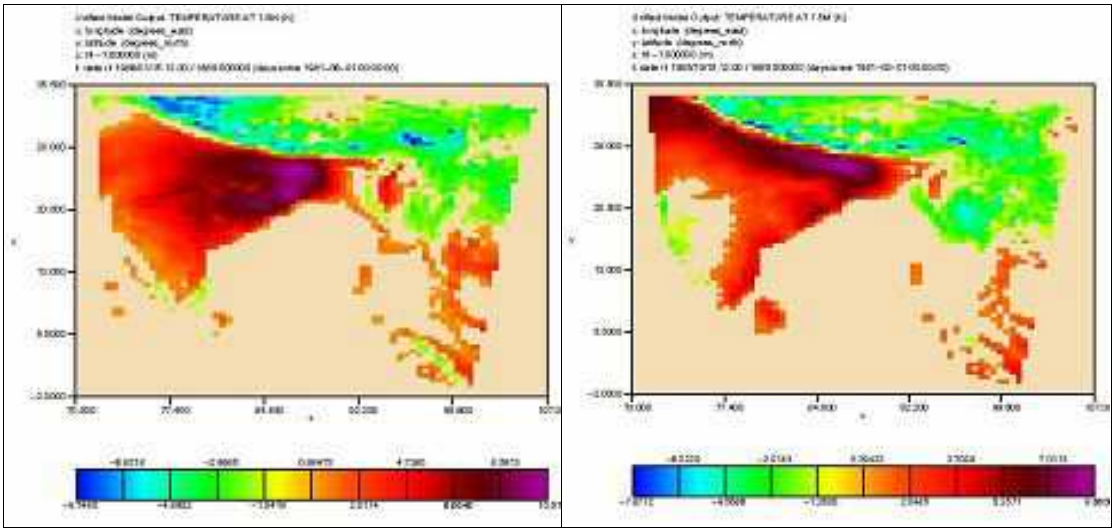

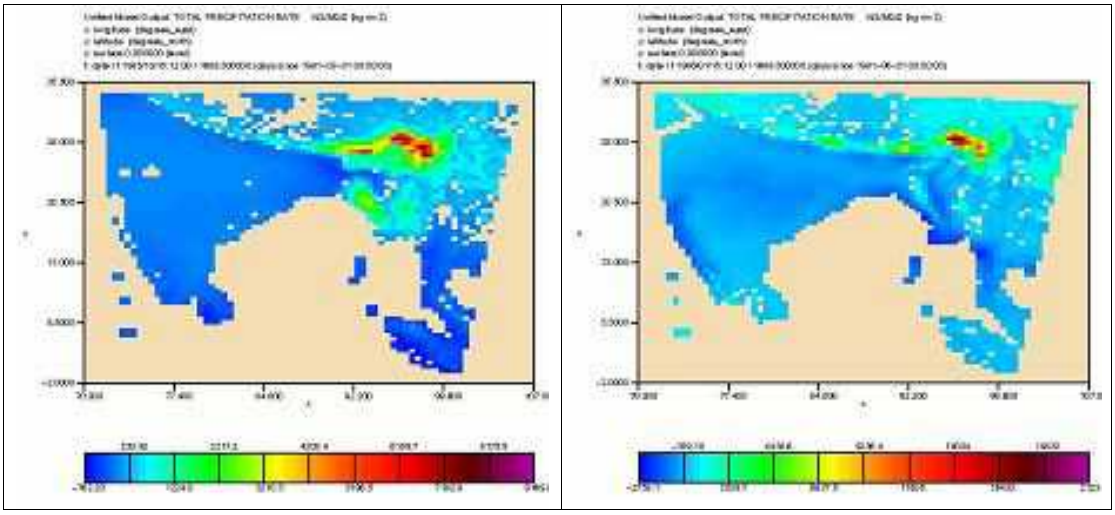

তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত ভিত্তিক বছরের তুলনামূলক মানচিত্র।

সমীক্ষার ফলাফলে বাংলাদেশের সকল স্থানে এবং বর্ষা মৌসুমে পর্যবেক্ষণকৃত এবং সিম্যুলেটেড তাপমাত্রার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু মৌসুমপূর্ববর্তী এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় এ মডেলের ফলাফলে কিছুটা তারতম্য পাওয়া যায়। এ মডেলের আওতায় প্রক্ষেপনের সময় অনিশ্চয়তার যে ধারণা পাওয়া যায় তা পরিমাপ করা হবে এবং ভবিষ্যতে Artitificial Neural Network এবং Fuzzy Clustering logic ব্যবহারপূর্বক বিদ্যমান তারতম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৫. নয়টি ট্রান্সবাউন্ডারী নদীর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা

সিইজিআইএস, যৌথ নদী কমিশনের জন্য বাংলাদেশের ৯টি ট্রান্সবাউন্ডারী নদীর উপর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নদী গুলো হলো তালমা, ঘোড়ামারা, দেওয়ানী-যমুনেশ্বরী, বুড়িতিস্তা, সারি গোয়াইন, লংলা, সুতাং, সোনাই এবং হাওড়া। এ কার্যক্রমে নদীগুলো হতে বিভিন্ন মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তাছাড়া সমীক্ষার আওতায় একটি ডাটাবেজ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এ সমীক্ষার ফলাফল সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

৪ জুলাই ২০১০ তারিখে যৌথ নদী কমিশন (বাংলাদেশ) কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জনাব সুলতান আহমেদ, পরিচালক, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিইজিআইএস (সর্ব বামে), জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, যৌথ নদী

কমিশন (বাংলাদেশ), জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস এবং *জনাব মাহমুদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন (সর্ব ডানে)।*

৬. পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদারকরণ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরামর্শক ও কারিগরি সেবা প্রদানের নিমিত্তে সিইজিআইএস এবং ওয়ারপোর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির উলে- খযোগ্য দিকগুলো হলো ওয়ারপোর প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী একটি টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নে পরামর্শক এবং কারিগরি সেবা প্রদান করা। এ কাঠামোটি ওয়ারপোর প্রশাসনিক কার্যাবলী দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে সম্পাদন এবং বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ওয়ারপোর সাথে চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে ওয়ারপো এবং সিইজিআইএস এর প্রতিনিধিবৃন্দ

৭. ইন্টান্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভোলপমেন্ট-এর সহিত যৌথ গবেষণা

সিইজিআইএস ১২ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে ইন্টান্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডিভলপমেন্ট (আইসিআইএমওডি), কাঠমু-, নেপাল এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ সমঝোতা স্মারকের মূল লক্ষ্য হলো দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (Geographic Information System)-এর তথ্য ও উপাত্ত, দক্ষতা ও সেবা এবং উহার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে নেপাল ও বাংলাদেশের পর্বতমালার টেকসই উন্নয়নে (Systainable Development) অবদান রাখা।

বাম হতে জনাব মশিউর রহমান, এলজিইডি জনাব শহীদুল হক, এলজিইডি জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস, জনাব কাসবীর উদ্দিন, আইসিআইএমওডি এবং জনাব বসন্ত শ্রেষ্ঠা, আইসিআইএমওডি

৮. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সিইজিআইএস দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণা এবং এর পদ্ধতি ও প্রয়োগের উপর একাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন স্কীমসমূহের সু-ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা। প্রশিক্ষণার্থীদের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম বিগত জুন ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। South-west Area Integrated Water Resources Planning and Management Project (SWAIWRPMP)-এ কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৫ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সিইজিআইএস এর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দলীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থাপন করেন।

জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়রের প্রক্রিয়ায় সংশি-ষ্ট প্রকল্প বাস্ড়বায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেইস এর প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর ধারণা প্রদান করা।

২০১০-২০১১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা
০১	বাংলাদেশের বিদ্যালয়সমূহের পানির গুণাগুণ পরিবীক্ষনের উপর প্রশিক্ষণ	১	২৫
০২	অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ	১	২৫
০৩	উপকূল অববাহিকা/উপাঞ্চল এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের সীমারেখা অঙ্কন, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বহুতাত্ত্বিক পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ	৩	৭০
০৪	যোগাযোগ যন্ত্রপাতি (Tools) এবং কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ		
০৫	অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ধারণা এবং উহার ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	**১৬**	**১৫**

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	কর্মকর্তার সংখ্যা
০৬	আঞ্চলিক পর্যায়ের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপকদের জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উহার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ	৯	১০
০৭	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস এবং রিমোট সেনসিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	২৪	২১
০৮	পানি সম্পদ খাতে জিআইএস টুলস-এর অধিকতর উচ্চতর ক্ষেত্রে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	২২	২০
০৯	নোয়াখালী কম্পোনেন্টের অধীন আঞ্চলিক মৎস্য এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেনারী সার্জনদের জন্য আর্ক জিআইএস ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়	১২	১৪
১০	আফ্রিকার ইথিওপিয়া অঞ্চলের জন্য বন্যা পূর্ব প্রস্তুতি এবং পূর্ব সংকেত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	২০
	মোট	**৮৯**	**২২০**

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাগণকে বিদেশেও প্রেরণ করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস এ যোগদান করে। তারা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন সমীক্ষা কাজসমূহ আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	সংখ্যা
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর উপর উচ্চতর সমীক্ষার উপর সার্টিফিকেট কোর্স	সুইজারল্যান্ড ও ভারত	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০১০	১
ইস্টার্ন নাইল সহায়ক বাৎসরিক বন্যা ফোরাম (তৃতীয়) কর্ম পরিকল্পনা কর্তৃক আয়োজিত	ইথিওপিয়া	জানুয়ারী, ২০১০	২

কর্মশালা

বিষয়/	সময়
সিইজিআইএস-এর উদ্যোগে ৭টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে (পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং রাজবাড়ী) জনদৃষ্টি আকর্ষণ সংক্রান্ত কর্মশালা।	ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০১১
বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওর মাস্টার প-ান প্রণয়নের লক্ষ্যে সিইজিআইএস এর উদ্যোগে ৬৯টি উপজেলার জনগণের পরামর্শ গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মশালা	অক্টোবর ২০১০-ফেব্রুয়ারি ২০১১
২০১১ সালে যমুনা, গঙ্গা এবং পদ্মা নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় ভাঙ্গন সংক্রান্ত পূর্বাভাস	৭ জানুয়ারি, ২০১১
মংলা-ঘাসিয়াখালী নৌপথের খনন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান বিষয়ক কর্মশালা	২২ জানুয়ারি, ২০১১
ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জলবায়ু পরিবর্তন জ্ঞানের নেটওয়ার্ক স্থাপন সংক্রান্ত কর্মশালা	৬ ডিসেম্বর, ২০১০
বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন তথ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা সংক্রান্ত কর্মশালা	২৮ ডিসেম্বর, ২০১১

সমন্বিত পরিবেশগত বিশে- ষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ

আমাদের অত্যন্ড় সচেতন ও সতর্ক হয়ে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে হবে যাতে দেশের সীমিত সম্পদের উৎপাদনশীলতা ব্যহত না হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে/সমাপ্তির পর EMP বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে সম্পদের টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব। অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গটি বিবেচনা করেই পরিবেশসম্মত প্রকল্প গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধিতে IEE, EIA, EMP এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ এবং পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদি-র পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, ইত্যাদি; পরিবেশ সংক্রান্ড় কার্য-পরিকল্পনা ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ খাতে সকল প্রস্ড়াবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এতদ্সংক্রান্ড় বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্ড়র্ভুক্ত করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-তেও এ বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে EMP বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

এ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী রাস্ড়া নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্ড়া); সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিচে); সার প্রস্তুত (ইউরিয়া/টিএসপি), বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন; পয়ঃবর্জ্য পরিশোধ প-ান্ট নির্মাণ; পানি পরিশোধ প-ান্ট নির্মাণ; সুয়ারেজ পাইপলাইন স্থাপন /প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ; খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান/উত্তোলন/বিতরণ; বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ; রাস্ড়া নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক); সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে); ইত্যাদি কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভুক্ত এবং সকল প্রকার প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আইইই এবং ইআইএ সম্পাদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্ড়বায়ন বাধ্যতামূলক।

সিইজিআইএস-এর আয়ে পরিচালিত লাভের-জন্য-নয় (not-for-profit) এমন একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশি-ষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক উলি-খিত বিষয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পের IEE, EIA সম্পাদন ও EMP প্রস্তুতি ও বাস্ড়বায়ন এবং সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের Benefit Monitoring and Evaluation (BME) এর কাজ, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদের জিআইএস ও আরএস ভিত্তিক ড্যাটাবেইস প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিইজিআইএস-এর সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৩

২০১০-২০১১ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্ড়ব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ	বাস্তব অগ্রগতি (%)	পিএ	আরপিএ			জুন / ২০১১ পর্যন্ত
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত) (১৯৯৯-০০ থেকে ২০১০-১১)	১১৩৮০.০০	২১৩৯.০০	৯৭৯৩.৮৭	১৭০১.৫৩	৮১.০০	১৩৫৬.০০	৩৬০.০০	১১.৯২	১১.৯২	৯২.৯২
		৯২৪১.০০	৩১৮৪.০০	৮০৯২.৩৪	২৪৬২.৯০		৯৯৬.০০	৬৯১.০০			
২	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১)	১৩২৬০.০০	১৩২৬০.০০	৪৯০২.২২	৪৯০২.২২	৪২.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৭.৫৪	৭.৫৪	৪৯.৫৪
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৪৩৩৫৩.০০	১৪৫৭৪.০০	৩৩১০১.৮৪	৮৫৫১.৩০	৭৭.০০	৯৭২২.০০	৫৮৮০.০০	২২.৪৩	২২.৪৩	৯৯.৪৩
		২৮৭৭৯.০০	১৪৯৯০.০০	২৪৫৫০.৫৪	১২২৭৪.৪১		৩৮৪২.০০	২৮২৩.০০			
৪	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৪১৬১.০০	৪১৬১.০০	২৮৭৬.৪৭	২৮৭৬.৪৭	৬৯.০২	৫০০.০০	৫০০.০০	১২.০২	১২.০০	৮১.০২
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	১১৫২৫.০০	১১৫২৫.০০	৬৯৯৮.১৩	৬৯৯৮.১৩	৬৯.৫০	৮.৭৮	৮.৭৮	০.০৮	০.০৮	৬৯.৫৮
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬	উপকুলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ড় অতি ঝুকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(৭টি পোল্ডার) (১ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১)	৭১২৭.০০	৭১২৭.০০	৪৯৮৭.৬৩	৪৯৮৭.৬৩	৮০.১৬	১৭৮০.০০	১৭৮০.০০	১৯.৮৪	১৯.৫০	৯৯.৬৬
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৭	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে	৯৮৩০১.০০	১৯৭২৩.০০	৮৩৪৫.৮২	১২৯০.২৭	১০.৮৫	১৮৩৭২.০০	২৪৩০.০০	১৮.৬৯	১৪.৯৮	২৫.৮৩
		৭৮৫৭৮.০০	৬৫৫৮৭.০০	৭০৫৫.৫৫	৭০৫৫.৫৫		১৫৯৪২.০০	১৫৯৪২.০০			

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	২০১৩-১৪)										
৮	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৪১১৬.০০ ৩৭০৪৬.০০	২৭০৭০.০০ ৩৩৯৩৩.০০	২৮০১৫.৫০ ২০৭৮৪.৩৪	৭২৩১.১৬ ১৯১১৮.৮০	৭৩.২৮	৯২০০.০০ ৭৫০০.০০	১৭০০.০০ ৭৪০০.০০	১৪.৩৫	১৪.৩০	৮৭.৫৮
৯	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	৪৫৬৪.০০ ০.০০	৪৫৬৪.০০ ০.০০	১০৪৩.৬৬ ০.০০	১০৪৩.৬৬ ০.০০	৩২.০০	১১০০.০০ ০.০০	১১০০.০০ ০.০০	২৪.১০	২৩.০০	৫৫.০০
১০	পাবনা জেলার কাজীর হাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ড় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩৪২৩.০০ ০.০০	৩৪২৩.০০ ০.০০	২৭৮২.৯০ ০.০০	২৭৮২.৯০ ০.০০	৮১.২৭	৬০০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ০.০০	১৭.৫৩	১৬.৫৩	৯৭.৮০
১১	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৯৩৭৯.০০ ৮৪৭৯.০০	৯০০.০০ ৪০১২.০০	৮৮২২.৬৫ ৮০৯৮.৩০	৭২৪.৩৫ ৪৩১২.৩৩	৯৩.১৪	৫৭৮.০০ ৪৭৪.০০	১০৪.০০ ৩১৮.০০	৬.১৬	৬.১৬	৯৯.৩০
১২	জিয়ানগর হুলারহাট বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৩২৮৪.০০ ০.০০	৩২৮৪.০০ ০.০০	২৪৯০.৮৮ ০.০০	২৪৯০.৮৮ ০.০০	৭৫.৮৫	৫০০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ০.০০	১৫.৮২	১৫.৮২	৯১.৬৭
১৩	নরসিংদী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	২২৫৫.০০ ০.০০	২২৫৫.০০ ০.০০	১৭২০.৮৫ ০.০০	১৭২০.৮৫ ০.০০	৮০.৮০	৪৯০.০০ ০.০০	৪৯০.০০ ০.০০	১৯.২০	১৯.২০	১০০.০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	৬৯৫৮.০০	৬৯৫৮.০০	৩৮৩৩.৫৯	৩৮৩৩.৫৯	৫৮.৫০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	২১.৫৬	২১.৫৬	৮০.০৬
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
১৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প ((১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২৫৪৭৯.০০	২৫৪৭৯.০০	১৯৭১২.১০	১৯৭১২.১০	৮৮.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৩.৯২	৩.৭১	৯১.৭১
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
১৬	ঢাকা জেলায় ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	২০১৫.০০	২০১৫.০০	১৩০০.৪৮	১৩০০.৪৮	৬৯.০০	২৭৭.০০	২৭৭.০০	৩১.০০	৩১.০০	১০০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
১৭	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১৫৩২৪.১৮	১৫৩২৪.১৮	৫৬১৫.৪৭	৫৬১৫.৪৭	৬৬.৩৫	২১০০.০০	২১০০.০০	১৩.৭০	১৩.৭০	৮০.০৫
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
১৮	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৪৫২.০০	২৪৫২.০০	১৬৪০.৪৪	১৬৪০.৪৪	৬৭.৯১	৫০০.০০	৫০০.০০	২০.৩৯	২০.০০	৮৭.৯১
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
১৯	জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১)	৩২৬৬৯.০০	৬০৪১.১৫	২৮২০৬.৮০	৫২৭৬.৫৩	৮৮.৮৭	৪১৯১.০০	৭৬০.০০	১২.৮৩	১১.১০	৯৯.৯৭
		২৬৬২৭.৮৫	২৫৯৫২.০৬	২২৯৩০.২৭	২২২৯১.১৪		৩৪৩১.০০	৩৩৯৫.০০			
২০	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ	১৯১৩৩.৮১	১৯১৩৩.৮১	৬৪৯০.৯১	৬৪৯০.৯১	৩৮.৬০	২১০০.০০	২১০০.০০	১০.৯৮	১০.৯৮	৪৯.৫৮

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
২১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১৮০৬৫.০০ ১৮০৬৫.০০	০.০০ ১৬৩৭০.০০	৫২১.০৩ ৫২১.০৩	০.০০ ৫০৩.৩৯	২.৮৮	২৫০০.০০ ২৫০০.০০	০.০০ ২৫০০.০০	১৩.৮৪	১৩.৮৪	১৬.৭২
২২	নারদ নদী, মুসা খান নদী, (আং) এবং চারঘাট রেগুলেটরের ইনটেক চ্যানেল পুনঃখনন প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১)	১৩৩৪.০০ ০.০০	১৩৩৪.০০ ০.০০	৯৪৭.৬৭ ০.০০	৯৪৭.৬৭ ০.০০	৮৫.৬৮	১২০.০০ ০.০০	১২০.০০ ০.০০	১৪.৩২	১৪.৩২	১০০.০০
২৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	১৫০৬৭.০০ ০.০০	১৫০৬৭.০০ ০.০০	৩৭২৫.৭৩ ০.০০	৩৭২৫.৭৩ ০.০০	৪৭.৫৩	৪০০০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ০.০০	২৬.৫৫	২৪.৫০	৭২.০৩
২৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৭১৬.৪৭ ০.০০	৭১৬.৪৭ ০.০০	১০.০০	২৭১২.০০ ০.০০	২৭১২.০০ ০.০০	৫৬.৭৮	৫৬.৭৮	৬৬.৭৮
২৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৯৪২১৫.০০ ০.০০	৯৪২১৫.০০ ০.০০	১২৮৫.০৬ ০.০০	১২৮৫.০৬ ০.০০	১.৫০০	১০০৪৪.০০ ০.০০	১০০৪৪.০০ ০.০০	১০.৬৬	১০.৬৬	১২.১৬
২৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা	৩৭৪৬.০০ ০.০০	৩৭৪৬.০০ ০.০০	৪৯৭.৩৬ ০.০০	৪৯৭.৩৬ ০.০০	১৩.২৭	১২০০.০০ ০.০০	১২০০.০০ ০.০০	৩২.০৩	৩২.০৩	৪৫.৩০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)										
২৭	ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গঙ্গাজুড়ি হাওর। (০১.০৮.২০০৯ থেকে ৩১.০৫.২০১০)	১৮৬.০০ ০.০০	১৮৬.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	১২.০০	১৬৮.০০ ০.০০	১৬৮.০০ ০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	১০০.০০
২৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	১২৪৮.৯৯ ০.০০	১২৪৮.৯৯ ০.০০	৭.০০	২৫৭০.০০ ০.০০	২৫৭০.০০ ০.০০	১৪.৫৫	১৪.৫৫	২১.৫৫
২৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৯৭৬৭.০০ ০.০০	৯৭৬৭.০০ ০.০০	৯৯৬.৭৯ ০.০০	৯৯৬.৭৯ ০.০০	১১.১৩	১৩০০.০০ ০.০০	১৩০০.০০ ০.০০	১৩.৩১	১৩.৩১	২৪.৪৪
৩০	বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সমীক্ষা প্রকল্প (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১০)	১৬৪.০০ ০.০০	১৬৪.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	৫.০০	১৩৯.০০ ০.০০	১৩৯.০০ ০.০০	৮৪.৭৬	৮৪.৭৬	৮৯.৭৬
৩১	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩০.০৪.২০১১)	১৫৪.০০ ০.০০	১৫৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭৪.০০ ০.০০	৭৪.০০ ০.০০	৪৮.০৫	৪৮.০৫	৪৮.০৫
৩২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৯৮.৮৭ ০.০০	৯৮.৮৭ ০.০০	১.০১	২৯৭১.০০ ০.০০	২৯৭১.০০ ০.০০	৩০.২১	৩০.২১	৩১.২২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-১১)										
৩৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	৩.৯৫	৩.৯৫	০.১৮	৫০০.০০	৫০০.০০	২৩.৪৩	২০.৯৮	২১.১৬
	কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন	১২৩১০.০০	১২৩১০.০০	৯৯.৭৪	৯৯.৭৪	০.৮৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১২.১৯	১২.১৯	১৩.০৩
	উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)।	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদূরাবাদ	৩৬৫৯৬.০০	৩৬৫৯৬.০০	৯৮.৯৯	৯৮.৯৯	০.২৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৬.৫৬	৬.৫৬	৬.৮৩
	ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৩৬০৬.০০	১০০.০০	১০০.০০	২.৭৭	৯০০.০০	৯০০.০০	২৪.৯৬	২৪.৯৬	২৭.৭৩
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৭	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন	১৬৯৪০.০০	১৬৯৪০.০০	১৯৮.৯২	১৯৮.৯২	১.৪০	৪৬৪৬.০০	৪৬৪৬.০০	২৭.৪৩	২৭.৪৩	২৮.৮৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৮	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া	১৫৫৭২.০০	১৫৫৭২.০০	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯	১.২০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২৮.৯০	২৮.৯০	৩০.১০
	এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩৯	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.৫০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩.৮৯	৩.৮৭	৪.৩৭
	(২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)	৯৪৪০৯.০০	৯৪৪০৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৮৪.৫০	৫৮৪.৫০	০.৬২	০.৬২	০.৬২
	(২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪১	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	১৫৬.০০	১৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮১.০০	৮১.০০	৫১.৯২	৫১.৯২	৫১.৯২
	(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪২	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	২৩৯২.২১	২৩৯২.২১	৪৪.৯৯	৪৪.৯৯	১.৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০	১৯.৪০	১৮.৭২	২০.৬০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪৩	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প	৫৯৫৩.০০	৫৯৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	৫.৭১	৫.৭১	৫.৭১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪৪	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপামি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	১৩০৯৮৮.০০ ০.০০	১৩০৯৮৮.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুর্নবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৬৬২৪.০০ ০.০০	৬৬২৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০২৯.০০ ০.০০	২০২৯.০০ ০.০০	৩০.৬৩	৩০.৬৩	৩০.৬৩
৪৬	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৩১৫৩৮.০০ ০.০০	৩১৫৩৮.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭২০০.০০ ০.০০	৭২০০.০০ ০.০০	২২.২০	২২.২০	২২.২০
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৪২৪২.০০ ০.০০	৪২৪২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭.০০ ০.০০	৭.০০ ০.০০	০.১৭	০.০৫	০.০৫
৪৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	২৮৫৪০.০০ ০.০০	২৮৫৪০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৫৫০.০০ ০.০০	৫৫০.০০ ০.০০	১.৯৩	১.৯৩	১.৯৩
৪৯	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৭৩৩৭.০০ ০.০০	৭৩৩৭.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	২.৭৩	১.১৫	১.১৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় মোট পিএ	প্রকল্প ব্যয় টাকা আরপিএ	২০০৯-২০১০ জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয় মোট পিএ	২০০৯-২০১০ জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয় টাকা আরপিএ	২০০৯-২০১০ জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১০-২০১১ আরএডিপি বরাদ্দ মোট পিএ	২০১০-২০১১ আরএডিপি বরাদ্দ টাকা আরপিএ	২০১০-২০১১ বাস্তব লক্ষমাত্রা	২০১০-২০১১ বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫০	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২)।	৬১১৭.০০ ০.০০	৬১১৭.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৪০০.০০ ০.০০	৪০০.০০ ০.০০	৬.৫৪	৬.৫৪	৬.৫৪
৫১	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩))।	১৭০৩১.০০ ০.০০	১৭০৩১.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৮০০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ০.০০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০
৫২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০০৮৯.০০ ০.০০	২০০৮৯.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	১.০০	১.০০	১.০০
৫৩	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of	২৩৭৮২.০০ ০.০০	২৩৭৮২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.)										
৫৪	বগুড়া জেলার অন্ড়রপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২১২)	১১৬০৩.০০ ০.০০	১১৬০৩.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	১.৭২	১.৭২	১.৭২
৫৫	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.০০ ০.০০	১৩৯২৯.০০ ০.০০	৪৩৭১.৯৪ ০.০০	৪৩৭১.৯৪ ০.০০	৩৩.৪৬	৫৮০০.০০ ০.০০	৫৮০০.০০ ০.০০	৪১.৬৪	৪১.৬৪	৭৫.১০
৫৬	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)	৬২২০.০০ ০.০০	৬২২০.০০ ০.০০	৫৩৭০.৮৪ ০.০০	৫৩৭০.৮৪ ০.০০	৮৬.৩৬	৫২৫.০০ ০.০০	৫২৫.০০ ০.০০	৮.৪৪	৮.৪৪	৯৪.৮০
৫৭	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩)	২৮৩৩০.৬৩ ২২৪৬৩.৪৮	৫৮৬৭.১৫ ১৯৮২৩.৯৮	৪১৮৩.১৯ ৩৩৩০.৫৩	৮৫২.৬৬ ১১০৩.৬৭	২৪.২০	৯০০০.০০ ৭৫০০.০০	১৫০০.০০ ৬৬৫০.০০	৩১.৭৭	৩১.৭৭	৫৫.৯৭
৫৮	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০ ০.০০	১০৯৯৭.০০ ০.০০	১৪৫৯.৫১ ০.০০	১৪৫৯.৫১ ০.০০	১৪.৪৭	২৫.০০ ০.০০	২৫.০০ ০.০০	০.২৩	০.১০	১৪.৫৭
৫৯	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে	২০৭৮০.০০	২০৭৮০.০০	১২৯৯.৪৮	১২৯৯.৪৮	৭.০৭	২২৫.০০	২২৫.০০	১.০৮	১.০৮	৮.১৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬০	তিস্ড়া ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)	২৪৮৬৩.০০	২৪৮৬৩.০০	৯৪২৭.৮৭	৯৪২৭.৮৭	৪৩.০৯	২০০০.০০	২০০০.০০	৮.০৪	৭.৮০	৫০.৮৯
	(২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি	২১২১.০১	২১২১.০১	৪২৮.৮৯	৪২৮.৮৯	২৯.৩৮	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০	৩২.৭৭	৩২.৭৭	৬২.১৫
	ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬২	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের	৩৬১৭১.০০	৩৬১৭১.০০	৪৩.৭২	৪৩.৭২	০.৯০	২০৯৫.৬৫	২০৯৫.৬৫	৫.৭৯	৫.৭৭	৬.৬৭
	সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৩	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২৮১৪৫.০০	২৮১৪৫.০০	৯৯.৭৫	৯৯.৭৫	০.৫০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৬.০৪	৬.০৪	৬.৫৪
	(২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২২৮৬.০০	২২৮৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩২.৮১	৩২.৮১	৩২.৮১
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ	৭৯৮৩.০০	৭৯৮৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.০০	১১.০০	০.১৪	০.১৪	০.১৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৬	এ্যস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২০০২-০৩ থেকে ২০১০-১১)	৭৩৫৩.০০ ৬৪৫৭.০০	৮৯৬.০০ ৪৩১১.০০	১৮০০.১১ ১৫৯০.৯৬	২০৯.১৬ ১৮৮৯.৫০	৪৭.৩৫	৯৫৫.০০ ৭৩৬.০০	২১৯.০০ ৭৩৬.০০	১২.৯৯	১২.৯৯	৬০.৩৪
৬৭	ডেভেলপিং ইনোভিয়েট এ্যাপ্রোসেস টু ম্যানেজমেন্ট ইরিগেশন সিষ্টেম (০১.১১.২০০৯ থেকে ৩১.০৩.২০১১)	৬০৭.০০ ৫১৮.০০	৮৯.০০ ০.০০	১৫২.৫৬ ১৫১.৭১	০.৮৫ ০.০০	২৫.১২	৩৫৭.০০ ৩৫৩.০০	৪.০০ ০.০০	৫৮.৮১	৫৮.৮১	৮৩.৯৩
৬৮	Modernisation & Integrate of Hydraulogical Monitoring Natural of Bangladesh & Environment & Social empect assessment of Gorai river Rstoration project.	১১৬৪.০০ ০.০০	১১৬৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৫.০০ ০.০০	৫.০০ ০.০০	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩
৬৯	নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১৯৫৪.০০ ০.০০	১৯৫৪.০০ ০.০০	৪৫৪.২৭ ০.০০	৪৫৪.২৭ ০.০০	৫২.৯৮	১০৩.০০ ০.০০	১০৩.০০ ০.০০	৫.২৭	২.৫০	৫৫.৪৮
৭০	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যান্ডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১১)	১৭৮.০০ ০.০০	১৭৮.০০ ০.০০	১৮.০০ ০.০০	১৮.০০ ০.০০	১২.০৫	৮২.০০ ০.০০	৮২.০০ ০.০০	৪৬.০৭	৪০.০০	৫২.০৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০০৯-২০১০			২০১০-২০১১				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১১ পর্যন্ত
				জুন/২০১০ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৭১	প্রিপারেশন অব মাষ্টার প্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১১)	৭৩৯.০০ ০.০০	৭৩৯.০০ ০.০০	১৮৭.০০ ০.০০	১৮৭.০০ ০.০০	২৫.০০	৩০৩.০০ ০.০০	৩০৩.০০ ০.০০	৪১.০০	৪১.০০	৫১.০০

(ক) ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১ ৬	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১২৯০০.০০	১২৯০০.০০	৭৫৫.২১	৭৫৫.২১	২.২৩	২৩০৮.৭৫	২৩০৮.৭৫	৬.৮০	১.০৬	৩.২৯
২ ৭	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১৬৫.০০	১৬৫.০০	২২.০০	২২.০০	৪০	১০.০০	১০.০০	৬০	২৫	৬৫
৩ ৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
৪ ১০	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	৪৫২.০০	৪৫২.০০	২৫	১৫২৫.০০	১৫২৫.০০	৭৫	২৩	৪৮

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০) (ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)										
৫ ১১ (খ)	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ড় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিলা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)। (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১১৮.০০	১১৮.০০	-	-	-	২৮.০০	২৮.০০	১০০	১৫	১৫
৬ ১২	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা	২৫৬২.০০ (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	২৫৬২.০০	-	-	-	২৫৬২.০০	২৫৬২.০০	১০০	৬০	৬০
	সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ড় কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬৮৪৯৪.০০ (অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক)	৬৮৪৯৪.০০	-	-	-	১০০০.০০	১০০০.০০	১.৪৬	০.২৫	০.২৫
৭ ১৩	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬০৯৮৩.০০	৬০৯৮৩.০০	-	-	-	২২২.০০	২২২.০০	০.২৭	০.০৫	০.০৫
৮ ১৫	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে	২৬১৫৪.০০	২৬১৫৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	মাননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)										
৯ ১৬	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১৯৭৮২.৮০ (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন) ১০০০.০০ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৯৭৮২.৮০ ১০০০.০০	২২৬৫.৬৩ ৬২৫.৯১	২২৬৫.৬৩ ৬২৫.৯১	৬.৬৭ ৬০	৬৯২৬.২৫ ৩৭৪.১০	৬৯২৬.২৫ ৩৭৪.১০	২০.৪২ ৩৭.৪১	৩.১৮ ১৫	৯.৮৫ ৭৫
১০ ১৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৩২২৬৩.২৮ (আইলা প্রকল্পের অংশ) ২৩৯২.০০ (সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়)	৩২২৬৩.২৮ ২৩৯২.০০	৭১৫০.৬৭ ১৫০০.০০	৭১৫০.৬৭ ১৫০০.০০	১৯.৪৭ ৬০	৩২০০.০০ ৮৯২.০০	৩২০০.০০ ৮৯২.০০	১০.১০ ৪০	৬.৬০ ৪০	২৬.০৬ ১০০
১১ ১৮	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	৩৮৪.১৩	৩৮৪.১৩	২১.১৬	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩৫.১৫	৮.১৯	২৯.৩৫
১২ ১৯	সোনাইছড়া, কোণাল-ছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে	১৭৫৬.৫২ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৭৫৬.৫২	-	-	-	১৭৫৬.৫২	১৭৫৬.৫২	১০০	৫২	৫২

ক্রমিক নং	মাননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	(পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)										
১৩ ২২	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০০১০০.০০	১০০১০০.০০	৩৭৩৭.৪৬	৩৭৩৭.৪৬	৩.৭৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪.৩৮	০.১৮	৩.১৯
১৪ ২৩	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ড় বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	২৩০০.০০ (আইলা প্রকল্পের অংশ) ৩৮০০.০০ (ওয়ামিপ প্রকল্পের বাগেরহাট অংশ)	২৩০০.০০ ৩৮০০.০০	৩০.০০ -	৩০.০০ -	১.২৫ -	১৫০০.০০ ৩৮০০.০০	১৫০০.০০ ৩৮০০.০০	৬০ ১০০	২০ ১৫	২১.২৫ ১৫
১৫ ২৬	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (লালমনিরহাট পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৯/১০/১১)	- ১৫০৬১.৫৪	- ১৫০৬১.৫৪	- ৭১২৪.০৭	- ৭১২৪.০৭	- ৪৭.৫৩	- ২৭৫২.১০	- ২৭৫২.১০	- ১৮.২৭	- ৬.২০	- ৫৩.৭৩
১৬ ৩০	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা	৯৪৪০৯.০০	৯৪৪০৯.০০	৫৭৮.৯৯	৫৭৮.৯৯	০.৬২	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১.৫৯	০.৪০	১.০২

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
	নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)										
	উপ-মোট (ক) ঃ	**৪৪৮৩৮৪.১৪**	**৪৪৮৩৮৪.১৪**	**২৪৬৫৮.০৭**			**৩৫৬০৬.৭২**				

(খ) ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রকল্প প্রণয়নে (ডিপিপি) চলমান সমীক্ষা প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্ড়ব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব (%) অগ্রগতি
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০) (ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের অর্থায়নে)	২৭২১.০০	২৭২১.০০	-	-	-	৬৬৩.০০	৬৬৩.০০	৫০	২০	২০
২ ১৪ (ক)	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১৪২.০০	১৪২.০০	-	-	-	৭০.০০	৭০.০০	৫০	১০	১০
৩ ১৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের অর্থায়নে)	১২৪০.০০	১২৪০.০০	-	-	-	৬২০.০০	৬২০.০০	১০০	৬০	৬০
উপ-মোট (খ) ঃ		**৪১০৩.০০**	**৪১০৩.০০**				**১৩৫৩.০০**				
সর্বমোট ঃ		**৪৫২৪৮৭.১৪**	**৪৫২৪৮৭.১৪**	**২৪৬৫৮.০৭**			**৩৬৯৫৯.৭২**				

পরিশিষ্ট-৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ড় সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	**www.mowr.gov.bd**
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	**www.bwdb.gov.bd**
৩	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো	**www.ffwc.gov.bd**
৪	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	**www.warpo.gov.bd**
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	**www.rri.gov.bd**
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	**www.bhwdb.gov.bd**
৭	ইন্সটিটিউট অভ ওয়াটার মডেলিং	**www.iwmbd.org**
৮	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	**www.cegisbd.com**

তিস্তা ব্যারেজ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা